মগের মুলুক।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

Unity is the way of greatness.

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী
প্রণীত।

১৩৩৪—বৈশাখ

[মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

Printed by N. P. Dass,

AT THE

KOHINOOR PRINTING WORKS,

111-4A, MANICTALA STREET.

CALCUTTA.

উৎসর্গ।

"Thou hast all seasons for thine own,
O Death!"

Mrs. Hemans.

৺চন্দ্রমোহন পাল, এম, এ

ভাগ্যকূল—ঢাকা

ভাই,

তুমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, পরমাত্মীয়—রক্তমাংসের সম্বন্ধ তোমাতে আমাতে। তুমি কষ্ট সহিষ্ণু, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যাউপার্জ্জন করে সংসারী হয়ে সুনাম অর্জ্জন করে গেছ। মানুষকে কাঁদায়ে অকালে ফাঁকি দিয়ে কোন্ অজানা অচেনা দেশে চলে গেলে ভাই! তুমি যেখানেই থাক এই "মগের মুল্লুক" তোমায় দিয়ে তোমার স্মৃতি জাগিয়ে রাখলুম; একবার পড়িও যেমন আমার অন্যান্য বইগুলি তুমি পড়তে ভাল বাসতে। ইতি

তোমার—হেমেন্দ্র।

৩৩৪ অক্ষয় তৃতীয়া

লোহজঙ্গ-ঢাকা।

মন্তব্য।

আজকাল নাট্যকার অনুকরণ করতে বেশ পটু? হায়, বঙ্গের সেক্ষপীয়র গিরিশচন্দ্র ঘোষও নাই আর ডি, এল্, রায়ও নাই! কে উত্তর দিবে!

—০—

উপন্যাস ইতিহাস নহে। ঐতিহাসিক মূল ঘটনা ঠিক রেখে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে এই উপন্যাস লেখা হ'ল।

সে সময়ের প্রচলিত কয়েকটী শব্দার্থ নিম্নে দেওয়া গেল, যথা—

হারমাদ—দস্যু, ডাকাইত।

নওয়ারা—(যুদ্ধ জাহাজ) যুদ্ধের এবং জলপথে ডাকাইতির উপযোগী নৌকা বিশেষ।

৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে মগজাতির নাম ছিল যথা, চান্দ্যাফ্রু, আথেন্নুন্, মৌংহান, আলাংক্রা, শোয়েযুয় ইত্যাদি। অধুনা চট্টগ্রাম অঞ্চলে উহাদের নাম বাঙ্গালীর অনুরূপ যথা, শশি, বিহারি, বিপিন, মহেশ ইত্যাদি; আচার ব্যবহার ও প্রায় বাঙ্গালী হিন্দুর ন্যায়। দেশীয় ভাষায় আরাকানের নাম "রোসাঙ্গ।" মগজাতি বৌদ্ধ এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে বড়ুয়া নামে অভিহিত।

১২নং কৃপানাথলেন।

কলিকাতা

১লা বৈশাখ ১৩৩৪।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী

উপহার

সূচনা।

ঔরংজেবের ভ্রাতা শুজা ১৬৬০ খৃঃ আরাকানে পলায়ন করে।

মগের মুলুক।

সূচনা।

তিনশত বর্ষের পূর্ব্বের কথা।

বিক্রমপুর রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরস্থ এক কক্ষে রঘুনাথের পিতা বিজয়কৃষ্ণ পালঙ্কে অর্দ্ধ শয়ন করিয়া নল সংযোগে তামাক খাইতেছেন, তাঁহার সহধর্ম্মিনী বিজয়া স্বামীর পদসেবা করিতেছেন। সুশোভিত শয়ন কক্ষ উজ্জ্বল আলোক রাশিতে রাত্রিকালে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। বিজয়া স্বামীর পদসেবা করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহাদের গুরুজীর কথা মনে পড়িল। বিজয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে গুরুজীর সম্বন্ধে একটা বন্দোবস্ত করে ফেল। সর্ব্বস্বান্ত হয়ে তিনি পাগলের মত দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একটি মেয়েমাত্র ছিল, তাও দস্যুরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে! এমন করে লোকে আর কত কাল মগের অত্যাচার সইবে বল! না জানি কোন্ দিন হয়ত আমাদের উপরও—"

বিজয়ার কথা শেষ হইতে না হইতেই বিজয়কৃষ্ণ সহধর্ম্মিনীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "সে ভাবনা

তোমার চেয়ে আমার বেশী। আমি আজই সেই বিষয় রঘুর সহিত পরামর্শ করব স্থির করেছি। মগের দমন করতেই হবে। শুনেছি নবাব মিরজুমলা মগ দমনে আসাম যাত্রা করেছেন। আমরা মোগলের সাহায্যে মগের ধ্বংস সহজেই করতে পারব। রঘু প্রায় এক হাজার পাইক সমবেত করেছে। তাদের সর্দ্দার বলেছে, আর এক মাসের মধ্যেই আরও এক হাজার সাঁওতাল যোগাড় করতে পারবে। বাছাই বাছাই সর্দ্দারগণ বন্দুক ও কামান দাগতে পারে। আমার বিশ্বাস আর দুই এক-মাস সময় পেলে রঘু রীতিমত একদল সেপাই তৈরী করতে পারবে। অন্ততঃ দেশ রক্ষার মত সাহায্যও হবে। তা হলেই মগের ধ্বংস করতে আর বেশী বেগ পেতে হবে না। বাস্তবিক গুরুজীর যে দুর্দ্দশা হয়েছে, মানুষ তা সহ্য করতে পারে না। দেখি, ভগবান কি করেন।” এই বলিয়া বিজয়কৃষ্ণ পাশ পরিবর্ত্তন করিলেন। হাতের নল ছাড়িয়া গভীর চিন্তাকুল হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন। ইত্যবসারে রঘু, পাইক সর্দ্দারকে সঙ্গে করিয়া বিজয়কৃষ্ণের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া উৎফুল্ল অন্তঃকরণে বলিতে লাগিল, “বাবা, এই আমাদের প্রধান সর্দ্দার, এর অধীনে প্রায় পাঁচশত পাইক আছে। আমার মতে উপস্থিত এই সর্দ্দার তা'র দলবল নিয়ে আমাদের গ্রামে গুপ্তভাবে অবস্থান করে' মগের আক্রমণ প্রতীক্ষা করুক।”

বিজয়কৃষ্ণ রঘুর গলার স্বর বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "উত্তম কথা।" পুনরায় সর্দ্দারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "সর্দ্দার, তুমি আজই প্রস্তুত হয়ে এস। মগেরা আমাদের এই পরগণায় এখনও প্রবেশ করে নাই কিন্তু সত্বরই তা'রা এদেশ লুটতরাজ কর্ব্বে। যেহেতু তা'রা পদ্মার দক্ষিণ পার পর্য্যন্ত আক্রমণ করেছে।"

জমিদার প্রধান বিজয়কৃষ্ণের কথা পাইক সর্দ্দার মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতেছিল। মগের আক্রমণের কথা শুনিয়া তা'র শরীর রোমাঞ্চিত হইল। করপুটে দম্ভের সহিত বলিতে লাগিল, "হুজুর, আমরা থাকতে আপনার কোন ভয় নাই। ছোট বাবু আমাদিগকে যেভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন, আশা করি মগ ত দূরের কথা, মোগলকেও—" সর্দ্দারের কথায় বাধা দিয়া বিজয়কৃষ্ণ সভয়ে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ, ওকথা মুখেও এননা সর্দ্দার! এখন মোগলই আমাদের একমাত্র সহায়। শুনেছ ত নবাব মিরজুমলা দেশের শান্তির জন্য মগদমনে যুদ্ধযাত্রা করেছেন। তোমরা আর কিছু পার না পার, নিজের দেশ রক্ষা কর, স্ত্রীলোকের ইজ্জৎ বাঁচাও।"

সর্দ্দার। প্রাণ দিয়েও আমরা তা করব। এমনকি আমাদের স্ত্রীলোকেরাও অস্ত্র না নিয়ে পথ চলে না।

বিজয়কৃষ্ণ। ঠিক কথা রঘু, তুমিও আমাদের স্ত্রীলোকের ইজ্জৎ রক্ষা ও আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ব্যবহারের ব্যবস্থা কর এবং হিন্দু-মুসলমান সকলকেই এই বিষয়ে বুঝিয়ে দিও।

রঘু। বাবা, আর বেশী নয়, দু'মাস সময় পেলেই আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করতে পারব, মগ এ পরগণার ছায়াও মাড়াতে পারবে না।

এতক্ষণ বিজয়া চুপ করিয়া সকলের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। গুরুজীর শুভ খবর জানবার জন্য তিনি বড়ই ব্যাকুলা। তাই রঘুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, গুরুজীর খবর কি? তিনি ভাল আছেন ত? তাঁর সন্ধান পেয়েছ ত?"

রঘু। মা, তাঁকে অনেক অনুসন্ধান করেছি, আজও কোন খবর পাই নি। তবে এখনও সকলে ফিরে আসে নি।

রাত্রি গভীর হইতেছে। কাছারীখানায় কেহই আসিতেছেন না দেখিয়া দেওয়ানজী মহাশয় সমস্ত হিসাব-নিকাশ তহবিল মিল করিয়া কয়েকখানা মূল্যবান দলিল হাতে লইয়া বিজয়কৃষ্ণের শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, "কর্ত্তাবাবু, গুরুজীর অনুসন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তিনি কর্ণফুলী নদীর পারে জনৈক মুসলমান যুবকের আশ্রয়ে আছেন। যুবকটী নাকি খুব স্বদেশ-

ভক্ত। মগের ধ্বংসের জন্য গুরুজীও নাকি তাকে খুব উত্তেজিত করেছেন।"

গুরুজীর অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে শুনিয়া সকলের মুখেই হাসির রেখা দেখা দিল। ব্যস্ততা-সহকারে বিজয়-কৃষ্ণ রঘুকে বলিলেন, "তবে আজই তুমি গুরুজীর নিকট লোক পাঠাবার ব্যবস্থা কর।"

'যে আজ্ঞে' বলিয়া রঘু যেমন অন্যত্র যাইবার জন্য পদবিক্ষেপ করিতে লাগিল অমনি দেওয়ানজী মহাশয় ক্যাশের চাবি আর কতিপয় দলিল কর্ত্তাবাবুর হাতে প্রদান করিল। রঘুও থমকিয়া দাঁড়াইল।

বিজয়কৃষ্ণ। কত টাকার দলিল দেওয়ানজী?

দেওয়ানজী। প্রায় দশ বার হাজার টাকার।

"তা তোমায় কি অবিশ্বাস, আজ তোমার কাছেই থাক দেওয়ানজী," এই বলিয়া বিজয়কৃষ্ণ দেওয়ানজীর হাতে দলিলগুলি প্রত্যর্পণ করিলেন।

দেওয়ানজী মহাশয় দলিল পুনরায় হাতে করিয়া একটু সঙ্কোচভাবে বলিতে লাগিল, 'আজ্ঞে, তা নয়, তা নয়—"

এই সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিয়া রঘু বলিল, 'সে কি দেওয়ানজী মহাশয়, বাবার কথা রাখুন, আপনি মনে কোন সন্দেহ করবেন না। চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি, কাছারীতে আমারও দরকার আছে।"

এই বলিয়া রঘু সর্দ্দারকে সঙ্গে করিয়া কাছারীর দিকে অগ্রসর হইল এবং সর্দ্দারের অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিল।

সকলে চলিয়া গেলে পর বিজয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, কোথায় যে আমাদের একটা গুপ্ত বাড়ী তৈরী করিয়েছ রঘু সেদিন বল্‌ছিল।"

বিজয় কৃষ্ণ। যদি তেমন বিপদ হয়, ভগবান না করুন, তখন তার ব্যবস্থা করা যাবে। সে সব রঘুর জানা আছে।

বিজয়া। রাত হয়েছে, খাবার দাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, তোমার খাবার এনে দি?

বিজয়কৃষ্ণ। তা নিয়ে এস, ক্ষিদেও পেয়েছে।

বিজয়া তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রন্ধনশালায় উপস্থিত হইয়া নানাবিধ খাদ্য দ্রব্যসম্ভার লইয়া বিজয়কৃষ্ণের সম্মুখে স্থাপন করিলে পর বিজয়কৃষ্ণ আহারে বসিলেন। বিজয়া সম্মুখে বসিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। বিজয়কৃষ্ণ প্রথম গ্রাস মুখে করিতে না করিতে প্রাসাদের বহির্ব্বাটীতে মগদস্যুগণ নাগাড়া বাজাইল ও বন্দুক আওয়াজ করিল। বিজয়-কৃষ্ণের মুখের গ্রাস হাতেই রহিল। সভয়ে উভয়ে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন "সর্ব্বনাশ, পালাও, পালাও।" এই বলিয়া বিজয়াকে বাহু বেষ্টন পূর্ব্বক

পলায়নের পথে অগ্রসর হইলেন। "হায়, হায়, মুখের অন্ন পড়ে রইল! জগদীশ্বর, রক্ষা কর, রক্ষা কর!" এই বলিয়া পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রঘু. রঘু, শীগ্‌গীর পালা, পালা!" এই বলিতে বলিতে উভয়েই অদৃশ্য হইল।

তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, ঘোর অন্ধকার! মগদস্যুদের আগমনে যে যেখানে ছিল, আপন আপন প্রাণ লইয়া সকলেই পলায়ন করিল। পাইক সর্দ্দার ও তাহার সঙ্গী কয়েকজন মাত্র লাঠি হস্তে পাহারা দিতেছিল। মগদস্যুগণ নাগাড়া বাজাইতে বাজাইতে মশাল ও অস্ত্রাদি হস্তে চীৎকার করিতে করিতে প্রাসাদ আক্রমণ করিল। মগসর্দ্দার বীরবন তরবারি উত্তোলন পূর্ব্বক পাইক সর্দ্দারকে বলিল, "পথ ছেড়ে দে, নইলে তোর জীবন সংশয়!" দম্ভভরে সর্দ্দার উত্তর করিল, "খবর্দ্দার, প্রাণ থাকতে নয়!"

এমতাবস্থায় বীরবন তূর্য্যধ্বনি করিলে জনৈক মগদস্যু সর্দ্দারকে গুলী করিয়া ভূতলশায়ী করিল। অন্যান্য সর্দ্দারগণও প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। মগদস্যুগণ বিকট চীৎকার পূর্ব্বক প্রাসাদে প্রবেশ করিল। বীরবন আদেশ করিল, "প্রাণপণে লুটতরাজ করবে, একগাছা তৃণও ফেলে রাখবে না, প্রয়োজন মত প্রাণীহত্যা করতেও কুণ্ঠিত হবে না।" এই বলিয়া বীরবন তরবারি হস্তে

চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। দস্যুগণ গৃহ মধ্যে লুট্‌তরাজ করিতেছে। বিজয়কৃষ্ণ সপরিবারে গুপ্তভাবে পলায়ন করিলেন। কতিপয় পাইক ও প্রতিবাসী মগদস্যুদের বাধা দিতে লাগিল এবং চীৎকার পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "রক্ষা কর, রক্ষা কর, কে কোথায় আছ শীগ্‌গীর পালাও, নইলে দস্যুর হাতে প্রাণ যাবে।" সামান্য বাধায় মগদস্যুদের কোন ক্ষতি হইল না, তাহারা অম্লান বদনে বহুমূল্য ধনরত্নাদি লুটতরাজ করিয়া জয়োল্লাস করিতে করিতে বীরবনের নিকট উপস্থিত হইল। বীরবন তুর্য্যধ্বনি করিবামাত্র দস্যুগণ যে যেখানে ছিল সকলেই একস্থানে সমবেত হইয়া প্রস্থান করিল।

সেই রাত্রেই বিজয়কৃষ্ণ সপরিবারে বাগাদিয়া নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তখন রাত্রি প্রায় শেষ। এই গ্রামে গুপ্তভাবে বাস করিবার জন্য পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। বীরবন ও কতিপয় মগদস্যু সঙ্গে করিয়া বিজয়কৃষ্ণের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল। যখন বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি কুটীরে বিশ্রাম লাভ করিতেছিল, বীরবনও সেই সময় সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, "এই ত সেই বাগাদিয়া গ্রাম। এই গ্রামেই ত সেই জমিদার লুকিয়ে রয়েছে শুনছি। ভাই সব, তোমরা গ্রামের আশে পাশে চতুর্দ্দিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজবে।

যেখানে তা'কে পাবে সেখানেই লুটতরাজ করবে, প্রাণে মারতেও দ্বিধা করো না। এখনও অনেক টাকা তা'দের নিকট আছে। ভাই সব, এই একটা নূতন বাড়ী দেখা যাচ্ছে। যাইহউক আমরা একবার ঢুকে দেখি যদি কিছু লাভ হয়।" এই বলিয়া বীরবন তুর্য্যধ্বনি করিবামাত্র দস্যুগণ সজোরে দরোজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। বিজয়কৃষ্ণ দস্যুদের আক্রমণ বুঝিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "রঘু, রঘু, সকলকে নিয়া পালা, নইলে মগের হাতে প্রাণ যাবে, আমার আশা ত্যাগ কর!" বিজয়কৃষ্ণের চীৎকারে বীরবন বুঝিতে পারিল এই সেই জমিদার। বীরবন অগ্রসর হইয়া বিজয়কৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। বিজয়-কৃষ্ণ সভয়ে বলিতে লাগিল, "দোহাই সর্দ্দার, আমায় রক্ষা কর, আমার স্ত্রী পুত্রকে রক্ষা কর, ধন দৌলত যা কিছু ছিল সবই নিয়েছ, আর যা আছে তা দিচ্ছি, আমাদের প্রাণে মেরো না, ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাদের রক্ষা কর!"

বীরবন। সয়তান, মনে করেছ পালিয়ে থাকবে, মগেরা জানতে পারবে না। বল্ তোর ছেলে কোথায়, তোর পুত্রবধু কোথায়?

বিজয়কৃষ্ণ এই নিদারুণ বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করিয়া

বলিতে লাগিল, "নরাধম হারমাদ, মুখ সামলিয়ে কথা বল ! দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতেও তোকে ছাড়ব না।" এই বলিয়া জোরপূর্ব্বক দস্যুকে জড়াইয়া ধরিল। বীরবন তুর্য্যধ্বনি করিবামাত্র জনৈক দস্যু বিজয়কৃষ্ণকে গুলী করিল। বিজয়কৃষ্ণ ভূতলে পড়িয়া কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "রঘু পালা, আমায় আর দেখতে পাবি না, ভগবান রক্ষা কর !" এই কথা শেষ হইতে না হইতেই বিজয়কৃষ্ণের প্রাণ বায়ু আকাশে উড়িয়া গেল। বিজয়-কৃষ্ণের কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া বিজয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে বলিলেন, "ভয় নাই, ভয় নাই।" এই বলিয়া বিজয়া যেমন অগ্রসর হইলেন অমনি দস্যুগণ প্রস্থান করিল। বিজয়া স্বামীর মৃতদেহ কোলে করিয়া কাঁদিতে লাগিল, "হায় বিধি, আমার কপালে এই লিখেছিলে ! আমি ধন সম্পত্তি হারা হয়ে পথের কাঙ্গাল হয়েছিলাম, তাতেও কোন দুঃখ ছিল না প্রভু। কিন্তু আমার এই কি করলে ! স্বামীহারা হয়ে আমি কেমন করে জীবন কাটাব ! রঘু, রঘু, বাছারে আমার একবার দেখে যা, তোর পিতার দশা দেখে যা।" এই বলিতে বলিতে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মাতার কান্না শুনিয়া রঘু তাড়াতাড়ি মায়ের নিকট আসিল। মায়ের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, মা, বাবা কই মা !" এই বলিয়া পিতার

রক্তাক্ত দেহ মায়ের কোলে দেখিয়া পুনরায় বলিল, "একি! এ কে করলে? আমার বাবা নাই! মা, মা, আমাদের গতি কি হবে!" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে করপুটে ভগবানকে জানাইল, "হে প্রভো! দীনবন্ধু, মধুসূদন, রক্ষা কর, রক্ষা কর।" বিজয়কৃষ্ণের মুখের উপর উবুর হইয়া কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "বাবা একবার কথা কও, একবার বলে দাও কোন পাষণ্ড তোমার এমন দশা করেছে। একবার তোমার সাধের রঘুকে স্নেহমাখা সম্বোধনে 'রঘু' বলে ডাক বাবা। বাবা গো, আর যে আমাদের কেউ নেই। বাবা, শেষে কি মগের হাতে তোমায় বিসর্জ্জন দিলুম! মাগো তবে সত্যই কি আমি পিতৃহারা!"

বিজয়া। বাবা সংসারে ধর্ম্ম নাই, ভগবান নাই!

মগদস্যুগণ বন্দুকের আওয়াজ করিতে করিতে জয়োল্লাস করিয়া প্রস্থান করিল। বিজয়া পুনরায় বলিলেন, "রঘু পালা, পালা, ঐ বুঝি মগেরা আবার আসছে!" মগের গতিরোধ করিবার জন্য রঘু চকিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "ভয় নাই মা, মাতৃশক্তি কাছে থাকতে আমি যমকেও ভয় করি না, সামান্য মগত কোন ছার!"

বিজয়া। তবে আয় রঘু, প্রতিহিংসা প্রতিশোধ, আর চাই মগের ধ্বংস; পারবি ত?

রঘু। মাতৃ আশীর্ব্বাদ অক্ষয় কবচ, চাই প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ, মগের ধ্বংস!

বিজয়া। তবে শোন্ রঘু, যতদিন আমার স্বামী হত্যার প্রতিহিংসা নিবৃত্তি না হবে, সেই পিশাচের রক্তে আমার কেশরাশি রঞ্জিত করতে না পারবে, ততদিন এই কেশ মুণ্ডন করব না, অন্ন আহার করব না, শয্যায়ও শয়ন করব না; কেমন পারবে ত রঘু?

রঘু। মা, তোমার মত মাতৃশক্তির অনন্ত করুণার দুর্ভেদ্য স্নেহ বর্ম্মে যখন আমার আপাদ মস্তক সুরক্ষিত তখন আর কার ভয় মা! এস মা, মাতৃশক্তির পরীক্ষা করবে।

বিজয়া। তবে আয় রঘু, মাতাপুত্রে শত্রু ধ্বংস করে মগের নাম বাংলা থেকে মুছে ফেলি। আয়, আমার খাঁড়া নিয়ে আয়!

রঘু গৃহে প্রবেশ করিয়া খাঁড়া ও তরবারি আনয়ন করিল। কতিপয় মগদস্যু তূর্যধ্বনি ও জয়োল্লাস করিতে করিতে কুটীরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। রঘু মায়ের হাতে খাঁড়া প্রদান করিয়া বলিল, "এই নাও মা, শত্রু সংহার কর, প্রতিহিংসানল নির্ব্বাণ কর।" রঘু তরবারি হাতে লইয়া দস্যুদিগের বাধা দিতে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আয় সয়তান, আজ মগের রক্তে বাংলা ভাসিয়ে দি!" এই বলিয়া এক লম্ফে দস্যুদিগকে আক্রমণ করিল।

গুরু দক্ষিণা

বিজয়া ভয়ঙ্কর রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া খাঁড়া উত্তোলন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "মা অসুরনাশিনী, রক্ষাকালী, রক্ষা কর মা!"

মগদস্যুগণ বিজয়ার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া একে একে সভয়ে পলায়ন করিল। রঘু দস্যুদিগকে তরবারি দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল, নিজেও ক্ষত বিক্ষত হইল; কিন্তু অবশেষে মগদস্যু পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল, রঘুও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

আরাকান রাজার রাজসভা। রাজা, সভাসদগণ এবং সেনাপতি বীরবন ও মীরসেন প্রভৃতি রাজসভায় উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রণা করিতেছেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার অনুমান কি মন্ত্রীবর?"

মন্ত্রি। মহারাজ, বীরবন আর মীরসেন বেঁচে থাকতে আপনার আরাকান সম্পূর্ণ নিরাপদ। এমন কি, আমার বিশ্বাস স্বয়ং ভারত সম্রাট আলমগীরও ভীত, স্তম্ভিত! সম্রাটের ভ্রাতা সুজা, সেনাপতি মীরজুমলা কর্তৃক পরাজিত হয়ে যখন আমাদের আশ্রয় নিয়েছিল তখনই বুঝেছি, আরাকানের পরাক্রমে দিল্লীর সিংহাসনও টলমল!

রাজা। তা ঠিক। কিন্তু সুজাকে হত্যা না করে যদি সন্ধি করা হত তবে হয়ত এতদিন দিল্লীর সিংহাসনও আরাকানের হস্তগত হত। আমার সে আশায় বঞ্চিত করেছ তোমরা!

মন্ত্রি। মহারাজ, সে অপরাধ আমার নয়, আপনার প্রিয় বীরবন আর মীরসেনের।

মন্ত্রীর কথায় উত্তেজিত হইয়া বীরবন ও মীরসেন মন্ত্রীর প্রতি বন্দুক লক্ষ্য করিয়া বলিল, "খবরদার মন্ত্রী, যদি আর একটামাত্র কথা উচ্চারণ কর তবে তোমার জীবন

সংশয়!" গতিক ভাল নয় বুঝিয়া রাজা উভয়কে বাহু বেষ্টন পূর্ব্বক সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন, "ছিঃ বীরবন, ছিঃ মীরসেন, বৃদ্ধ মন্ত্রীর কথায় রাগ করতে আছে কি? তোমরা দুইজন আমার এই দুই বাহু; আমার মান, গৌরব, ধন সম্পদ সবই তোমাদের বাহুবলের পরিচয়। আমার বলতে যা, সবই তোমাদের; এই সিংহাসনও তোমাদের, আমিত উপলক্ষ মাত্র।

রাজার এইরূপ বিনয়বাক্য শুনিয়া বীরবন ও মীরসেন রাজাকে কুর্ণিশ করিতে করিতে বলিল, "মহারাজ, অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

রাজা পুনরায় সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক বলিলেন, "বীরবন, তোমাদের শুভ সংবাদ বল?"

বীরবন। মহারাজ, আমরা বীর, দস্যুবৃত্তিতে আমাদের সমকক্ষ কেহ আছে, স্বপ্নেও ভাবি নাই। সেই অহঙ্কার, সেই দর্প এবার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েছে! আমরা নূতন একদল বীরের হাতে পরাজিত হয়েছি!

বীরবনের কথায় বাধা দিয়া মীরসেন বলিল, "মিথ্যা কথা। মহারাজ, তা'রা আমাদের চেয়ে বীর হতে পারে, কিন্তু পরাজয় করতে পারেনি। আমরা বুদ্ধি কৌশলে তাহাদিগকে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ করেছি, তারা এখন আমাদের অধীন।"

বীরবন। মীরসেন, তুমি প্রকৃত বীরের আদর জান না। আমি না থাকলে তুমি তা'দের হাতে বন্দি হতে!

মীরসেন। আর আমি না থাকলেও তা'দের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে তুমি পারতে না!

উভয়ের এবম্বিধ তর্ক বিতর্ক শুনিয়া রাজা বলিলেন, "তোমরা বৃথা বাক্য ব্যয় করে মনোমালিন্য করো না। বল দেখি সে বীর কে, কোন জাতি?"

বীর। মহারাজ, তা'রা পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গী জাতি। দলপতির নাম মুর; মুরের যুদ্ধ কৌশল অলৌকিক, শক্তি অসাধারণ!

রাজা। তোমাদের সহিত কোথায় কি ভাবে সাক্ষাৎ হল?

বীর। এবার মেঘনা ও পদ্মার দক্ষিণাংশ লুট করে যখন চট্টগ্রামের আড্ডার দিকে নওয়ারা অগ্রসর হয় তখন এই পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গীগণ আমাদিগকে আক্রমণ করে। আমাদের পরাজয় নিশ্চিত জেনে, আমরাই তা'দের সহিত সন্ধি করি।

মীর। এবং বুদ্ধিবলে স্বয়ং মুরকে মহারাজের দরবারে উপস্থিত করেছি; বন্দিভাবে নয়, বন্ধুভাবে।

রাজা। মীরসেন, কই সেই মহাবীর কাপ্তান মুর? যাও বীরবন, যাও মীরসেন, সসম্মানে তা'কে নিয়ে এস।

রাজার আদেশে বীরবন ও মীরসেন কাপ্তেন মুর ও তাহার সহকারী টগা সাহেবকে সঙ্গে করিয়া রাজ দরবারে আনয়ন করিল। তথাকথিত রীতি অনুসারে টগা ও মুর সাহেব কুর্নিশ করিতে করিতে এবং সঙ্গীদ্বয় লুণ্ঠন লব্ধ বহু মূল্য পরিচ্ছদ ও মণি মুক্তা জহরৎ অলঙ্কারাদি হস্তে দরবারে উপস্থিত হইয়া রাজার পদতলে স্থাপন করিল। রাজা মনে মনে ভাবিলেন, "এতদিনে বুঝি আমার আশা পূর্ণ হল," এই বলিয়া মুর ও টগা সাহেবকে সাদর সম্ভাষণ ও করমর্দ্দন পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করাইলেন এবং বলিলেন, "হে বীরশ্রেষ্ঠ বন্ধুবর! তোমাদের আগমনে আমার রাজপুরী ধন্য হউক, পবিত্র হউক!"

মুর। মহারাজ, বহু পুণ্য ফলে আপনার ডর্শন লাভ করেছে। বডি ডয়া করে আমাডের আশ্রয় ডেন, টবে চির ডিনের মট আপনার ডাস হয়ে ঠাকবে।

রাজা। সে কি কাপ্তেন সাহেব, আমার এই রাজ্যের যে কোন স্থানে তোমরা আপনার ঘর বাড়ীর মত বাস করবে সেত আমার পরম সৌভাগ্য।

মুর। টবে শুনুন মহারাজ, ভারটবর্ষে বাণিজ্য করাই ছিল হামাডের প্রদান উড্ডেশ্য, কিণ্টু এখন ডেখছে বাণিজ্য অপেক্ষা লুণ্ঠনে সহজে ঢনী হওয়া যায়, কারণ ডেশ অরক্ষিট!

রাজা। তবে তোমাদের উদ্দেশ্য কি ?

মুর। হামরা মিত্রভাবে আপনার রাজ্যে বাস করবে, বিপডে সাহায্য করবে, আর হামাদের লুণ্ঠন লব্ধ ড্রব্যের অর্দ্ধেক আপনাকে কর ডিবে।

রাজা। তোমরা যে আমার শত্রুতা করবে না তার প্রমাণ কি ?

মুর ও টগা সাহেব তরবারি স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল "Upon God, ঢর্ম্ম সাক্ষী, টরবারি স্পর্শ করে শপঠ করছে, প্রাণান্টেও আপনার শট্রুটা করবে না। পর্টুগীজ অবিশ্বাসী বেইমান নিমুকহারাম নেহি।"

উভয়ের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া রাজা বীরবন ও মীরসেনের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রতি উত্তরে তাহারা বলিল, "মহারাজের মতেই আমাদের মত।"

রাজা। তবে যাও, এদের সাহায্যেই তোমরা সমস্ত বাংলা জয় কর, এই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে লুটতরাজ করবে, জমিদারের জমি কেড়ে নেবে, রাজার রাজত্ব ছিনিয়ে নেবে, তা'রা মগের প্রজা প্রজার মতই থাকবে।

মুর। মহারাজ, আর একটা কঠা, নবাব মিরজুমলা আসাম পর্য্যণ্ট অটীকার বিস্টার করেছে।

বীরবন। তা জানি।

রাজা। তবে তার উপায় কি করছ বীরবন ?

মুর। পর্টুগীজ বীর ঠাকটে বয় কি মহারাজ! হামলোক প্রাণ ডিয়ে ডেশ রক্ষা করবে।

রাজা। যাও বীর শ্রেষ্ঠ, এই রাজ্য একা আমার নয়, তোমাদেরও। বীরবন, তোমরা শত্রু ধ্বংসের উপায় কর, দেশ রক্ষা কর, মোগলের আগমনের পথ রুদ্ধ কর। বাংলা থেকে মোগলের নাম গন্ধ পর্য্যন্ত লুপ্ত কর, মোগলের ধ্বংসকর, দিল্লীর সিংহাসন লক্ষ্য কর।

বীরবন অবনত মস্তকে বলিল, "যে আজ্ঞে মহারাজ।" মুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "চল কাপ্তেন সাহেব, আজ আমরা দু'ভাই এক হয়ে একই কাজে ব্রতী হই, প্রাণপণে মহারাজের আদেশ পালন করি আর সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, যদি পারি, দিল্লীর সিংহাসন লক্ষ্য করব, ভারতে মগের মুলুক স্থাপন করব।"

মুর। No fear. প্রাণের বয় পর্টুগীজ রাখেনা সড্ডার! বয় কাকে বলে টাও জানে না, জানে কর্টব্য।

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর সভাসদগণ বলিয়া উঠিল, "জয় মহারাজের জয়, জয় আরাকানের জয়।" এই বলিতে বলিতে যথারীতি কুর্নিশ পূর্ব্বক মুর, টগা, বীরবন, মীরসেন প্রভৃতি রাজসভা হইতে প্রস্থান করিলে পর রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রীবর, ভগবানের কি চমৎকার খেলা!"

মন্ত্রী। মহারাজ আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, যুদ্ধ জয় ও অনিবার্য্য!

বহু মূল্যবান ধনরত্ন যাহা পর্ত্তুগীজগণ উপঢৌকন স্বরূপ রাজাকে প্রদান করিয়া সন্মানিত করিয়াছিল তাহার মূল্য স্থির করিবার জন্য রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী মহাশয় তাহা হাতে করিয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া শেষে বলিলেন, "মহারাজ, কমপেক্ষাও দশ সহস্র মুদ্রা।" এই কথা শেষ হইবা মাত্র রাজ-প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল।

মনের উল্লাসে রাজা বলিলেন, চল "মন্ত্রীবর, চল সভাসদগণ, আমাদের দেশের শৌর্য্য, দেশের বীর্য্য, দেশের গৌরব এবং যা'দের নিয়ে আমার রাজ্য তা'দের রণশয্যা দেখে প্রাণে আনন্দ স্রোত বহিয়ে দিই, বীরগণের প্রাণে দ্বিগুণ উৎসাহ-বারি ঢেলে দিই।" এই কথা শেষ করিয়া রাজা পুনরায় মনে মনে ভাবিলেন, "এবার দেখব বাংলায় কত বীর, কত শক্তি আছে! প্রথমে সমগ্র বঙ্গদেশ জয় করব পরে এই পর্ত্তুগীজ বীরগণের সাহায্যে দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করব। ভারতে মগের পরাক্রমে পৃথিবী কম্পিত হবে—ভারত মগের হবে, হিন্দু মুসলমান মগের পদানত হবে—মগ ভুবন জয়ী হবে! যে আশায় সম্রাটের ভ্রাতা সুজাকে হত্যা কল্লুম্ সে আশাত আমার মিটিল না! সুজার

স্ত্রীর রূপে গুণে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম তাকেও ত আর পেলুম্ না! আশ্রিতকে সপরিবারে হত্যা কল্লুম্! কি জানি, এই ক্ষোভেই মোগল প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হয়ে আজ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেছে, হয়ত এই আরাকান আক্রমণ করতে ও প্রয়াস পাবে! কিন্তু আমিও দিল্লীর সিংহাসন লক্ষ্য কর্‌ব, মোগলের ধ্বংস করব, আলমগীর আরাকানের অধীনতা স্বীকার করবে—মোগল মগের হবে এই আমার প্রতিজ্ঞা।” অবশেষে রাজার আদেশে সেই দিবসের মত সভা ভঙ্গ হইল।

২

কর্ণফুলী নদীর স্নিগ্ধ সলিল কল কল রবে বহিয়া যাইতেছে। নদীর ধারেই স্বদেশভক্ত যুবক মুসলমান হাসেনআলীর পর্ণকুটীর। এই কুটীরেই বিক্রমপুরের জমিদার রঘুরামের কুলগুরু দীনদয়াল বাস করিতেছিলেন। একদিন ভোরবেলা হাসেন আর রঘুরাম গুরুজীর নিকট আগমন করিল। রঘু বাহির হইতে ডাকিল "গুরুজি, গুরুজি!" দীনদয়াল তখন ভগবানের নাম করিতেছিলেন, রঘুর সাড়া পাইয়া বলিলেন "কেও, রঘু! দাঁড়া বাবা যাচ্ছি।" এই বলিয়া দরোজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। হাসেনআলী একটু অন্তরালে ছিল। গুরুজীর পদধূলী মাথায় লইয়া রঘু কাতর কণ্ঠে বলিল "গুরুজী, মগের অমানুষিক উৎপীড়ন আর যে সহ্য করতে পাচ্ছিনা!"

দীন। তাইত বাবা আর দুদিন পরে যে গাছতলায় ও বাস করতে দিবেনা!

রঘু। আবার শুনছি, সেই পর্তুগীজ ফিরিঙ্গীরা ও মগের দলে যোগ দিয়েছে!

দীন। বাবা, এত আর তোমার আমার কর্ম্ম নয়—দেশের এবং দশের কাজ। কিন্তু তোমার আমার প্রাণ যেমন কাঁদছে, এমন ত আর সবারই কাঁদে নাই; যদি

কাঁদত তবে সামান্য মগ দস্যু এত বড় দেশটাকে ছারখার করতে পারত না। মগ দস্যু যে দেশে প্রবেশ করেছে সে দেশটাকে একেবারে ধনে প্রাণে মেরেছে! কৈ, কেউত বাধা দিয়ে রাখ্‌তে পার্ল্লে না!

রঘু। গুরুজী, তেমন বাধা কে দিয়েছে? মগের নাম শুনেই সকলে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে! কিন্তু ভয় হয় না জানি কোন্ দিন এদেশে ও এমনি করে একদিন অত্যাচার করবে!

দীন। তা ত করবেই, খুব সম্ভব এবার এদেশেই মগের উৎপাত হবে; কেননা মিরজুমলা মগদমনে আসাম পর্য্যন্ত জয় করেছে। সুজার সপরিবারের হত্যার কারণই মোগলের প্রধান আক্রোশ। কাজে কাজেই মগেরা তাঁকে বাধা দিতে নিশ্চয়ই এই অঞ্চলের ভিতর দিয়েই যুদ্ধ যাত্রা করবে।

রঘু। যদি তাই হয় তবে গ্রামের স্ত্রীলোক আর বালক বালিকাদিগকে স্থানান্তরে রাখা উচিত।

দীন। আর তোমরা?

এই সমস্ত কথাবার্ত্তা প্রসঙ্গে হাসেন আলী উত্তেজিত অবস্থায় গুরুজীকে বলিতে লাগিল, "গুরুজী, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই বাহুতে শক্তি থাকবে, বুকে একবিন্দু রক্ত প্রবাহিত হবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মগের রক্তে এ দেহ রঞ্জিত করব! দেশের জন্য যদি সত্য সত্যই সকলের প্রাণ

কেঁদে থাকে তবে এস হিন্দু মুসলমান যুবা বৃদ্ধ, বালক-বালিকা, স্ত্রী পুরুষ, অন্ধ খঞ্জ,যে যেখানে আছ সবাই এস, সকলের শক্তি এক হয়ে একই উদ্দেশে জীবন আহুতি দিই! সমষ্টি তৃণসংযোগে যেমন মত্ত হস্তীকে বন্ধন করা যায় তেমনই আমরা আবাল বৃদ্ধ বনিতা মিলিত হয়ে ভীম শক্তি সঞ্চয় করে মগের ধ্বংস করব। মগের হাতে উৎপীড়িত লাঞ্ছিত হওয়ার চেয়ে তা'দের বাধা দিয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া সহস্রগুণে শ্রেয়, ধর্ম্মানুমোদিত। এই অত্যাচার যে আর সয় না গুরুজি!"

হাসেনআলীর কথা শেষ হইলে রঘুও উত্তেজিত অবস্থায় বলিতে লাগিল, "গুরুজী. আর ভাব্‌বার সময় নাই। দস্যুদের অত্যাচারের কথা মনে হ'লে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, ঘৃণায় ও ক্ষোভে আত্মহারা হ'য়ে যাই! গুরুজী, আদেশ দিন, আপনার আদেশই, আমাদের দৈববাণী। চাই প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ!"

দীনদয়াল একটু দুর্ব্বলচিত্তে ভাবিতে ভাবিতে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা দুইজন আর আমি; তাও আমি শক্তিহীন! এত বড় দস্যুদলকে বাধা দেওয়া কি সম্ভব রঘু?"

ক্রোধভরে হাসেনআলী উত্তর করিল, "অসম্ভব হ'লেও তা আজ সম্ভবে পরিণত করব। না হয়

দেশের জন্য ইজ্জৎ রক্ষার জন্য প্রাণ দোব, তবু মগের অত্যাচার আর সইতে পারব না।"

দীন। আর কি কেউ আমাদের সাহায্য ক'রবে না?

রঘু। নিশ্চয় ক'রবে। আমি হিন্দু মুসলমান প্রায় সহস্রাধিক লোক একত্রিত ক'রেছি। পিতার মৃত্যুর পর এ অঞ্চলে আসিয়া অবধি তাহাদিগকে লাঠি খেল্‌তে বন্দুক চালাতে রীতিমত শিক্ষা দিয়েছি। আমরা চার পাঁচ সহস্র মগকে বাধা দিতে পার্‌ব। গুরুজী, যে অপমানিত লাঞ্ছিত হ'য়ে মাকে স্ত্রীকে নিয়ে এই সুদূর জঙ্গলে পালিয়ে এসেছি, যে নৃশংস-ভাবে দস্যুরা আমার পিতাকে হত্যা ক'রেছে, তার প্রতিশোধ নোব নচেৎ জীবনের খেলা এইখানেই শেষ কর্‌ব। উঃ কি ভয়ানক অত্যাচার!

রঘুর কথায় দীনদয়ালের প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। সাহসে নির্ভর করিয়া দীনদয়াল হাসেনআলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দলে কত লোক আছে?"

হাসেন। গুরুজী, হিন্দু-মুসলমান সর্ব্বসমেত আমিও প্রায় সহস্র লোক যুদ্ধের উপযোগী ক'রে নিয়েছি।

দীনদয়ালের মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। মনে মনে ভাবিলেন, "ভগবান্ হয়ত এতদিনে আমার আশা পূর্ণ ক'রবেন। রঘু আর হাসেনই আমার এখন

প্রধান সহায়। এবার তবে মোগলের সাহায্য করতে পারব, নবাবও আমাদের সাহায্যে নিশ্চয় সহানুভূতি হবেন।" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে হাসেনকে বলিলেন, "কাল তুমি রঘুর বাড়ী যেও. আমিও যাব; সেখানে আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করব। উপস্থিত তোমরা গ্রামবাসিদের বুঝিয়ে দেও—মগ দস্যু এ অঞ্চলে সত্বরই লুটতরাজ ও অত্যাচার করবে. যদি রক্ষা পেতে চাও প্রাণপণে তা'দের বাধা দেও।"

রঘু। এইরূপ জনশ্রুতি আমাদের গ্রামে প্রচার হ'য়েছে বলেই সকলেই স্বইচ্ছায় আমাদের সহিত যোগদান ক'রেছে। এতদিন বহু চেষ্টা ক'রে, লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে, কত অপমানিত লাঞ্ছিত হ'য়েও যাহা পাই নাই, আজ স্বেচ্ছায় তাহা পেয়েছি। লোকবল ও অর্থ সাহায্যও যথেষ্ট পেয়েছি।

দীন। উত্তম! যাও, গুপ্তভাবে তোমরা দস্যুদের আগমন প্রতিমূহুর্ত্ত প্রতীক্ষা করবে। সকলকে বিপদের জন্য বুকপেতে রাখতে উৎসাহিত করবে। স্ত্রীলোকদিগকে ও আত্মরক্ষার জন্য শিক্ষা দিবে। এই যাত্রা কোন প্রকারে রক্ষা পেলে, কলে কৌশলে নবাবের মোগল সেনার সাহায্য প্রাণপণে করব। মোগল যোদ্ধা—মগ দস্যু, মগের ধ্বংস অনিবার্য্য!"

গুরুজীর কথা শেষ হইলে পর রঘু আর হাসেন-

আলী স্ব স্ব কার্য্যে চলিয়া গেল। দীনদয়ালের মনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, ক্রোধে ও ক্ষোভে বলিতে লাগিলেন, "প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা! যে মগদস্যু আমার স্ত্রী-পুত্রকে হত্যা ক'রেছে, আমাকে দেশত্যাগী ক'রেছে, আমার ব'ল্‌তে যা কিছু ছিল, সেই একমাত্র কন্যা তাকেও হরণ ক'রেছে, সেই নরপশুদের রক্তে আজ এই ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত রঞ্জিত করব, তবে আমার প্রতিহিংসা নিবৃত্তি হবে! যদি তা না পারি তবে এই কর্ণফুলী নদীর জলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে সকল জ্বালার অবসান করব! উঃ, কি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা! সেই ভীষণ দস্যু বৃত্তির কথা মনে হ'লে আতঙ্কে শরীর শিউরে উঠে, শোকে দুঃখে দেহ অবসন্ন হ'য়ে পড়ে! পদ্মারগর্ভে যখন দস্যুগণ আমাদের তীর্থযাত্রার নৌকাখানা আক্রমণ করে' জোরপূর্ব্বক সমস্ত টাকাকড়ি কেড়ে নিয়ে আমাকে হাতে পায়ে বেঁধে ফেলে, আমারই চোখের সামনে আমার এক-মাত্র পুত্রটীকে পদ্মারগর্ভে নিক্ষেপ করেছিল, শিশু-পুত্র আমার চীৎকার করে ব'ল্‌তে লাগ্‌ল—"আমায় মের না, আমার বাবাকে আমার মাকে ছেড়ে দাও।" কিন্তু হায় রে, সে মগদস্যু কি আর মানুষ, তা'দের প্রাণে কি আর দয়া মায়া আছে! পুত্রহারা পাগলিনী আমার স্ত্রী যখন দস্যুর পায়ে ধরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল,

তখন সেই পাষণ্ড তা'র বক্ষে সজোরে পদাঘাত করে' জন্মের মত অভাগিনীকে ইহসংসারের সুখভোগ থেকে বঞ্চিত করে দিল, পুত্রশোক তা'কে আর ভোগ কর্‌তে হ'ল না! একমাত্র কন্যাটী তা'কেও দস্যুর হাতে বলি দিয়েছি! নৌকা ডুবে গেল, আমি আত্মহত্যা কর্‌তে পার্‌লুম না, আর তা ক'র্‌বও না। আমি চাই প্রতিহিংসা। করুণাময়, ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক!" এই বলিতে বলিতে সজল নয়নে দীনদয়াল কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

গুরু দক্ষিণা

মিরজুমলা প্রায় পঞ্চ সহস্র মোগল সৈন্য সঙ্গে করিয়া আসাম পর্য্যন্ত জয় করিয়া শিবির স্থাপন পূর্ব্বক বিশ্রামলাভ করিতে লাগিল। নবাবী আমলের নিয়মানুসারে নৃত্য গীতাদি ও মদ্যপানাদি আমোদ-প্রমোদও চলিতে ছিল। কিছুদিন পরে মিরজুমলা সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা বিনা বাধায় আসাম পর্য্যন্ত দখল করেছি কিন্তু মগ বা ফিরিঙ্গী কেউ ত আমাদের গতিরোধ ক'র্‌লে না, এমন কি এ পর্য্যন্ত তার কোন লক্ষণও দেখ্‌তে পাচ্ছি না। মগের মুলুক কি না! সুজা পালিয়ে মগের আশ্রয় নিয়েছিল, সপরিবারে তা'রা তা'কে হত্যা ক'রেছে। ইচ্ছা ছিল আরাকান ধ্বংস ক'র্‌ব, মগ মোগলের অধীন হবে; কিন্তু ভগবান্ সে সাধে বাদ সাধিলেন! আমার শরীর বড়ই অসুস্থ, বোধ হয় আর বেশী দূর অগ্রসর হ'তে পার্‌ব না।"

সেনাপতি। জাঁহাপনা, এদেশ অরক্ষিত, বিশেষতঃ দেশবাসী সকলেই মগের বিপক্ষ। মগের অত্যাচারে দেশবাসী মৃতপ্রায়। এমন কি অনেকগুলি গ্রাম প্রায় জনশূন্য। যদিও কোন কোন গ্রামে সামান্য

বসতী আছে, তা'রাও আমাদিগকে মগদস্যু মনে করে, ভয়ে লুকিয়ে চুপ করেছিল। আর বাধা দিবার উপযুক্ত লোকই বা কে আছে!

মির। ঠিক্ ব'লেছ সেনাপতি। আমার এ সামান্য অভিযানের ফলে আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি—এদেশে মানুষ নাই!

সেনা। জাঁহাপনা, যদি মানুষই থাকবে, তবে কি আর সামান্য মগের অমানুষিক অত্যাচার হ'তে পারত! এদেশের লোক দেশকে চেনে না, মাতৃভূমির মর্য্যাদা জানে না, স্বাধীনতার আস্বাদ জানে না! যা'দের চোখের উপর মাতার, ভগ্নীর, স্ত্রীর অপমান করে মগদস্যু হাস্‌তে হাস্‌তে ব্যঙ্গ করে চলে যায়, মূর্খ দেশবাসী অম্লানবদনে দাঁড়িয়ে থাকে, আবার ভয়ে স্ত্রী পুত্র ফেলে পালিয়েও যায়! ধন্য নরপশু দেশবাসি! পরজন্মেও ভগবানের রাজ্যে তোদের পাপের মাপ হবে না!

মীর। সেনাপতি, আমার শরীর দিন দিন অবসন্ন হ'য়ে পড়ছে। তুমি সম্রাটের নিকট দূত পাঠাও। আর দেশবাসীদিগকে অভয় দেও, দেশ রক্ষার জন্য উত্তেজিত কর। তা'রা যেন নির্ভয়ে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করে, তা'হলে আর মগের ভয় থাকবে না।

মোগলের অধীনে সুখে থাকবে। মোগল দস্যু নয়। মোগল দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন করে।

এই কথা বলিতে বলিতে নিজের মনে একটু আত্ম-গ্লানি হইল। অনুতাপের সহিত বলিতে লাগিল, "হায়, আমারই কারণে মোগল রাজপরিবার আজ অসভ্য আরাকানের আশ্রয় ভিখারী, বন্দি হ'য়ে সবংশে ধ্বংস হয়েছে!" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে মিরজুমলা অবসন্ন অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া রহিল। সেনাপতির আদেশে বাঁদিগণ স্ব-স্ব স্থানে চলিয়া গেল। নওয়ারা সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন এবং আজই ঢাকা রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিবার বন্দোবস্ত করিতে সেনাপতি উদ্যোগী হইল। মিরজুমলা দুঃখের সহিত ভগবানের নাম করিতে লাগিল, বলিল, "খোদা, কোন অপরাধে আজ আমার সাধে বাদ সাধিলে! বোধন না হ'তেই মঙ্গল ঘট ভেঙ্গে দিলে! না, আর সহ্য করতে পার্চ্ছিনা, বড় কষ্ট বড় জ্বালা! রাজ-ধানী যেয়ে যদি সুস্থ হতে পারি, তবে একবার দিল্লী যাব। বাদসাহের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করব, এ অস্বাস্থ্য-কর দেশে আর আসব না। প্রার্থনা মঞ্জুর না হলে দাসত্ব ছেড়ে দিয়ে যদি পারি সম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বী হব। কেন, আলমগীর কিসে এত বড়, কার বিক্রমে সে আজ এত বড় উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত?—আমার! এই মির-

জুমলা না থাকলে ঔরংজেব আজ আলমগীর হতে পারত না! খোদা, দয়া করে আর একবার আমায় সুস্থ দেহে দিল্লী ফিরে যেতে দাও প্রভো! উঃ, বড় পিপাসা, কৈ হ্যায়?

জনৈক মোগলসৈন্য আসিয়া মিরজুমলাকে জল দান করিল। জল পান করিয়া মিরজুমলা জ্ঞানহীনাবস্থায় পড়িয়া রহিল। তৎপর দিবস রাজধানী ঢাকা নগরের অভিমুখে সকলে যাত্রা করিল।

চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী বাড়িয়াঢালা নামক বনের ধারে অন্ধকার রাত্রিতে বীরবন, মীরসেন এবং অন্যান্য মগদস্যু, মুর ও টগা প্রভৃতির সহিত সমবেত হইয়া সঙ্গোপনে পরামর্শ করিতেছে। বীরবন আদেশ করিল, "কাপ্তেন মুরসাহেব, তুমি তোমার দল নিয়ে সমস্ত রাত্রির মধ্যে ঐ চন্দ্রনাথ পর্ব্বত অতিক্রম করে' আসামের রাজপথের দিকে অগ্রসর হবে, কোন বাধা উপস্থিত হ'লে সমূলে তা নির্ম্মূল করবে। পথিমধ্যে যে কোন গ্রাম অর্থশালী মনে করবে, সেই সমস্ত গ্রাম লুট করবে। অর্থের বিশেষ প্রয়োজন; কার্য্য-সিদ্ধির জন্য আবশ্যক মতে গ্রাম পুড়িয়ে দিবে এবং প্রাণী হত্যা করবে। স্বেচ্ছায় কেহ বশ্যতা স্বীকার ক'রলে তা'কে দলভুক্ত করবে, কিন্তু বিশ্বাসস্থাপন করবে না; তুমি আসামের উত্তরাংশ আর আমি দক্ষিণাংশ আক্রমণ করব। আশা করি আমরা মোগলকে একই সময়ে দুইদিক থেকে আক্রমণ করতে পারব! আর আমাদের রণতরী কতক কুমারিয়া—ডাঙ্গায় কতক কর্ণফুলী নদীতে থাকবে। কেমন সাহেব পারবে ত? ভয় করবে না ত।

মুর। বয়! পর্টুগীজ বয় জানে না! সাট সমুদ্র টের নডী পার হইয়া আসিয়াছে, এখন বয় করবে বাংলার কালা আদ্‌মি! God forbid, never, never! এই বলিয়া বিকট হাস্যরব করিয়া দলবল সহ আসামের দিকে যাত্রা করিল।

এদিকে বীরবন ও মীরসেন দলবল লইয়া আসামের দিকে বিপরীত পথে অগ্রসর হইল। পথে চলিতে চলিতে বীরবন মীরসেনকে বলিল, "খুব সাবধান, খুব হুসিয়ার, ফিরিঙ্গীকে বিশ্বাস করো না, সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখবে; কার্য্য সিদ্ধির জন্য যেটুকু আবশ্যক তার বেশী বিশ্বাস-স্থাপন করো না। লুটতরাজের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, এক কপর্দ্দকও যেন তা'রা হস্তগত করতে বা তঞ্চকতা করতে না পারে।

মগ দস্যুগণ যে পথ অতিক্রম করিয়া আসাম অভি-মুখে মিরজুমলার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, সেই পথের কিছু দূরবর্ত্তী রঘুরামের বাসগৃহ। দস্যুর আগমন বিষয় কাহারও অবগত ছিল না এবং কেহ তখন বাধা দিতেও প্রস্তুত ছিল না। রঘুরামের বাড়ীর দাওয়ায় বসিয়া সকালবেলা বিজয়া ও রঘুর স্ত্রী বীণাপাণি চরকায় সুতা কাটিতে ছিল। সূতা কাটিতে কাটিতে বীণাপাণি বলিতে লাগিল, "মা, তুমি এত কষ্ট কচ্ছ কেন, আমি একা যে সূতা রোজ কাটি তাতেই ত আমাদের বেশ

চলে মা। না মা, আর তোমায় সুতা কাটতে দোব না।” এই বলিয়া বিজয়ার হাত চাপিয়া ধরিল। বিজয়া পুত্রবধুর পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া সস্নেহে বলিতে লাগিলেন, “পাগলীমেয়ে, গতর থাকতে গতর না খাটালে পাপ হয় যে মা, আমার যখন শক্তিহীন হবে তখন তোরা খেটে খাওয়াস। যা মা, রাঁধবার বেলা হয়েছে, রঘুও এখনি আস্‌বে।” বিজয়ার হাত ছাড়িয়া দিয়া বীণাপাণি আবার দুঃখের সহিত বলিতে লাগিল, “মা, আর কি আমরা দেশে যাব না, কবে যাব মা? নিষ্ঠুর মগ দস্যু কি আজও নির্ব্বংশ হয় নি!”

বিজয়া। মা, সে কথা ভাবতে গেলেও সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়, সমস্ত শরীর জ্বলে উঠে! একবার যদি সেই নরপিশাচ মগ সর্দ্দারকে পাই, তবে যা প্রতিজ্ঞা করেছি তা কার্য্যেও পরিণত করব।

বীণাপাণি চমকিয়া উঠিয়া বলিল, “সে কি মা, কি প্রতিজ্ঞা?”

বিজয়া। সে কি, শুনতে চাও? শোন, একদিন রাত্রে যখন তোমার শ্বশুর আহারে বসেন সেই সময় দস্যুরা আমাদের বাড়ী আক্রমণ করে। মুখের গ্রাস পড়ে থাকল, তোমার শ্বশুর একা রক্ষক ভাবে আমা-দিগকে বাগাদিয়া গ্রামে লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু হায়, বিধি তাতেও বাদ সাধিলেন! দস্যুরা সেখানেও আমা-

দের আক্রমণ করে। তোমার শ্বশুর বাধা দিলে তাঁ'কে সাংঘাতিক ভাবে হত্যা করে। মৃত্যু যন্ত্রণায় তিনি চীৎকার করে বল্‌লেন, "রঘু, সকলকে নিয়ে পালা নইলে দস্যুর হাতে প্রাণ যাবে, আমার আশা ত্যাগ কর," মা, আর না, আর বল্‌তে পাচ্ছি না, শোকে দুঃখে জর্জ্জরিত দেহ, শোকে প্রাণ জ্বলে যাচ্ছে, উঃ, ভগবান্ কবে সে দিন দিবেন! তার পর—তার পর যখন তোমাকে রঘুর হাতে দিয়ে আমি ছুটে তাঁ'র কাছে গেলুম, তখন দেখলুম স্বামী আমার ধূলায় লুণ্ঠিত, মৃত! হায় বিধি, এই কি তোমার বিধান! স্বামীর মৃতদেহ কোলে করে "রঘু—রঘু" বলে চীৎকার করতে লাগলুম। রঘু তোমাকে গুপ্ত স্থানে রেখে তা'র পিতার মৃতদেহ বুকে করে কাঁদতে লাগল। আমি তখন শপথ করলুম 'যতদিন আমার স্বামীর প্রতিহিংসা নিবৃত্তি না করতে পারব ততদিন এই কেশমুণ্ডন করব না, অন্ন আহার করব না, শয্যায়ও শয়ন করব না।' সে দিন কি আসবে না, এই হস্ত কি সেই রক্তে রঞ্জিত হবে না, ধর্ম্ম কি সংসারে নাই, হিন্দু রমণীর সতীত্ব বলে কি একটা জিনিষ নাই!"

বীণা। নিশ্চয় আছে মা, তা না হলে আজও চন্দ্রসূর্য্য উঠছে, পাপ পুণ্যের বিচার হচ্ছে, গঙ্গার

স্রোত বইছে! মা, এতদিন আমায় সে কথা বল নাই কেন?

বিজয়া। তুমি ছেলেমানুষ, এসব কথা তোমায় বলা সঙ্গত নয়, তাই গোপন ছিল, তোমার শ্বশুর ব্যায়রামে মারা গেছেন তাই তোমাকে বলেছি।

বীণা। তাই বুঝি তোমার ছেলে দিনরাতই লাঠি খেলে, বন্দুক চালায়, কামান দাগে আর সব সময়ই ঐ মগের কথা বলে: কিসে মগের ধ্বংস হবে, কিসে দেশ রক্ষা পাবে!

বিজয়া। মা, তুমি ত সে অত্যাচার দেখনি, বুঝবে কি করে। সে যে ভয়ঙ্কর কঠোর উৎপীড়ন মা! সতীর সতীত্ব নাশ, ধন অপহরণ, শিশু-সন্তান কেড়ে নেওয়া, অমানুষিক অত্যাচারে প্রাণনাশ, আরও কত কি ভীষণ কাণ্ড করে, চোখে দেখলে ইচ্ছা হয় সেই নর-পশুদের মুণ্ড কড়্মড়িয়ে চিবিয়ে খাই!

বীণা। মা, তবে আমরাও পুরুষের মত লড়াই করতে শিখি না কেন, অন্ততঃ আত্মরক্ষাও ত করতে হবে।

বিজয়া। নিশ্চয়! তা না করলে আমাদের ইজ্জৎ রক্ষা যে হবে না মা।

বীণা। যদি তাও না হয়, আত্মহত্যা করেও ত নারীর সতীত্ব ধন রক্ষা করতে পারব।

শাশুড়ী-পুত্রবধু এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল এমন সময় অদূরে মগ দস্যুদের বিকট চীৎকার ও বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইল। কিসের গোল-মাল সঠিক বুঝিতে না পারিয়া বীণাপাণি ভয়ে বলিল, "মা, ঐ বুঝি দস্যুরা আস্‌ছে, কি হবে মা, তোমার ছেলে যে এখনও এলো না !"

এইরূপ পুনঃ পুনঃ বন্দুকের আওয়াজ ও দস্যুদের গোলমাল শুনিয়া বিজয়া বীণাপাণিকে খাঁড়া আনিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, "আজ আমি মগের রক্তে দেহ রঞ্জিত করব, তুই ঘরে যা ঘরে যা, ভয় কি, ভগবান্‌কে ডাক্ মা।" এই কথা শেষ হইতে না হইতেই দেখিল, দস্যুগণ জোর পূর্ব্বক বিজয়ার দিকে অগ্র-সর হইতেছে। বিজয়া ভগবান্‌কে ডাকিলেন, "দয়াময় দীনবন্ধু মধুসূদন রক্ষা কর, রক্ষা কর।" এই বলিয়া উভয়ে চরকা উত্তোলন পূর্ব্বক দস্যুদের গতিরোধ করিল। দস্যুগণ ভয়ে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। বীণাপাণি গৃহাভ্যন্তর হইতে তাড়াতাড়ি খাঁড়া আনিয়া বিজয়ার হাতে দিল। বীণাপাণি চরকা উত্তোলন পূর্ব্বক বলিল, "ভয় নাই, ভয় নাই মা, শত্রু সংহার কর!" এই বলিয়া বীণা দস্যুদের প্রতি চরকা নিক্ষেপ করিল এবং বিজয়া খাঁড়া হাতে করিয়া সংহার মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "সাবধান সয়তান, হিন্দু রমণীর কেশাগ্র স্পর্শ করে এমন

মানুষ আজও জন্মে নাই!" চরকার আঘাতে জনৈক দস্যু জখম হইল। দস্যুগণ জোর পূর্ব্বক বিকট চীৎকার করিতে করিতে যেমন ঘরে প্রবেশ করিবে অমনি বিজয়া চীৎকার পূর্ব্বক ডাকিতে লাগিলেন, "রঘু রঘু, রক্ষা কর্, রক্ষা কর্!"

গুরুজীর সহিত সাক্ষাত করিয়া রঘু আর হাসেন-আলী গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিল। সেসময় দস্যুগণ রঘুর গৃহে জোর পূর্ব্বক প্রবেশ করিতেছিল এবং বিজয়া 'রঘু রঘু' বলিয়া চীৎকার করিতেছিল ঠিক সেই সময় রঘু ও হাসেন আলী গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল। দস্যুদের গোলমাল শুনিতে পাইয়া উভয়ে লাঠিহস্তে গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দস্যুদিগকে আক্রমণ করিল। রঘু বলিতে লাগিল, "মা, মা, ভয় নাই, আর ভয় নাই, মা!" হাসেনআলী দস্যুদিগকে এমন ভাবে লাঠির আঘাত করিতে লাগিল যে, প্রাণভয়ে দস্যুগণ পলায়নের পথ খুঁজিতে লাগিল। রঘু ও দস্যুদিগকে লাঠিদ্বারা সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। উভয়ের লাঠির প্রহারে এবং বিজয়ার রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই একে একে প্রস্থান করিল। দস্যুদিগের সংখ্যায় খুব কমই ছিল এবং বন্দুকধারী দস্যু কেহই রঘুর বাড়ীতে প্রবেশ করে নাই। তাহারা গ্রামের অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছিল। দস্যুগণ পলায়ন করিলে পর বিজয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, "বাবা, নবাব মিরজুমলার সাহায্যে যাওয়ার কি ব্যবস্থা করেছ রঘু?"

রঘু। মা, আজই আমরা মোগল সৈন্যের শিবিরে যাত্রা করব। তা'দের সাহায্যে আমরা নিশ্চয়ই জয়লাভ করব, তোমার আশা পূর্ণ করব।

রঘু ও হাসেনআলী চলিয়া যাওয়ার পর দীনদয়াল বিশেষ দরকারী কথা বলিবার জন্য তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন। রঘু যুদ্ধ যাত্রার কথা বলিতেছে এমন সময় দীনদাল গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আর তা বুঝি হলনা রঘু, বরাত নিতান্তই অপ্রসন্ন, নবাব মিরজুমলা আর ইহলোকে নাই!" সকলেই দুঃখের সহিত হতাশ হইয়া বলিল, "তবে সকল আশা ভরসাই কি নিস্ফল হ'বে গুরুজী, মগের কি আর ধ্বংস হ'বে না! বাংলা কি চিরকালই মগের পদানত থাকবে, অবিচার অত্যাচার সহ্য করবে!"

দীন। ভয় নাই, উপায় আছে। একরাজা গেলে কি আর অন্য রাজা হয় না, সিংহাসন কি শূন্য থাকে! প্রবল ঝড় বাতাসে যখন পাখীগুলির সাধের বাসা ভেঙ্গে যায়, বৃক্ষকে উপ্‌ড়ে ফেলে দেয়, সেই নিরাশ্রয় পাখীর কি আর আশ্রয় মিলে না, আবার কি বাসা তৈরী হয় না! তোমরা বৃথা ভেব না রঘু। অনুপায়ের উপায়

সেই মধুসূদনই আশ্রয় দিবেন। চল, সকলে মিলে ঘরে চল, বিশ্রাম করিগে তার পর কর্ত্তব্য স্থির করব।

এই বলিয়া সকলে গৃহে প্রবেশ করিয়া বিশ্রামলাভ করিতে করিতে মোগলের সাহায্যে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য মন্ত্রণা স্থির করিল।

এদিকে মিরজুমলার পরিত্যাক্ত আসামের শিবির ও বাসস্থান এবং বনের চতুষ্পার্শ্বে মগদস্যুগণ এবং পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গীগণ আক্রমণ করিল। মোগল সৈন্যের নাম গন্ধ পর্য্যন্ত কাহারও না পাইয়া কাপ্তেন মুর বলিল, "সড্ডার, পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে কট খুঁজেছে কিণ্টু কোঠাও মোগল সৈন্য ডেখটে পাইটেছে না।

বীররন। তবে আমাদের আগমন বার্ত্তা শুনে ভয়ে পালিয়ে গেল কি?

মুর। মোগল বয় পাবার জাটি নয় সড্ডার। টারা যোড্ডা হটেগা নেই।

বীর। তবে পালিয়ে গেল কেন?

মুর। পালাবে কেন, হামার বোঢ হয়েছে, কোন পাহাড়ে টাহারা লুকিয়ে ঠাকছে। হামাডের সনঢান পাইলেই সডল বলে লড়াই করবে, হামলোগ জানটেও পারবে না।

এই কথা বলিয়া সকলে পরামর্শ করিল যে, তাহারা মোগলের অনুসন্ধান করবে এবং সাধ্যমত গ্রামে গ্রামে

পাড়ায় পাড়ায় লুট করবে, এখন আর দেশে ফিরিবে না, মেঘনা ও পদ্মার দুই পার্শ্বে যে সমস্ত গ্রাম আছে, সমস্ত লুটতরাজ করবে, কেননা টাকার বিশেষ দরকার, এখনও অন্ততঃ লক্ষ মুদ্রা চাই, রাজার আদেশ। লুট-তরাজের সময় যদি মোগলের চিহ্ন কোথাও পাওয়া যায় তবে সেখান হইতে মোগলকে একেবারে উচ্ছেদ করিতে হইবে। লুন্ঠিত দ্রব্য সযত্নে মহারাজের নিকট লইয়া যাইতে হইবে। প্রবঞ্চনা বা তঞ্চকতা করিলে প্রাণদণ্ড হইবে। এইরূপে মগদস্যুগণ স্বেচ্ছায় লুটতরাজ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

আসাম হইতে ঢাকা যাত্রা করিবার সময় মির-জুমলার পথিমধ্যে মৃত্যু হইলে এই সংবাদ দিল্লী পৌঁছিল। দিল্লীর দরবারে বসিয়া আলমগীর শায়েস্তাখাঁ ও অন্যান্য সেনাপতি প্রভৃতি সভাসদগণের সহিত রাজ কার্য্য বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। কুটনীতি বিশারদ আলমগীর মনে মনে ভাবিতেছিলেন, "মিরজুমলার বীরত্ব মোগল সাম্রাজ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে, সেই শ্রেষ্ঠত্বকে খর্ব্ব না করতে পারলে, আমার প্রভুত্বের হানি হতে পারে; যদি মগদমনে মিরজুমলার পতন হয় তাতে দুঃখের কোন কারণ নাই কিন্তু পতন না হলেও তা'কে আর এতটা প্রভুত্ব দেওয়া হবে না। বাংলার নবাব সে, নবাবই থাকবে। দিল্লীর সহিত তা'র অন্য কোন

সম্বন্ধ থাকবে না, সান্ত্বনা বাক্যে তাঁকে তুষ্ট রাখতে হবে, প্রলোভনে বশীভূত করতে হবে।" এই কথা ভাবিতেছে এমন সময় কুর্নিশ করিতে করিতে শায়েস্তাখাঁর পুত্র বুজুর্গ উম্মেদ খাঁ পত্র হস্তে দরবারে প্রবেশ করিল এবং পত্রখানা শায়েস্তাখাঁর হাতে দিল। পত্র পাঠ করিয়া শায়েস্তাখাঁ কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,"জাঁহাপনা,বড়ই দুঃসংবাদ, নবাব মিরজুমলা আর ইহলোকে নাই!" আলমগীর কপট দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, "খোদা, খোদা, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ চলতে পারে না! খাঁ সাহেব, মগ দমনের উপায় কি হবে? সুজার হত্যার প্রতিহিংসার নিবৃত্তি কিসে হবে?"

শায়েস্তা খাঁ। জাঁহাপনা, সম্রাট, এ গোলাম থাকতে আপনার সে ভাবনা ভাবতে হবে না। মগের ধ্বংস করে, সুজার হত্যার প্রতিহিংসা নির্বাণ করতে আমার প্রাণপণ জানবেন। মিরজুমলা আসাম পর্য্যন্ত জয় করেছে, স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়ে পথিমধ্যে মারা যায়। সামান্য মগদমনে এত আড়ম্বরে কোন আবশ্যক নাই, জাঁহাপনা। তোমার কি মত বুজুর্গ?

বুজুর্গ। জাঁহাপনা, পিতা, গোলাম চিরদিনই আপনার আজ্ঞাবহ। আদেশ হয় ত এ গোলামকে হুকুম দিন একাই মগ যুদ্ধে যাত্রা করব।

সম্রাটকে কুর্নিশ করিয়া বুজুর্গ পুনরায় বলিতে লাগিল

"সম্রাট! বহুদিন, বহুদিন হ'তে আমার যুদ্ধ সাধ অন্তরে নিহিত রয়েছে, ক্ষমা করুন, এ গোলামের সে সাধে বঞ্চিত কর্‌বেন না!"

আলমগীর বলিলেন "বুজুর্গ, তোমার সাহসীকতায় এবং আশ্বস্ত বাক্যে আমি পরম প্রীতি লাভ করলেম। আশীর্ব্বাদ করি, খোদার মেহেরবাণী তোমার উপর সদা সর্ব্বক্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকুক, তুমি আমার সৈন্যাধ্যক্ষের মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার কর, পিতার মুখোজ্জল কর, মোগল জাতির গৌরব বৃদ্ধি কর।" এই কথা বলিতে বলিতে একখানা তরবারি বুজুর্গের হাতে প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, "যাও বীর, বাংলা জয় কর" পুনরায় শায়েস্তাখাঁকে বলিলেন "খাঁসাহেব, বুজুর্গ আপনার উপযুক্ত পুত্র, খোদার দয়ায় আপনারা মগযুদ্ধে জয়ী হউন। বাংলার সিংহাসন এখন আপনার। আপনিই এখন বাংলার নবাব।" এই কথা বলিতে বলিতে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "খোদা, তোমার মহিমা তুমিই জান! এতদিনে আমার সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ কণ্টক উৎপাটিত হ'ল, আমি নিষ্কণ্টক! একে একে সকলেরই গর্ব্ব, বীরত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব খর্ব্ব করেছি। খোদা, তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আলমগীর দরবার ভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেলেন।

শায়েস্তা খাঁ বুজুর্গকে সঙ্গে করিয়া ঢাকা রওনা হইবার জন্য ব্যবস্থা করিলেন এবং কল্যই ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে এরূপ আদেশ দিয়া শায়েস্তা খাঁ অন্যত্র চলিয়া গেলে পর বুজুর্গ ভক্তিভরে ভগবানকে জানাইল "খোদা, তোমার অপার করুণা, তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার! দেখো প্রভো, কর্ত্তব্য পালনে যেন অবহেলা না হয়, মানুষ হয়ে যেন পশুপ্রবৃত্তি না জন্মে। দয়াময়, তুমিই আমার একমাত্র সহায়। মোগলের রক্তে এ দেহ পরিপুষ্ট। দেখো প্রভো, সেই রক্ত যেন বৃথা অপচয় না হয়। যে মোগল আজ ভারতের একচ্ছত্র অধীশ্বর হ'য়ে তোমারই দেয় শক্তির পরিচয় দিচ্ছে, সেই শক্তির যেন অবমাননা না হয়। খোদা, এ বান্দার তুমিই একমাত্র ভরসা। সম্রাটের আদেশ—আরাকানের ধ্বংস, বাংলায় শান্তি স্থাপন।

তৎপর দিবস সম্রাটের আদেশ অনুসারে নবাব শায়েস্তা খাঁ সপরিবারে বাংলার রাজধানী ঢাকা নগরাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। ঢাকায় পৌঁছিতে সময় কিছু বেশী লাগিয়াছিল। পথিমধ্যে নানা স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়া বহু রাজা ও নবাবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া ছিলেন। শায়েস্তা খাঁর ব্যবহারে সকলেই প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। বিনা বাধা বিঘ্নে তিনি ঢাকায় পৌঁছিয়াই এক দরবার করিলেন। দরবারে মনোয়ার খাঁ, হুসেন খাঁ, এবং আর আর প্রসিদ্ধ হিন্দু মুসলমান জমিদারগণ উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বাগ্রে নবাব শায়েস্তা খাঁ দণ্ডায়মান হইয়া সকলের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "বাংলার পবিত্র মস্‌নদে উপবিষ্ট আমি, যে মহান উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে আজ দিল্লী থেকে এই রাজধানীতে উপনীত হয়েছি, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির মূল ও প্রধান সহায় আমার পুত্র বুজুর্গ, প্রসিদ্ধ বার ভূঁঞার এক ভূঁঞা ঈশা খাঁ মস্‌নদ আলীর বংশধর মনোয়ার খাঁ আর সেনাপতি হুসেন খাঁ, তোমরা। তোমাদের সাহায্যে খোদার মেহেরবাণী

মস্তকে করে' আমরা সেই দুর্দ্দান্ত মগদস্যুর দমনে কৃত-কার্য্য হতে পারব তা'তে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।"

শায়েস্তা খাঁর কথা শেষ হইলে মনোয়ার খাঁ বলিতে লাগিল, "জাঁহাপনার আদেশ হয়ত আমি একাকী আমার সৈন্যসামন্ত আর প্রসিদ্ধ নওয়ারা নিয়ে আজই যুদ্ধযাত্রা করি। মগেরা মিরজুমলার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে নিশ্চয় জলপথে বিক্রমপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হবে, হয়ত এই রাজধানী পর্য্যন্ত আক্রমণ করতেও প্রয়াস পাবে। এ সময় জলপথে সহজেই দস্যুদের আক্রমণ করতে পারব।" খাঁ সাহেবের কথা শুনিয়া নবাব বলিলেন, "খাঁ সাহেব, যতটুকু সহজ মনে কচ্ছেন ততটুকু সহজ নয়। যদি তাই হত, তবে মগের উৎপীড়ন ও লুটতরাজ এতদিন এদেশে স্থায়ী হত না। সম্ভব এদেশে মানুষ নাই! মানুষ থাকলেও, বীর নাই, যোদ্ধা নাই!" মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া মনোয়ার খাঁ বলিল, 'জাঁহাপনা, বেয়াদপি মাপ করবেন। এদেশে মানুষ নাই, এ কথা বল্‌তে পারি না। এতদিন আমিও তেমন কোন সুযোগ পাই নাই, বিশেষতঃ আমার নওয়ারা ও যুদ্ধ যাত্রার উপযোগী ছিল না তাই।"

মনে মনে ইচ্ছা মনোয়ার খাঁ বীরত্ব দেখাইয়া একাই যুদ্ধে যাইয়া মগ দমন করিবে। কিন্তু বুজুর্গের তাহা ইচ্ছা নয়, কারণ এই অঞ্চলের রীতিনীতি, যুদ্ধপ্রথা,

রণতরী চালনা, পথঘাট, পাহাড় পর্ব্বত কিছুই মোগলের জ্ঞাত নাই। অতএব খাঁ সাহেবের সঙ্গে বুজুর্গ যুদ্ধ-যাত্রা করিলে এই সমস্ত বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিবে এবং ভবিষ্যতের মানচিত্রে এসব অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া সতর্কিতভাবে দেশ রক্ষাও করিতে পারিবে এবং মনে মনে স্থির করিল যে খাঁ সাহেবকেও ততদূর বিশ্বাস করা রাজনীতির বিরুদ্ধ, কি জানি যদি তাহারই মনে কোন দুরভিসন্ধি থাকে, এই ভাবিয়া তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "আমিও খাঁ সাহেবের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করব।"

বুজুর্গের কথায় শায়েস্তা খাঁ আনন্দিত হইলেন এবং খাঁ সাহেবকে আদেশ করিলেন, বুজুর্গ ও হুসেন খাঁ উভয়ই আপনার সাহায্য করবে, আপনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হউন। আগামী দিবস বুজুর্গ ও হুসেন খাঁ লক্ষ্যার পূর্ব্বতীরে দেওয়ানবাগে আপনার সহিত সসৈন্যে মিলিত হবে। হুসেন্ স্থলপথে আর খাঁ সাহেব নওয়ারার-অধ্যক্ষরূপে জলপথে যুদ্ধযাত্রা করবে। কিন্তু সাবধান, কর্ত্তব্য পালনে কেহ অবহেলা করোনা, দস্যু দমন করতে যেয়ে দস্যুপালন করো না; রক্ষক হয়ে ভক্ষক হয়ো না। গ্রামবাসীকে অভয় দিও, দেশের শান্তি রক্ষা করো। স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা রক্ষা করবে, মাতৃরূপী স্ত্রীজাতির অবমাননা করো না, কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করো না। ভারতের স্ত্রীজাতি মানবী নয়—দেবী!"

পিতার এই কথা শুনিয়া বুজুর্গ জানু পাতিয়া তরবারি কপালে স্পর্শ করিয়া গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "জাঁহাপনা - পিতা, আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার আদেশ প্রাণপণে প্রতিপালন করতে পারি, আর বাংলায় মোগলের বিজয় পতাকার অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করে' জন্ম ধন্য করতে পারি।" এই বলিয়া সকলকে কুর্ণিশ পূর্ব্বক দরবার পরিত্যাগ করিয়া বুজুর্গ স্ব কার্য্যে চলিয়া গেল।

তৎপর দিবস দেওয়ানবাগে বুজুর্গ. হুসেন খাঁ প্রভৃতি সসৈন্যে মনোয়ারখাঁর সহিত মিলিত হইল। এদেশে আসিয়া সৈন্যগণের মনের ভাব প্রফুল্ল হইয়াছিল। নূতন দেশ, নানা প্রকার সুখাদ্য, জলপথ প্রভৃতি দেখিয়া তাহারা মনে মনে খুবই খুসী হইয়া ছিল। শিবিরে বসিয়া নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিল। একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করিল, "মনোয়ার খাঁকে চিনিস্ ?"

২য়। এ দেশের একজন জমিদার, নবাবের নওয়ারার অধ্যক্ষ।

৩য়। তবে কি এই অধ্যক্ষ মহাশয়ের অধীনে মগের সহিত যুদ্ধ করতে হবে!

১ম। তা বলে আর কি কচ্ছ? চাকুরী করতে এসে এত ভাবলে চলবে কেন ভাই।

৪র্থ। মনোয়ার খাঁ কি আর যোদ্ধা নয়?

৩য়। তা হলেও বাঙ্গালী—মোগল নয়!

১ম। বাঙ্গালী বুঝি মানুষ নয়, বীর নয়!

৩য়। এতদিন ত তাই মনে করেছিলুম। তা যাইহোক তবু বাঙ্গালী!

২য়। এদেশে এইত সবে এসেচ, আরও কিছুদিন থাকলে বুঝতে পারবে—বাংলা বীর-প্রসবিনী! হ্যাঁরে তুই ত তুই, স্বয়ং সাহজাদা বুজুর্গ খাঁই তাঁ'র অধীনে যুদ্ধযাত্রা করেছেন!

কেহ বলিল "যুদ্ধ জয় হ'লে তোর বিবির জন্য তুই কি নিবি?" অপর সৈন্য বলিল, "যুদ্ধ আগে জয় হোক্, বেঁচে আয় তবে ত বিবির জন্য যা নিতে হয় নিবি।" তৃতীয় সৈন্য বলিল, "বেঁচে থাকব না ত কি! নিখুঁৎ হয়ে বাঁচব আর আমি বিবির জন্য পাছাপেড়ে ঢাকাই শাড়ি নোব।" একজন সৈন্য বলিল, "আমি ভাই বিবির ওড়নার জন্য ঢাকাই মস্‌লিন্ নোব।" অপর সৈন্য বলিল, আমি দিল্লীকা লাড্ডু নোব!" "এটা ত আর দিল্লী নয়, এটা বাংলা, বাংলায় কি আর লাড্ডু মিলে!" "আরে ভাই এখানে যেমন লাড্ডু মিলে তেমন লাড্ডু দিল্লীতেও মিলে না!" এইরূপ গল্প হইতেছে তন্মধ্যে একজন বলিল "তুই কি সেই লাড্ডু কখনও খেয়েছিস্?" অপর ব্যক্তি বলিল, "আরে না খেয়ে কি বলছি, খাওয়া ত দূরের কথা, একেবারে হজম করে ফেলেছি!" এই কথা শুনিয়া

সকলেরই লোভ জন্মিল, দিল্লীকা লাড্ডু খাইয়াছে কিন্তু বাংলাকা লাড্ডু কেমন তাহা জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইল। যে ব্যক্তি লাড্‌ডু খেয়েছে সে না বলিলে আর পরিত্রাণ নাই বুঝিতে পারিয়া বাংলার লাড্‌ডু প্রকাশ করিয়া বলিল, 'হারে, বোকা, বুঝতে পাচ্ছিস না, এখানে মেয়েমানুষকে দিলীর লাড্ডু বলে, বুঝেছিস!" এই কথা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল। অপর এক ব্যক্তি বলিল "দ্যাখ্ ভাই, আমার ত বিবি মারা গেছে তুই তা জানিস্, যদি বাংলায় তেমন একটা লাড্ডু পাইত্ত সাদি করি।" প্রথম ব্যক্তি বলিল, "আরে শালা, সাহাজাদার আদেশ কি তা জানিস্? স্ত্রীলোক মাত্রেই মাতৃজ্ঞানে তাঁ'র সম্মান করতে হবে। আর যদি তা না করিস্ (তরবারি গলদেশে স্থাপন করিয়া) তবে শিরশ্ছেদ্!" যে ব্যক্তির গলদেশে তরবারি স্থাপন করিয়াছিল সে ব্যক্তি যন্ত্রনায় চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিল, "উহু গেলাম গেলাম লাগ্‌ছে, ছেড়ে দে!" প্রথম ব্যক্তি বলিল, "কেমন, লাড্ডু চাই!" এমন সময় বুজুর্গ সৈন্য পরিদর্শনে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে সৈন্যগণ সকলেই কুর্ণিশ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল এবং বুজুর্গ বলিতে লাগিল, "আমরা আজ বাঙ্গালী মনোয়ার খাঁর অধীনে যুদ্ধযাত্রা করব। বাঙ্গালী বলে কেহ ঘৃণা করো না। আমাদের উদ্দেশ্য এদেশের

জলযুদ্ধ শিক্ষা, পথ ঘাট দেশ বিদেশ নানা বিষয় আয়ত্ব করা। আশা করি একার্য্যে তোমরা সকলেই আমার সহানুভূতি হ'বে। আমার ভবিষ্যত জীবনের আশা পথে কেহ কণ্টক হবে না। আর এক কথা, সকলে ধীর ও স্থির হয়ে যুদ্ধ করবে। শত্রুই হউক আর মিত্রই হউক স্ত্রীলোকের কেশাগ্র ও স্পর্শ করবে না। বাংলার স্ত্রী জাতির সম্মান করো। মাতৃজ্ঞানে তাঁ'দের পূজা করো। বাংলার শক্তি, বাংলার বীরত্ব, বাংলার সিংহাসন পর্য্যন্ত ঐ মাতৃশক্তিতে বলীয়ান—অক্ষয়, অমর! যেদিন ঐ শক্তি কলঙ্কিত হ'বে, সেই দিন ঐ শক্তি অপহৃত হ'বে; বাঙ্গালীর শক্তি, শুধু বাঙ্গালীর কেন, সমগ্র ভারতের শক্তি শিথিল হ'য়ে পড়বে—বাংলার সিংহাসন ধূলায় লুণ্ঠিত হ'বে, মাতৃহারা বৎসের ন্যায় তা'রা কেঁদে কেঁদে বেড়াবে! বাঙ্গালীর সেই অশ্রুধারায় ভারতভূমি ভেসে যাবে! বন্যার জলের ন্যায় অগাধ জলে সব ডুবে যাবে, আর কেউ উঠবে না! ভাই সব, পবিত্র মোগল নামে কলঙ্ক-কালী ঢেলে দিও না, সকলে স্মরণ রাখবে, আরাকানে মোগলের রক্তপাত হয়েছে; সম্রাটের ভ্রাতা সুজাকে সপরিবারে হারমাদেরা নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে, সেই হত্যার প্রতিহিংসা নিতে হবে, মগের ধ্বংস করতে হ'বে—সম্রাট আলমগীরের আদেশ। খোদার পবিত্র নামে শপথ করে বল, কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে না?"

সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "সাহজাদার আদেশ শিরোধার্য্য।" এই বলিয়া সকলেই যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

বুজুর্গ মনে মনে কল্পনা স্থির করিল যে, পরলোকগত নবাব মিরজুমলা আসাম পর্য্যন্ত অভিযান করিয়াছিলেন একপ্রকার বিনা যুদ্ধে। কিন্তু সেভাবে দেশ অধিকার হয় না, দস্যু দমন ও হয় না। যুদ্ধ চাই, যুদ্ধে শত্রু পরাস্ত হবে, বশ্যতা স্বীকার করবে তবেই প্রকৃত অধিকার। সে অধিকারে শান্তি স্থাপন হয়। অতএব মিরজুমলার যুদ্ধনীতি আদৌ গ্রহণ না করিয়া প্রকৃত বীরের ন্যায় শত্রু দমন পূর্ব্বক দেশ অধিকার করিলে শান্তি স্থাপন হবে। এই ভাবে বাংলার ইতিহাসে মোগলের অক্ষয় কীর্ত্তি গাঁথা থাকবে, সমগ্র বাংলা মোগলের হবে। সম্রাটের গৌরব পৃথিবী অতিক্রম করবে।

মনোয়ার খাঁ, বুজুর্গ খাঁ, হুসেন খাঁ প্রভৃতি একত্রে সমবেত হইয়া স্থলপথে ও জলপথে মগদমনে যুদ্ধ যাত্রা করিল। মনোয়ার খাঁ না বুঝিয়া শুনিয়া তাড়াতাড়ি মগদস্যুদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। মগদস্যুগণ পূর্ব্ব হইতেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। নওয়ারার সংখ্যাও তাহাদের অনেক বেশী ছিল। স্থলপথে হুসেন খাঁ কতক সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইয়াছিল। মোটের উপর দুই শত নওয়ারা লইয়া মনোয়ার খাঁ ও বুজুর্গ খাঁ মগদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু বীরবন আর কাপ্তেন মুরের অলৌকিক কৌশলে মনোয়ার খাঁর নওয়রাগুলি ছিন্ন ভিন্ন হয় এবং কতক জলে ডুবিয়া যায়। বুজুর্গ খাঁ আর মনোয়ার খাঁ এবং কতিপয় সৈন্য পলায়ন করিয়া প্রস্থান করিল। বুজুর্গ খাঁকে ধরিবার জন্য কতিপয় মগদস্যু তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল। রঘুরামের বাসস্থান যে পল্লীতে ছিল, সেই পল্লীর দিকে বুজুর্গ খাঁ প্রাণ ভয়ে ছুটিতে লাগিল।

হাসেনআলীর একমাত্র ভগিনী হীরানী রঘুরামের আশ্রয়েই বাস করিত। যে সময় বুজুর্গখাঁ যুদ্ধে

পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে এই গ্রামের দিকে ছুটিতেছিল সেই সময় হীরাণী হাসেনআলীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দাদা, এমনি করে আমরা কতদিন লুকিয়ে থাকব, আর লুকিয়েই বা থাকব কেন? আমরাও ত মানুষ দাদা! মগেরা কি এতই প্রবল, এত বড় বীর, এতগুলি দেশবাসী কেহই তা'দের বাধা দিতে পারে না! কেন, আমাদের কি শক্তি নাই, অস্ত্র নাই?"

হাসেন। বোন, আছে সবই, একটার অভাবে আবার কিছুই নাই!

হীরা। সে কি দাদা?

হাসেন। একতা। হিন্দু মুসলমানে, মুসলমানে মুসলমানে আর হিন্দুতে হিন্দুতে নাই একতা!

হীরা। তবে রঘু দাদা আমাদের এত ভাল বাসেন কেন? তিনি ত হিন্দু!

হাসেন। রঘু দাদার মত কয়জন হিন্দু আছে বোন!

এতক্ষণ গৃহের আড়াল হইতে রঘুরাম হাসেনের ও হীরানীর কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। হাসেন আলীর শেষ উক্তি 'রঘু দাদার মত ক'জন হিন্দু আছে বোন' এই কথা শুনিবা মাত্র বাহিরে আসিয়া রঘু বলিল, "আর হাসেন আলীর মত ক' জন মুসলমান আছে বোন!" এই কথা বলিতে বলিতে রঘু হাসেন আলীকে আলিঙ্গন করিল।

হীরা। রঘুদাদা, আমরা কি এমনি করে মগের ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকব, প্রতিকার কি তার হবে না দাদা?

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় দীনদয়াল হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া আনন্দসহকারে বলিতে লাগিলেন, "বাবা রঘু, আজ বড়ই আনন্দের দিন। মগ-দমনে নবাব আমাদের সাহায্য করবেন। আমরা আজই নবাব শিবিরে যাত্রা করব।"

এই কথা শেষ হইবা মাত্র চতুর্দ্দিকে ঘোর কামানের ও বন্দুকের আওয়াজ শ্রুতিগোচর হইল। সকলেই মনে করিল নিশ্চয়ই মগদস্যু লুটতরাজ করিবার জন্য আসিতেছে। হাসেনআলী বলিল, "রঘুদাদা, শীগ্‌গীর বন্দুক নিয়ে এস মগেরা এখনই এসে পড়বে।" দীনদয়াল বলিলেন, "রঘু রঘু, বন্দুক চালাও দস্যুরা এসে পড়েছে!"

এইরূপ গোলমাল শুনিয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে বীণা-পাণি বন্দুক ও তরবারি আনিয়া রঘুর হাতে দিল। রঘু বলিল, "না বীণা, আমার অস্ত্রের আবশ্যক নাই, অস্ত্র তোমার কাছে থাক, যদি পার সেই দস্যুদের বক্ষ ভেদ করো, নয় আত্মরক্ষা করো, না হয় শেষে আত্মহত্যা করো! আমার অস্ত্রের অভাব নেই, মা-ই আমার ব্রহ্মাস্ত্র!

যুদ্ধকোলাহল ও বন্দুকের আওয়াজ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। বিজয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে খাঁড়া হাতে করিয়া

সংহার মূর্ত্তিতে সকলের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। হীরা হাসেনআলীকে তরবারি দিয়া বলিল, "শত্রু সংহার কর দাদা, আজ মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।" রঘু ব্যতীত সকলেই অস্ত্র হাতে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রঘু মায়ের পদতলে বসিয়া দেহে মাতৃ-শক্তি সঞ্চার করিতে লাগিল। এমন সময় বুজুর্গ খাঁ দ্রুত রঘুরামের গৃহে প্রবেশ করিয়া বিজয়ার চরণ তলে পড়িয়া "রক্ষা কর রক্ষা কর কে কোথায় আছ" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। হাসেন তরবারি উত্তোলন পূর্ব্বক বলিল, "কে তুমি সত্য বল, নইলে প্রাণ সংশয়!"

দীনদয়াল হাসেন আলীকে বাধা দিয়া বলিলেন, "ক্ষান্ত হও হাসেন আলী, এই আমাদের নবাব পুত্র বুজুর্গ খাঁ।"

গুরুজীর কথা শুনিয়া রঘুরাম যেন স্বপ্ন দেখিল এবং বলিল. "এই কি আমাদের স্বর্গের সেই দেবতা! তবে আর ভয় কি গুরুজি! মা, চেয়ে দেখ এখানে ও দেবতা আছেন!"

বুজুর্গ। তোমরা যেই হও আমায় রক্ষা কর, আশ্রয় দেও, নইলে মগের হাতে এখনই প্রাণ যাবে!

রঘু। প্রাণ যাবে! মগের হাতে প্রাণ যাবে!! কি হয়েছে সাহাজাদা বুঝতে পারছি না!

বুজুর্গ। মগযুদ্ধে আমরা পরাস্ত। আমাদের সমস্ত

নওয়ারা ছিন্ন ভিন্ন হয়েছে। সৈন্যগণ কে কোথায় পালিয়েছে তাও বলতে পাচ্ছিনা। আমি একা, মগেরা আমায় ধরবার জন্য তাড়া করে আসছে, এখনই এসে পড়বে, আমায় রক্ষা কর।

বিজয়া সাহেদাদাকে সস্নেহে পুত্রবৎ বাহুবেষ্টন পূর্ব্বক ধরিয়া তুলিলেন এবং বলিলেন, "ভয় কি বাবা, আমিই আশ্রয় দোব।" বুজুর্গ হাঁটু গাড়িয়া করপুটে বলিতে লাগিল, "মা, মা, আশীর্ব্বাদ কর, সন্তান বলে দয়া কর মা। তুমি যেই হও তুমি আমার মা, বিপদে আপদে মা ভিন্ন সন্তানের দুঃখ কে ঘুচাবে মা? মানুষ ত দূরের কথা পশুপক্ষী পর্য্যন্ত ঐ মাতৃ অঙ্কে আশ্রয় নিয়ে যমের ভয় থেকে নিরাপদ হয়। ঐ স্নেহ-বর্ম্মের এমনই শক্তি, ঐ অভয়বাণীর এমনই মোহিনী-শক্তি ঐ মহাশক্তি দ্বিভুজের এমনই শক্তি, দশদিক অষ্টপ্রহর প্রহরীর কাজ কচ্ছে, আবার অন্নপূর্ণার ন্যায় অন্ন বিতরণ করে' সন্তানের দেহে ভীমশক্তি সঞ্চার কচ্ছে, মাতৃ-স্তনপায়ী সন্তানের এমনই শক্তি! মা, তোমার আশ্রয় ত আমার স্বর্গ! এই আশ্রয়ে ত আর কোন শত্রুর ভয় নাই। মা, এত করুণা, মা নামের কি এতই মহিমা!"

বিজয়া। বাবা, সন্তানের জন্য, আশ্রিতের জন্য

হিন্দুরমণী প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না, তুমি নির্ভয়ে আমার আশ্রয়ে থাকবে।

রঘু মনে মনে ভাবিল, 'এত দয়া যদি না থাকবে, তবে সাধ করে কি মোগল আজ তোমার ——'

এই কথা শেষ হইতে না হইতেই পুনরায় কামান গর্জ্জন হইল। বিজয়া বলিলেন, "রঘু, হাসেন, শত্রু-ধ্বংস কর। প্রতিহিংসা নিবৃত্তি কর্!"

মায়ের আদেশ পাইয়া রঘুরাম সাহজাদাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিল, "তবে, এস ভাই, দু'ভায়ে এক ঘর বেঁধে ঐ মাতৃ চরণের আশীর্ব্বাদ মাথায় করে সমরানলে ঝাঁপিয়ে পড়ি।"

ইত্যবসরে মগদস্যু সর্দ্দার মীরসেন ও কাপ্তেন টগা সাহেব কতিপয় দস্যু সঙ্গে করিয়া রঘুরামের বাড়ী আক্রমণ করিল। উভয় দলে ঘোর যুদ্ধ বাঁধিল। বীণা-পাণি অন্তরাল হইতে বন্দুক ছাড়িতে লাগিল। কতিপয় দস্যু ভূতলশায়ী হইল এবং অন্যান্য সকলে পলায়ন করিল। রঘু, হাসেন ও বুজুর্গ খাঁ দস্যুদের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। অদূরে লক্ষ্য করিয়া দীনদয়াল বলিতে লাগিলেন, "আর ভয় নাই মা, শত্রু পালিয়েছে। রঘু ও হাসেন আলীর পরাক্রমে মীরসেন ও টগার দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়েছে। সাহজাদা দস্যুদিগেব অনুসরণ কচ্ছে।" অল্পক্ষণ পরেই রক্তাক্ত দেহে রঘুরামকে বুজুর্গ খাঁ ও

হাদেন দুইবাহু বেষ্টন পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বুজুর্গ বলিতে লাগিল, "মা শত্রু নিপাত হয়েছে, কিন্তু রঘু দাদা আহত!"

বিজয়া রঘুর ক্ষত স্থানে হাত বুলাইয়া বলিতে লাগিলেন, "ভয় কি বাবা, ভগবান রক্ষা করবেন। সামান্য আঘাত এখনি ভাল হয়ে যাবে, চল বাবা, সকলে ঘরে চল, বিশ্রামান্তে সকল কথা হবে।" এই বলিয়া সকলে বিশ্রামার্থে গৃহে প্রবেশ করিল। বাংলার সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী নবাব আজ রঘুরামের পর্ণকুটিরে অতিথি! অনেক কথাবার্ত্তার পর বুজুর্গ বলিতে লাগিল, "ভাই, এক আকাশে চন্দ্রসূর্য্য উদয় হয়ে পৃথিবী আলোকিত করে, বসুন্ধরা শস্য-শ্যামলা হয়, জীবগণ প্রাণ ধারণ করে। এই ভারতে আমাদের উভয়েরই জন্ম। তুমি হিন্দু আমি মুসলমান, এস ভাই দু'ভাই এক ঘর বেঁধে জন্মভূমির কল্যাণে এই মায়ের চরণ স্পর্শ করে শপথ করি, তুমি আমি অভিন্ন, জীবনে মরণে আমি তোমার তুমি আমার। স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর অপার স্নেহে ভারত সন্তান লালিত পালিত, অভয়বাণী যাঁ'র দৈববাণীর ন্যায় কার্য্যকরী, যাঁ'র নামে অনায়াসে বিপদ-সঙ্কুল পার হওয়া যায়, আশীর্ব্বাদ যাঁ'র অক্ষয় কবচ—সেই মাতৃপদরেণু মাথায় করে প্রতিহিংসায় ব্রতী হই।"

রঘু। সাহজাদা, আমরা হিন্দু-বাঙ্গালী, দীন অতি দীন; কিন্তু প্রাণ আছে। মাতৃ আশীর্ব্বাদে দেহে শক্তিও আছে যথেষ্ঠ, কেবল নাই আমাদের একতা। মায়ের সন্তান হয়ে আমরা মাকে চিনলুম না; দেশে যদি মানুষ থাকত, মানুষের যদি প্রাণ থাকত, তা'দের যদি সেই প্রাণ কাঁদত তবে মগ ত দূরের কথা, সমস্ত আরাকান রাজ্য এক ফুৎকারে ধ্বংস হত, মগের নাম পৃথিবী থেকে লোপ পেত! যদি মোগলের সাহায্য পাই, আশা করি, জলবুদ্‌বুদের ন্যায় মগদস্যু বাংলার নদীর জলে চোখের পলকে বিলীন হয়ে যাবে, চিহ্নমাত্রও থাকবে না! বলুন সাহজাদা, বাঙ্গালী বলে ঘৃণা ত করবেন না?

বুজুর্গ। ঘৃণা! রঘুদাদা, এ মিলন তোমার আমার নয়, দেবতার আশীর্ব্বাদ! এই আহ্বান তোমার আমার নয়, মায়ের ডাক! রঘুদাদা, তুমি আমি অভিন্ন, উদ্দেশ্যও এক। যদি দেশ রক্ষা করতে চাও—শান্তি চাও তবে চল, আজই আমরা রাজধানী যাত্রা করব। নবাবের দরবারে আমাদের যুদ্ধের ব্যবস্থা হবে, যে উপায়ে হোক্ মগের ধ্বংস করতেই হবে। তোমাদের মত বন্ধুর সাহায্যে আমরা জয়ী হব। নবাবও তোমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করবেন।

বিশ্রামান্তে সকলে নবাব দরবারে যাইবার জন্য যাত্রা করিল এবং যথা সময়ে দরবারে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধের মন্ত্রণা স্থির করিল।

মানোয়ার খাঁকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া মগ দস্যুগণ দেশ বিদেশে লুটতরাজ করতঃ চট্টগ্রামের আড্ডায় অবস্থান করিতেছিল। দীনদয়ালের কন্যা শঙ্করী দেবী এই আড্ডাতেই বন্দিনী অবস্থায় মগের অধীনে বাস করিতেছে। তীর্থ যাত্রার নৌকা হইতে শঙ্করীকে অপহরণ করিয়া কু অভিপ্রায়ে মগ সর্দ্দার বীরবল শঙ্করীকে আবদ্ধ রাখিয়াছে। বহুমূল্য রত্নাদি যাহা লুটতরাজ করিয়া মগেরা সঞ্চয় করিয়াছিল সেই গৃহের এক পার্শ্বেই শঙ্করী অবস্থান করিতেছিল। উন্মাদিনীর ন্যায় এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছিল,পরিত্রাণের পথ খুঁজিতেছিল। অনাহার অনিদ্রায় শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। গৃহের এক পাশে বসিয়া শঙ্করী ভাবিতে লাগিল, "কেউ নাই, আমার কেউ নাই! মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বোন নাই! ভগবান্, তুমিও কি নাই! না, আছে, একজন আছে। যে না থাকলে পৃথিবী থাকে না, সে আছে। সে আছে ত আমার কি? আমার কে আছে? না, আছে, আমারও আছে। সেই দেবতুল্য ব্রাহ্মণ আমার পিতা আছেন। আমি ভগবান্ জানি না, আমি চাই আমার জন্মদাতা পিতা। যাঁ'র করুণ-কণ্ঠ, যাঁ'র কাতর ক্রন্দন আজও

আমার কাণে বাজ্‌ছে, সেই পিতাকে চাই। কেমন করে তাঁকে পাব? না—না, আমার জাত গেছে, ধর্ম্ম গেছে, সর্ব্বস্ব গেছে! তবে কি আছে? আছে প্রতিহিংসা! ঐ আস্‌ছে, যমদূতের মত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, রাক্ষসের মত রসনা বিস্তার করে আমায় গ্রাস করতে আস্‌ছে! যাই, সরে যাই, পালাই!" আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিতে লাগিল, "এ্যাঁ, তবে আমি কোথায়, মগের বন্দিনী আমি! তবে আর কেন বৃথা জীবন ধারণ!" এই বলিয়া কটীবক্ষ হইতে ছোরা বাহির করিয়া বলিল, "এস, আমার জীবনের সহায়, আমার বক্ষেই তোমার উপযুক্ত স্থান!" তন্মূহুর্ত্তেই আবার ভাবিল, "না, না, মরা হবে না, প্রতি-হিংসা না নিয়ে মরা হবে না। এই মগের কারাগারে আবদ্ধ থেকে গুপ্ত রহস্যগুলি আয়ত্ব করে এমন এক ফিকিরে পালাব, কেউ জানতে পারবে না, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ফিরব লোকের মনে এক নূতন আলো জ্বেলে দোব, মানুষ উত্তেজিত হবে, দেশ রক্ষার জন্য প্রাণ-পণে মগের ধ্বংস করবে।" এই কথা ভাবিতেছে এমন সময় বীরবন কুঅভিষ্টসিদ্ধির জন্য মাতাল অবস্থায় শঙ্করীর গৃহে প্রবেশ করিল। শঙ্করী ক্রোধ ভরে বলিল, "আয় দুরাত্মা, দেখি কত অত্যাচার করতে পারিস!" বীরবন শঙ্করীর হাত ধরিয়া বলিল, "সুন্দরি! এখনও বুঝতে পাচ্ছ না, তোমার পিতাকে

যদি দেখতে চাও তবে আমায় বিবাহ কর, নইলে একমাত্র তোমার পিতা তা'কেও আর দেখতে পাবে না। তোমারও জীবনের আশা ত্যাগ করতে হবে।"

শঙ্করী সজোরে বীরবনকে ধাক্কা দিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিল এবং ছোরা মারিতে উদ্যত হইয়া বলিল, "লম্পট, দস্যু! তোর জীবনেরও আর আশা নাই!"

শঙ্করীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বীরবন কোমল স্বরে বলিতে লাগিল, "আরও একমাস সময় দিলুম, যদি এই সময়ের মধ্যে আমার প্রস্তাবে সম্মত না হ'স্ তবে তোর পিতাকে তোরই চোখের সামনে পশুর মত হত্যা করব! বল আমায় ভাল বাসবি?" এই বলিয়া পুনরায় শঙ্করীর হাত ধরিতে উদ্যত হইল। সভয়ে শঙ্করী চীৎকার করিতে লাগিল "ভগবান, রক্ষা কর, রক্ষা কর!"

অন্তরালে থাকিয়া কাপ্তেন মুর বীরবনের আচার ব্যবহার সমস্তই লক্ষ্য করিতেছিল। শঙ্করীর চীৎকারে অধৈর্য্য হইয়া বীরবনের প্রতি বন্দুক লক্ষ্য করিয়া মুর বলিতে লাগিল, "সড্ডার এই কি টোমার ঢর্ম্ম নীটি! টোমার কি মা নাই কন্যা নাই, ছিঃ অসহায় অবলা স্ত্রী জাটিকে উট্‌পীড়ন করা পশুর কাজ। টুমি এট বড় একটা যুট্‌ঢের প্রঢান সেনাপটি হইয়া, টোমার বিপক্ষে বিপুল মোগল সেনাবাহিনী আর টুমি সামান্য একটা স্ত্রীলোকের জন্য টোমার ঢর্ম্ম নষ্ট করিটেছে এই কি বিরট্বের পরিচয়!"

কাপ্তেন মুরের এবম্বিধ বথা শুনিয়া দম্ভভরে বীরবন বলিতে লাগিল, "আমার কার্য্যে বাধা দিতে তোমার কি ক্ষমতা আছে? আমার যা খুসী করব। সইতে না পার চুপ করে দূরে সরে যাও।" এই বলিয়া বীরবন শঙ্করীর হাত ধরিতে পুনরায় উদ্যত হইলে কাপ্তেনমুর বীরবনের বক্ষে বন্দুক লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে বলিল, "খপড্ডার সড্ডার, হামার সামনে এই অবলার যডি কেশাগ্র স্পর্শ করিটে চেষ্টা করিবে টবে টোমার প্রাণ ঠাকিবে না!" কাপ্তেন সাহেবের কথায় ভয় পাইয়া বীরবন, বন্দুক হাতে করিল এবং বলিল, "তবে তোমারও নিস্তার নাই!"

উভয়েই উভয়ের প্রতি এইরূপ বন্দুক লক্ষ্য করিতেছে দেখিয়া শঙ্করী বিপদ গণিল, "ক্ষান্ত হও বীরবন, ক্ষান্ত হও কাপ্তেন সাহেব, আমি স্ব ইচ্ছায় এই অনলে আহুতি দিচ্ছি, তোমরা ক্ষান্ত হও।" এইবলিয়া শঙ্করী উভয়ের বন্দুকের,মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া বক্ষপাতিয়া দিল। কাপ্তেন মুর বন্দুক নামাইয়া বলিল, "মাটা, টোমার আজ্ঞা হামার শিরোঢার্য্য।" তখন বীরবনও বন্দুক নামাইয়া সৈন্য-গণকে ডাকিল এবং তাহার আদেশক্রমে জনৈক সৈন্য ধনাগারের দরোজা খুলিয়া লুন্ঠিত দ্রব্য বণ্টন করিতে লাগিল। ধনাগারের অভ্যন্তর দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর, চোখ ঝলসিয়া যায়! বহুমূল্য ধনরত্নাদিতে ধনাগার পরিপূর্ণ। হায় হায়, কত লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া তবে

এগুলি সংগ্রহ করিয়াছে। হয়ত কত লোকের প্রাণ সংহার করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই! ধনরাশি বণ্টন করিতে করিতে বীরবন বলিল, "শোন মুর সাহেব, এইগুলি আমরা উভয়ে লুটতরাজ করে পেয়েছি, আমাদের সন্ধির নিয়ম অনুসারে প্রথম দুই ভাগ হবে। তোমার ভাগের অর্দ্ধেক রাজ সরকারে যাবে।"

কাপ্তেন মুর বলিল, "টা হোবে না, রাজসরকারে অর্ডেক যাবে টা ঠিক কিণ্টু এ জিনিষগুলির বার আনাই হামলোক আনিয়াছে। হামাডের বারো আনা আগে হামাদের ডেও।"

বীরবন বলিল, "তা হবে না, হতে পারে না; বেশ, তবে চল, রাজার বিচারে যা হয় তাই হবে।"

এই বলিয়া সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য আরাকানে প্রেরিত হইল। সমান দুই ভাগ করিয়া রাজা একভাগ লইলেন, অপর ভাগেরও অর্দ্ধেক কর-স্বরূপ লইয়া বাকী অর্দ্ধাংশ কাপ্তেন মুরকে প্রদান করিলেন। রাজার এবম্বিধ ব্যবহারে কাপ্তেন মুর ও তাহার সঙ্গীগণ বড়ই অসন্তুষ্ট হইল। প্রকাশ্যে কিছু না বলিয়া ভিতরে ভিতরে আরা-কান পরিত্যাগের মন্ত্রণা করিল।

চট্টগ্রাম হইতে আরাকানে যাইবার অভিমুখে মগ-দস্যুগণ হিন্দু মুসলমান, বালকবালিকা, যুবাবৃদ্ধ প্রভৃতি নানা দেশবাসী একদল বন্দি লইয়া অত্যাচার করিতে করিতে গমন করিতেছিল। সে দৃশ্য অতীব শোচনীয়, পাষাণও সে দৃশ্যে ফাটিয়া যায়, মানুষ ত দূরের কথা! জনৈক যুবকের পায়ে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। "ভগবান রক্ষা কর, প্রাণান্তেও মগের জলগ্রহণ করব না।" যুবা এইরূপ চীৎকার করিতেছিল। দুইটী স্ত্রীলোককে বিবস্ত্রা করিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছিল। 'ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, আমার ছেলে-টিকে ছেড়ে দাও, ওগো আমার স্বামী যে অন্ধ, তাঁ'কে নিয়ে কি করবে" স্ত্রীলোকদ্বয় এই কথা বলিয়া কাঁদিতেছিল। দস্যুগণ বিকট হাস্য করিয়া বলিতেছিল, "হা হা হা! ছেড়ে দোব বৈ কি, তোদেরকে বিদেশীয় বণিকদের কাছে বিক্রয় করে যথেষ্ট টাকা পাব। তোরা সুন্দরী আছিস্।" অপর স্ত্রীলোকটীর প্রতি বলিল, "আর তোকে আমার বাড়ীর দাসীবৃত্তি করতে হবে। পারবি ত? নইলে দেখছিস্ ত, সেই জাহাজে আবার নিয়ে যাব, দুই হাতে ছেঁদা করে আস্ত বেত

মগের মুলুক

প্রবেশ করিয়ে দিয়ে বেঁধে রাখব, জাহাজের খোলের ভিতর পশুপাখীর মত থাকবি।"

জনৈক পুরুষের প্রতি অত্যাচার করিতে করিতে মগদস্যু বলিল,, "বল্ শালা, আমার কথা রাখবি, তোর মেয়েটা কোথায় আছে যদি বলিস্ তবে তোকে ছেড়ে দেবো।" ক্রোধভরে পুরুষটী উত্তর করিল, "নরাধম, মুখ সাম্‌লিয়ে কথা বল্", এই বলিয়া দস্যুর বুকে পদাঘাত করিল। আঘাত পাইয়া দস্যু বলিল, "তবে আয় তোকেও সেইভাবে জাহাজের খোলের ভিতর পুরে রাখি আর পাখীর খোরাকির মত চাট্টি চাট্টি খেতে দিই, না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে মরে যাবি!" কতিপয় বালক বালিকাকে বন্ধন করিয়া কঠোর আঘাত করিতে করিতে পথ চলিতেছে। তাহাদের পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্কপ্রায় হইয়া আসিতেছিল। "একটু জল দাও, প্রাণ যায়" বলা সত্ত্বেও জল দেওয়া দূরে থাকুক বেত মারিতে মারিতে তাহাদিগকে লইয়া চলিল।

অপর আর একদল বন্দি পিঠে ও মাথায় চরকা তাঁত ও অন্যান্য জিনিষপত্র বহন করিয়া লইয়া পথ চলিতেছে। জনৈক মুসলমান ফকিরকে বাঁধিয়া প্রহারের ভয় দেখাইয়া বলিতেছে, "বল্ শালা, হাসেন আলীকে ধরিয়ে দিবি?"

ফকির মনে মনে করিল, "দস্যুর মতেই মত দিতে

হবে তা নইলে কার্য্য সিদ্ধি হবে না,” তাই প্রকাশ্যে বলিল, “নিশ্চয়ই ধরিয়ে দোব, সেই ত আমাদের দেশের শত্রু।” দস্যু বলিল, তা’র বোনটা বড় সুন্দরী, তা’কে ধরিয়ে দিতে পারবি ত?” ক্রোধভরে ফকির বলিল, “হারমাদ! জিহ্বা সংযত কর্, নইলে এখনই তোকে প্রাণে মারব, সয়তান!” এই বলিয়া দস্যুর বুকে পদাঘাত করিল, আঘাত পাইয়া মগদস্যু বলিল, “আচ্ছা শালা, তোমায় এবার সর্দ্দারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, কুক্কুর দিয়ে তোমায় খাওয়াব।” ফকির বলিল “আমিও তাই চাই। তোর সঙ্গে বাক্য ব্যয় করা বৃথা, যদি পারি সেইখানেই শক্তির পরিচয় দিব। আমি গৃহশূন্য ফকির, আমার আর প্রাণের মায়া কি? যদি এই ফকিরের প্রাণ বিনিময়েও দেশের একটু উপকার হয় তাই বা মন্দ কি।” একটি ব্রাহ্মণ বিধবা স্ত্রীলোক আর তাহার সধবা পুত্রবধুকে বন্ধন করিয়া কতিপয় দস্যু পথ চলিতেছিল। বিধবা স্ত্রীলোকটী কাতর কণ্ঠে বলিল, “মহাশয়, আমার কাছে ত আর কিছুই নাই, আমার পুত্রবধুর যা ছিল তাও তোমাদের দিয়েছি, আমার ছেলে বাড়ী নেই পূজো করতে গিয়েছে। আমাদের ছেড়ে দাও, আমরা গেরস্ত ঘরের স্ত্রীলোক, আর যে পথ চলতে পাচ্ছি না!” দস্যু বলিল, “আচ্ছা বেশ, তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু এই বৌটাকে আমায় দিয়ে যাও, তোমার

ভাল হবে, তোমার সকল গয়না টাকা আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি।"

ক্রোধে অধৈর্য্যা হইয়া বিধবা স্ত্রীলোকটী বলিল, "কি বল্‌লি সয়তান, জানিস্ আমরা হিন্দু ইজ্জতের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হই না! খবর্দ্দার, মুখ সামলিয়ে কথা বল্।" এই কথা শুনিয়া দস্যু উভয়কেই জোর পূর্ব্বক টানিয়া লইয়া চলিল। এই সময় উত্তেজিত হওয়া ঠিক নয়, ধৈর্য্য ধরা উচিত মনে করিয়া বিধবা স্ত্রীলোকটী পুনরায় বলিল, "না মশায়, আমরা ত আপনার হাত ছাড়া নই, আপনার দয়াতে আজ আমরা নিরাপদ, যদি আপনি না থাকতেন তবে বোধ হয় আপনার দলের লোকেরা আমাদের সর্ব্বনাশ করত।"

দস্যু বলিল, "এখন বুঝেছ ত, তবে তুমি এই টাকা আর গয়না নিয়ে বাড়ী যাও, বৌটীকে নিয়ে আমিও যাই।" এই বলিয়া দস্যু টাকা কড়ি ও গয়না বিধবার হাতে দিল। উদ্দেশ্য খারাপ,দস্যুর প্রাণে দয়া মায়া নাই,কাতর ক্রন্দনে দস্যুর পাষাণ প্রাণ গলে না। এই মনে মনে স্থির জানিয়া "ভগবান, অপরাধ ক্ষমা কর" বলিয়া দস্যুর পিঠে ছোরা মারিল। দস্যুর-প্রাণ বায়ু আকাশে উড়িয়া গেল! দস্যুর মৃত্যু দেখিয়া বিধবা পুত্র বধুকে লইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ অপর দুইজন দস্যু আসিয়া পথরুদ্ধ করিল এবং বলিল, "কোথা পালাবে চাঁদ,

জাননা এটা মগের মুলুক।” ভয়ে ভীত হইয়া বিধবা চীৎকার করিল,“কে কোথায় আছ রক্ষা কর, রক্ষা কর!” পূজার, উপকরণ দ্রব্য লইয়া বিধবারপুত্র আসিতে ছিল। এমন সময় মাতার ক্রন্দন শুনিয়া চীৎকার করিল, “ভয় নাই মা, ভয় নাই!” নিকটে আসিয়া দেখিল মাতা স্ত্রী দস্যুর হাতে বন্দিনী! বিধবা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, “বাবা, বাবা, রক্ষা কর রক্ষা কর্, দস্যুর হাতে ইজ্জৎ যায়!”

পুত্র। ইজ্জৎ যায়! মা, দাঁড়াও! রে লম্পট, তোদের কি মা নাই, স্ত্রী নাই, ভগিনী নাই, পর স্ত্রী অপহরণ কি তোদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ নয়!

এই বলিয়া কোমর বাঁধিয়া লাঠি হাতে করিয়া দস্যুকে মারিতে উদ্যত হইল।

দস্যু। সোণার চাঁদ, ভালয় ভালয় বিদায় হও, নইলে তোমাকেও সহমরণ যেতে হবে!

পুত্র। কি বল্‌লি সয়তান, তবে আয়!

এই বলিয়া দস্যুদিগের সহিত মারামারি করিতে লাগিল। একা আর কতক্ষণ অত্যাচার সহ্য করিতে পারে, তবু প্রাণপণে দস্যুদিগকে আহত করিল। পরিশেষে জনৈক দস্যু তাহার মাথায় লাঠির আঘাতে তাহাকে ভূতলশায়ী করিল। ভূতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, “মা, মা, পালাও পালাও,নইলে দস্যুর হাতে ইজ্জত

যাবে, প্রাণ যাবে, আমি চল্লুম !" পুত্রের মৃত্যু চক্ষের উপর দেখিয়া বিধবা কাঁদিতে লাগিল "ভগবান, তোমার রাজ্যে কি বিচার নাই, পাপের কি ধ্বংস নাই ! না, আর শোক করলে চলবে না, পালাবারও পথ নাই, আত্মহত্যাই একমাত্র ইজ্জৎ রক্ষার উপায়। বৌমা,. আত্মরক্ষা কর ইজ্জত যায় !" এই বলিয়া নিজবক্ষে ছুরি মারিয়া ভূতলে পড়িয়া "নারায়ণ নারায়ণ "বলিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল। স্ত্রীলোকটীর মৃত্যু হইল দেখিয়া দস্যুগণ পুত্র বধুর উপর অত্যাচার করিতে প্রয়াস পাইল। পুত্রবধু মনে মনে দুঃখ করিল এবং ভগবানকে জানাইল, "হায়, আজ আমি স্বামী হারা,আর আমার সাধ্য কি দস্যুর হাত থেকে রক্ষা পাই ! যে স্বামী আমার ইজ্জৎ রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছে, সেই ইজ্জৎ রক্ষা করব। স্বামী ঘাতকের প্রতিহিংসা নোব।" এই বলিয়া স্বামী ঘাতকের বক্ষে ছুরি মারিল এবং "ভগবান রক্ষা কর, রক্ষা কর, হিন্দু নারীর সতীত্ব রক্ষা কর," এই বলিয়া নিজের বুকে ছোরা মারিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

ইহাদের সকলের মৃত্যু এবং রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখিয়া সকল দস্যুগণ ভয়ে পলায়ন করিল ! এইরূপ শত শত অত্যাচায় মগদস্যুদের নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি ছিল।

এদিকে কাপ্তেন মুর আরাকান রাজ্য ত্যাগ করিয়া সদল বলে চট্টগ্রামে নিজ শিবির সংস্থাপন করিল। রাজা

জোরপূর্ব্বক লুণ্ঠিত দ্রব্যের অর্দ্ধেক লইয়াছিলেন। এই দুঃখে দুঃখিত হইয়া কাপ্তেন মুর আপন শিবিরে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, "আর পরাঢীন হ'য়ে ঠাকা সহ্য হইটেছে না। নিজের জীবন বিপড পাঠারে ফেলে ডিয়ে অনাহারে অনিদ্রায় কট কষ্ট করে এই ঢন ডৌলট লইয়া আসিব আর রাজা নির্ভয়ে সুখে টাহা উপভোগ করিবেন! কেন, হামাদের কি শক্তি নাই, লোক বল নাই, এই পরাঢীনতা স্বীকার করে ঠাকার চেয়ে, রাজর বশ্যটা স্বীকার করার চেয়ে, স্বাঢীন হ'য়ে, গরিবভাবে পর্ণকুটীরে বাস করাও ভাল। যডি টাটে ও রাজার ক্ষোভ হয় বিড্রোহী মনে করেন হামার শাষ্টি ডেয় টবে হামিও প্রটিশোড নিটে কুণ্ঠিট হোবে না। যটক্ষণ পর্য্যণ্ট হামার ঢমনিটে এক বিন্দু শোণিট প্রবাহিট হোবে টটক্ষণ পর্য্যণ্ট এই অবিচারের প্রটিশোড লইবে। আরাকানের ঢংস করিব। মগের নাম পৃঠিবী ঠেকে মুছিয়া ফেলিব।" একা এই কথা ভাবিতে ভাবিতে কাপ্তেন সাহেব বিষন্নবদনে গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় উন্মাদিনীর ন্যায় শঙ্করী দেবী মগদস্যু বেশে অতি সঙ্গোপনে বন্দুক হাতে করিয়া মুর সাহেবের শিবিরে প্রবেশ করিল। মুরের কথা শেষ হওয়া মাত্র শঙ্করী সম্মুখীন হইয়া বলিল, "পার্ব্বে কি সাহেব, বাঙ্গালীর মত ভয় পাবে না ত, স্ত্রী পুত্র ফেলে পালাবে না ত!" জনৈক মগদস্যুকে বন্দুক হাতে

করিয়া তাহার সম্মুখীন হইতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মুর বলিল, "কে টুমি, মগডস্যু, সট্য বল, শটরু কি মিট্র?" এই বলিয়া মগদস্যুর প্রতি বন্দুক লক্ষ্য করিল। শঙ্করী মুর সাহেবের পদতলে পড়িয়া কাতর কণ্ঠে বলিল. প্রাণ দাতা পিতা, আমিই আপনার সেই শঙ্করী, যা'কে একদিন মগ দস্যুর হাত থেকে অপত্য স্নেহে স্নেহবান হয়ে এই অসহায় অবলাকে রক্ষা করেছিলেন; পিতা, আমিই সেই হতভাগিনী শঙ্করী। পিতা, আবার আমায় রক্ষা কর, আমার পিতাকে রক্ষা কর, আমার দেশকে দস্যুর অত্যাচার থেকে রক্ষা কর, দেশবাসীর প্রাণ রক্ষা কর, ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।"

শঙ্করীর হাত ধরিয়া উঠাইয়া মুর বলিল, 'মাটা, টুমি একি বলিটেছে, হামি স্বপ্ন ডেখিটেছে না ভূল বলিটেছে! Oh, what-a beautiful angel! Oh mother! how horrible, how horrible! একি ভয়ঙ্কর মূর্টি মাটা, টুই আজ হামায় এক নূটন শিক্ষা ডিলি, হামার ডেহে যেন এক নূটন শক্টির সঞ্চয় হইল! বল্ মাটা, টুই হামার সহায় হোবে. টোর সাহায্যে হামি টোর বাসনা পূর্ণ করবে। হামার জীবনের উড্ডেশ্যও সফল হোবে, জগডীশ্বর যেন হামায় অভয় ডিচ্ছেন।"

শঙ্করী। বাবা, প্রাণে যে কি আগুন জ্বলছে যদি তা দেখাবার হত, এই মুহুর্ত্তে সেই প্রজ্জ্বলিত হুতাশন

দিয়ে বারবানলের ন্যায় এই আরাকান রাজ্য জ্বালিয়ে দিতুম, পুড়ে ছাই হয়ে যেত, মুষ্টিমেয় ভস্ম ভিন্ন আর কিছুই রাখতেম না, মগের নাম অতল জলে ডুবিয়ে দিতুম কিন্তু আমি তা পারলুম না! তাই দয়ার ভিখারী আমি আজ তোমার করুণার দ্বারে ছুটে এসেছি, আমায় রক্ষা কর, আমার দেশকে রক্ষা কর।

মুর। মাটা, হামি যে টোমাদের শটরু!

শঙ্করী। যে জাতি স্ত্রী জাতির সম্মান জানে সেই জাতি শত্রুই হউক আর মিত্রই হউক আশ্রিতকে কখনও নিরাশ্রয় করে না এই বিশ্বাস আমার আছে। যদি তা না থাকত তবে এই বিপদ সঙ্কুল মাঝে এমনি করে ঝাঁপিয়ে পড়তুম না। যাক্ সে কথা, তুমি শত্রুই হও আর মিত্রই হও আমি তোমার আশ্রিত যা খুসী করতে পার। যাঁ'কে পিতা বলে সম্বোধন করেছি, সে যদি শত্রু হয় তাতেও দুঃখ নাই। আমি আর শত্রুর ভয় রাখি না। আমি চাই আমার কর্ত্তব্যপালন, দেশরক্ষা, প্রতিহিংসার অবসান।

মুর। উট্টম টবে আমার উপর টোমার এটটুর বিশোয়াস্ ঠাকে টবে টুমি নিঃসণ্ডেহে আমার আশ্রয়ে ঠাকিটে পারিবে।

শঙ্করী। বাবা ক্ষমা করবেন, গাছতলায় বাস করলেও আশ্রয় পাওয়া যায়, কিন্তু—

মুর। ভাল, এই গাছই টোমায় ছায়া ডিবে উট্টাপ রক্ষা করবে, মাটা।

শঙ্করী। রক্ষা করবে!

মুর। পার্টুগীজ মিঠ্যা জানে না। অশ্রিটকে নিরাশ্রয় করে না, টারা টাডের ডিউটী জানে।

"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন "বলিয়া শঙ্করী স্বস্থানে প্রস্থান করিল এবং বলিয়া গেল, "আবার সময়ান্তরে দেখা হ'বে।" কাপ্তেন মুর ও শঙ্করীর সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে স্থির করিল যে, মোগলের সহিত মিত্রতা করাই তাহার প্রধান কর্ত্তব্য। এই স্থির করিয়া তিনি বিশ্রামাগারে প্রস্থান করিলেন এবং মোগলের সহিত মিত্রতা করা সম্বন্ধে সঙ্গিগণের সহিত মন্ত্রণা করিলেন।

বুজ্জুর্গ উম্মেদ খাঁ নিজ শিবিরে বসিয়া যুদ্ধে পরাজয়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিল," খোদা! তুমি অতি বৃহৎ, আবার অতি ক্ষুদ্র, এত বড় দুনিয়াটা তোমার আবার এই দুনিয়ার কীটাণুকীটেও তোমার বাস! তুমি যে কত বড় আবার কত ছোট তা তুমিই জান! তোমাকে জানতে আর কেও পারে না, পারে নাই ও পারবেও না! তোমার ইচ্ছায়ই এই দুনিয়া চল্‌ছে। আমার কার্য্যেও আমার হাত নাই, তুমিই করাচ্ছ, তাই কচ্ছি। জয় পরাজয়ও তোমার, আমার নয়। খোদা, কি

অপরাধে আজ আমার এই দুর্গতি হল! অসংখ্য নওয়ারা ধ্বংস হয়ে গেল, মোগল সেনাবাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পালিয়ে গেল, আমি একা, এই অপরিচিত দেশে প্রাণের দায়ে পালিয়েছি, আবার তোমার দয়ায় বাংলায় মোগল শক্তির দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ রঘুরাম আর হাসেন আলীর সাহায্য পেয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছি, জানি না খোদা, তোমার আবার এ কোন্ লীলা! প্রভো, এ কলঙ্ক কালিমা-মাথা মুখ কেমন করে রাজধানীতে দেখাব!" বিষন্ন মনে সাহজাদা এই কথা ভাবিতেছিলেন। শঙ্করী দেবী প্রথমতঃ মগ শিবির হইতে পলায়ন পূর্ব্বক কাপ্তেন মুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেই রাত্রেই মোগল শিবিরে সাহাজাদার নিকট উপস্থিত হইল। উদ্দেশ্য, প্রাণ ভয়ে পলায়ন করা নহে—গুপ্তচর হয়ে মগের সর্ব্বনাশ সাধন করা এবং গুপ্ত রহস্য প্রচার করা। তাই অতি সন্তর্পণে শঙ্করী ডাকিল, "সাহজাদা, সাহজাদা!"

মগদস্যু দেখিয়া বুজুর্গ তরবারি দ্বারা শঙ্করীকে আক্রমণ করিল। শঙ্করীও তরবারিদ্বারা আত্মরক্ষা করিতে লাগিল এবং যুদ্ধ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "সাজ সজ্জায় মগদস্যু কিন্তু কার্য্যতঃ বাঙ্গালী—নারী! তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া বুজুর্গ সবিস্ময়ে বলিল, "বাঙ্গালী নারী তুমি!"

শঙ্করী। সে কি সাহজাদা যুদ্ধ করুন, ভয় করবেন না।

বুজুর্গ। শত্রুই হউক, আর মিত্রই হউক, নারীর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত মোগলের ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। নারী, তোমার অভিপ্রায় কি বল ?

শ। সাহজাদা, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থী।

বু। তুমি কে আগে সত্য পরিচয় দাও ?

শ। সাহজাদা, আমি মগ দস্যুর বন্দিনী। পাপাত্মা বীরবন আমার ধর্ম্মনষ্ট করতে উদ্যত, :আমি সেই ভয়ে ছদ্মবেশে পালিয়ে এসেছি। সত্যই সাহজাদা আমি বাঙ্গালী নারী।

বু। আমি তোমাকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য কি স্পষ্ট বল ?

শ। সাহাজাদা, প্রতিহিংসা ! যে মগদস্যু আমার সর্ব্বনাশ সাধন করেছে, আমার দেশ ছারখার করেছে, আমাদের ভিটে বাড়ী শ্মশানে পরিণত করেছে সেই নরপিশাচদের ধ্বংসই আমার উদ্দেশ্য। সাহজাদা, রক্ষা কর, চিরদিন এই বঙ্গবাসী মোগলের নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকবে যশোগান বাংলায় আরতি গীত হবে, ইতিহাসে মোগলের অক্ষয়কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকবে।

বু। শঙ্করীর কথায় উত্তেজিত হইয়া বুজুর্গ বলিতে লাগিল, "খোদা, তোমার রাজ্যে কি পাপের বিচার নাই ! কি অমানুষিক অত্যাচার ! খোদা, দয়া করে আর

একবার তোমার তেজঃপুঞ্জময় জ্যোতির একটি রশ্মি আমার দেহে ফুটিয়ে দিয়ে ভীমশক্তি সঞ্চয় করে দাও প্রভো! মা, তোমার কোন ভয় নাই। আমার ঘরে আপনার ঘরের ন্যায় বাস কর। আমি বেঁচে থাকতে তোমার কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না, স্থির জেনো। আর জানবে, তুমিই আমার মা, শক্তিরূপিনী মা! তোমার ঐ শক্তির তেজে আজ মগ ধ্বংস করে' বাংলায় শান্তি স্থাপন করব। বোধ হয় তুমি শুনে থাকবে গত যুদ্ধে আমরা পরাজিত, তাই রাজধানী যেয়ে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করব ইচ্ছা ছিল কিন্তু—"সাহজাদার কথায় বাধা দিয়া শঙ্করী বলিতে লাগিল, "তা জানি সাহজাদা। যা হবার হয়েছে, বৃথা দুঃখ করলে কোন ফল নাই। তবে শোন, আমি মগদস্যুর গুপ্ত রহস্য সবই জেনেছি। প্রতিহিংসা নেবার এই সুযোগ, তাই আপনাকে বলতে এসেছি। এই কার্য্য একা বাঙ্গালী দ্বারা হবে না। মোগল শক্তির সাহায্য ভিন্ন মগ দমন অসম্ভব। কাপ্তেন মুরকে সর্ব্বাগ্রে আপনাদের বশে আনয়ন করুন, তা'র সহিত সন্ধি করুন।"

বিস্ময়ের সহিত বুজুর্গ বলিল, "সে কি সম্ভব, মা!"

শঙ্করী। সাহজাদা, এই অসম্ভবকেও আজ ভগবানের দয়ায় সম্ভবে পরিণত করেছি!

এই বলিয়া শঙ্করী দেবী পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা সাহজাদার নিকট বর্ণনা করিল। মগের ধ্বংসের গুপ্তরহস্য পথ সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিল। গভীর রাত্রি হইয়াছিল, রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই শঙ্করী দেবী সাহজাদার নিকট হইতে বিদায় লইয়া মগ শিবিরে প্রত্যাগমন করিল।

শঙ্করীর কথায় বুজুর্গ খাঁর প্রাণে আশার সঞ্চার হইয়াছিল। শঙ্করী দেবীর সাহায্যে সহজেই মগ দমন করিতে পারিবে, এই বিশ্বাস তাহার জন্মিয়াছিল। শঙ্করী দেবীর কথা উপস্থিত কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না। রঘু, হাসেন, দীনদয়াল, হুসেন খাঁ, মানোয়ার খাঁ, এবং কতিপয় মোগল সৈন্য বুজুর্গের নিকট একে একে আসিয়া সমবেত হইল এবং সেই দিবস সকলকে লইয়া বুজুর্গ ঢাকা রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রণাগারে যুদ্ধের প্রস্তাবনা স্থির করিল। মানোয়ার খাঁর ভুলেই যুদ্ধে পরাজয় হইয়াছিল একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল এবং নূতন উদ্যমে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিতে সকলেই একমত হইল। আবার নূতন করিয়া নওয়ারা তৈয়ার করিবার ব্যবস্থাও হইল।

মনোয়ার খাঁ ছয়মাসের মধ্যে একশত নওয়ারা যুদ্ধের উপযোগী তৈয়ার করিয়া দিবে এবং সাহাজাদা নিজে অধ্যক্ষরূপে জলপথে নওয়ারা চালনা করিবে স্থির হইল। রঘুরাম বলিতে লাগিল, "সাহাজাদা, একশত

নওয়ারা নিয়ে কোন দিকে আক্রমণ করবেন। পদ্মা, মেঘনা, সন্দ্বীপ, কর্ণফুলী প্রভৃতি সকল জলপথেই নওয়ারা রাখতে হবে। মগের অসংখ্য নওয়ারা নদীকূলে সর্ব্বদাই বেড়ায়। অতএব আমাদের অন্ততঃ ৫০০ শত নওয়ারা চাই। একযোগে সকল জলপথই আক্রমণ করতে হবে। তা না হলে মগের নওয়ারা আটক করতে পারা যাবে না। প্রত্যেক নওয়ারাতে একটি করিয়া কামান আর ১০০ শত বন্দুকধারী যোদ্ধা ও রাখতে হবে। আর স্থলপথে একা হুসেন খাঁর দ্বারা হবে না; আমি, হাসেন আর হুসেন খাঁ এই তিন জনেই স্থলে পথে মগের আক্রমণ প্রতীক্ষা করব।" বুজুর্গ এই পরামর্শ ই যুক্তিযুক্ত এবং কার্য্যকরী স্থির করিয়া সকলের মতামত লইল এবং সকলেই সাহজাদার মতে মত প্রকাশ করিল।

দীনদয়াল বলিলেন, "এখনও অন্ততঃ যুদ্ধের উপযোগী নওয়ারা ও সৈন্য সমাবেশ করতে অন্ততঃ ছয়মাস অপেক্ষা করতে হ'বে। ইতিমধ্যে গ্রামে মগেরা অত্যাচার নিশ্চয়ই করবে। কেন না, লুটতরাজ করাই তা'দের ব্যবসায়।"

বুজুর্গ। অনুসন্ধানে যতদূর জানা গেছে, বীরবন কিছুদিনের জন্য আরাকানে প্রত্যাবর্ত্তন করেছে। কিন্তু বহুসংখ্যক দস্যু এখনও চাটগায়ের আড্ডায় অবস্থান

কচ্ছে। তবে অত্যাচার আর ততদূর হবে না, যেহেতু টগা আর মীরসেন উভয়েই মৃত।

রঘু। কিন্তু মুরের খবর কিছু জানেন কি সাহজাদা?

বুজুর্গ। রঘু দাদা, সে বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। একদিন আমি ক্ষুণ্নমনে আপন শিবিরে বসে খোদার নাম করছিলুম সেই সময় হঠাৎ এক হিন্দুনারী মগ-দস্যু বেশে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়। আমি আত্ম-রক্ষায় তরবারি গ্রহণ করলুম, কিন্তু সে নারী, আমি লজ্জিত হলেম!

নারীর কথা শুনিয়া দীনদয়ালের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সাগ্রহে সাহজাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সে নারী সাহজাদা?"

বুজুর্গ। তা'র পরিচয় ভাল পেলুম না [illegible], কিন্তু সে চায় প্রতিহিংসা—মগের ধ্বংস।

রঘু। তা হলে সে হতভাগিনী হিন্দু রমনী, নিশ্চয়ই, মগের বন্দিনী। অমানুষিক অত্যাচারে হয়ত সে নারী এতক্ষণ আত্মহত্যা করেছে!

ক্রোধে ও ক্ষোভে আত্মহারা হইয়া রঘু মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল, "কেন, আমরা কিসে ছোট? প্রাণ অপেক্ষা মান বড় নয় কি? আমাদের কুললক্ষ্মী নারী, আমাদের জননী ভগিনী, দুহিতা নারী,—তা'দের ভার, তা'দের মান ইজ্জতের ভার, আমাদের বিধিদত্ত

অধিকার ; আমরা পুরুষ প্রাণ বিনিময়েও সেই মান রক্ষা করব, কিন্তু হায়, আজ আমরা পুরুষ হয়েও কাপুরুষ ! সামান্য বনের পশুও তার সঙ্গিনী ও শাবককে বাহুর আশ্রয়ে রক্ষা করে, আমরা প্রাণের মায়ায় সেই ক্ষমতাও হারাতে বসেছি ! এই দুঃখ, এই লজ্জা, এই অপমান কি রাখবার স্থান আছে সাহজাদা !

বুজুর্গ। এ খোদার হুকুম রঘুদাদা। সে নারী আরও বলে গেল, "আপনারা কাপ্তেন মুরের সহিত সন্ধি করুন সহজেই কার্য্য উদ্ধার হবে।" সে আরও গুপ্তরহস্য প্রকাশ করে গেছে সময় অন্তরে তাহাও বলিব।

রঘু। অতি উত্তম পরামর্শ, সাহজাদা। পর্ত্তুগাল্ ফিরিঙ্গী জাতি অর্থলোভী। অর্থের প্রলোভনে তাহারা বশ্যতা স্বীকার নিশ্চয়ই করবে। কিন্তু খাল কেটে কুমীর আনা আমার মত নয়, কি জানি, কখন গ্রাস করে ফেলবে !

বু। সে ভয় করো না রঘু দাদা, মোগল জাতি বাঙ্গালী নয়—মোগল ! সে নারী আমাদিগকে সাহায্য করবে এবং মুরও আমাদের পক্ষাবলম্বন করবে নিশ্চয় জেনো। আজই আমি মুরের নিকট দূত পাঠাব। খোদার হুকুমে আমরা আবার নূতন উদ্যমে যুদ্ধযাত্রা করব।

যুদ্ধের মন্ত্রণা স্থির হইলে পর, সকলেই স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল এবং এই ছয় মাসের মধ্যে প্রাণ পাত করিয়া সকলেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এদিকে আরাকানের রাজসভায় বীরবন প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া যুদ্ধের আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল এবং কাপ্তেন মুর আর তাহাদের রাজ্যে বাস করবে না এবং যুদ্ধেও সাহায্য করবে না যেহেতু সেদিনকার বণ্টন তাহার মনোমত হয় নাই, এই চিঠিই তার প্রমাণ। এই বলিয়া কাপ্তেন মুরের পত্রখানা রাজার হস্তে প্রদান করিল। পত্র পাঠ করিয়া রাজা বীরবনকে আদেশ করিলেন, "তুমি এই মুহূর্ত্তেই কাপ্তেন মুরের নিকট যাও, সন্ধি কর। মুরের সাহায্য ভিন্ন যুদ্ধে জয় লাভ অসম্ভব। এবার মোগল শত্রু প্রবল বেগে আমাদের আক্রমণ করবে সন্দেহ নাই, কারণ গত যুদ্ধে তা'দের পরাজয় হয়েছে। আমার মনে হয় কাপ্তেন মুর মোগলের পক্ষ অবলম্বন করবে।"

বীরবন। মহারাজ, মুরের বিষয় তত ভাবি না। ভাবি সেই বাঙ্গালী বীরদ্বয় রঘুরাম আর হাসেন আলী, য'াদের হাতে টগা সাহেব ও মীরসেনের মৃত্যু হয়েছে। শুনেছি তা'দের বিক্রম অতি ভয়ঙ্কর, সাহস ততোধিক অদ্ভুত এবং যুদ্ধের সময় তা'রা যেন দৈববলে বলীয়ান্

হয়। মহারাজ, বাঙ্গালী এমন শক্তি রাখে তা এত দিন স্বপ্নেও ভাবি নাই!

রাজা। নুরকে অর্থে বশীভূত কর। প্রবলবেগে বাংলার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়, আরাকান রক্ষা কর, আমি আর কিছুই চাই না। যতদিন মোগলকে পরাস্ত করতে না পারবে ততদিন আরাকান নিষ্কণ্টক হবে না।

মহারাজের আদেশ অনুসারে বীরবল কাপ্তেন নুরকে বশীভূত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও সমস্তই বিফল হইয়াছিল।

চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী নির্জ্জন স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দীনদয়াল, হাসেন, হীরামী, রঘুরাম ও তাহার পরিবারবর্গ বাস করিতেছিল; কারণ পূর্ব্ব বাসস্থান মগেরা অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে এই আশঙ্কায় এই গুপ্ত স্থানে বাস করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে ছিল।

এবার যদি মগের ধ্বংস করিতে অক্ষম হয় তবে যে অত্যাচার যে অবিচার আজ দেশবাসী ভোগ করিতেছে কাল তার চেয়ে সহস্র গুণ অত্যাচার অবিচার ভোগ করিতে হইবে। তখন মগের হুকুমে চলিতে হইবে। বাংলা তখন আর বাঙ্গালীর থাকিবে না—মগের মুলুক হইবে! মগ খাইতে দিবে তবে খাইবে, মগ পরিতে দিবে তবে পরিবে, মগের মত দস্যুবৃত্তি করিতে হইবে—মগের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইবে!

গুরুজী বলিতে লাগিলেন, "বাবা রঘু, হৃদয় সবল কর। জাননা, ভগবানের কৃপায় আমরা জগতের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ শক্তি পেয়েছি! জাননা, সে মোগল শক্তি ভগবানের প্রেরিত! তুমি মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত, এ যে মায়ের কাজ রঘু!"

রঘু। গুরুজী, বুঝি সব, কিন্তু এক এক সময় একটা দুর্ব্বলতার অসার বোঝা মাথায় এসে পড়ে, মাথাটা যেন চৌচিড় হয়ে যায়, বুকটা যেন ভেঙ্গে যায়! মগের ধ্বংস করতে পারব এই বিশ্বাস আমার আছে। মগের হাত থেকে রক্ষা পাব সন্দেহ নাই, কারণ এত পাপের বোঝা মা বসুমতী আর কতদিন বইবেন। কিন্তু তবু ত আমরা পরাধীন! গুরুজী, বাংলার এ পরাধীনতা কি ঘুচিবে না!

দীনদয়াল রঘুরামের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন, "বৃথা আক্ষেপ রঘু। ভগবানের রাজ্যে তাঁ'র অধীন ছাড়া মানুষের অধীন কেহ নয়। নিয়তির পথ ছাড়া কেউ চল্‌তে পারে না। আমরা দুর্ব্বল ধরা দিয়েছি তাই ধরা পড়েছি, পরের দাসত্ব কচ্ছি! যদি আমরা আমাদের স্বার্থ ত্যাগ করতুম, হিংসা দ্বেষ না করে পরস্পর একতাসূত্রে আবদ্ধ থাকতুম, সকলে একমত নিয়ে দেশ রক্ষা করতুম, সকল শক্তি যদি একই কার্য্যে প্রয়োগ করতুম, তবে বাংলার সিংহাসন বাঙ্গালীরই থাকত! রঘু, আর বৃথা চিন্তা করো না, কর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হও।" গুরুজীর কথায় মর্ম্মবেদনা পাইয়া রঘু মনে মনে ভগবানকে জানাইল, "ভগবান, ভাঙ্গা গড়া তোমারই হাতে, তুমি কখনও গড়ছ, কখনও ভাঙ্গছ! কিন্তু বাঙ্গালীর কপাল যখন ভেঙ্গেছ আর কি তা গড়বে না, এমনি করে বাংলার ভাঙ্গা কপাল নিয়ে কত যুগ—

কত যুগ কাটবে তুমিই জান প্রভো! আমরাও মানুষ, পাঠানও মানুষ আর নিষ্ঠুর অত্যাচারী অসভ্য মগ জাতি তা'রা ও আজ মানুষ বলে পরিচিত! হায় রে বাঙ্গালী, কেবল তুমিই মনুষ্যত্ব হারিয়েছ!" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে গুরুজীকে সঙ্গে করিয়া বিজয়ার নিকট আসিল এবং নবাবের দরবারের বিষয় মায়ের নিকট বর্ণনা করিয়া বলিল, "মা, মোগল মগদমনে আমাদের সাহায্য করবেন সত্য, এ যুদ্ধে তা'দেরও যে সম্পূর্ণ স্বার্থ আছে মা!"

বিজয়া রঘুর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া প্রবোধ বাক্যে বলিলেন, "আজ না হয় কাল, একদিন না একদিন এ বাঙ্গালী বুঝবে পরাধীন জীবন কি বিষময়। যেদিন বাঙ্গালীর ঘুম ভাঙ্গবে সে দিন স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করবে, আত্মোৎসর্গ করবে। তুমি আমি জাগলে হবে না রঘু, সমগ্র বাঙ্গালীকে জাগাতে হবে তবে বাঙ্গালী আবার বাংলা পাবে নতুবা আজও পরাধীন কালও পরাধীন!"

রঘু। মা, আমি তাই ভাবছিলুম, মগের কি ধ্বংস হবে না!

অনেক কথোপকথনের পর সকলেই বিশ্রাম করিতে লাগিল এবং আগামী যুদ্ধের জন্য সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত রহিল।

শঙ্করী দেবী সাহজাদার নিকট বিদায় লইয়া মগ দস্যুবেশে সেই রাত্রেই মগের শিবিরে উপস্থিত হইল। রাত্রি আর বেশী নাই, নিদ্রাও আর হইল না, বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল প্রতিহিংসায় প্রাণ জ্বলিয়া পুড়িয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ কন্যার এত অপমান, এতদূর কঠোর শাস্তি ! ভগবান, তোমার রাজ্যে কি বিচার নাই, দেশবাসী বাঙ্গালী, তোমাদের চোখের সামনে তোমাদের ভগিনীর, মায়ের, আপন স্ত্রীর অপমান করে' দস্যুগণ হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায় ; আর তোমরা ভীরু, কাপুরুষ, অম্লানবদনে দাঁড়াইয়া দেখিতেছ, ভয়ে পলাইয়া যাইতেছ ! মগেরা তোমাদিগকে পদদলিত করিয়া অনায়াসে চলিয়া যাইতেছে কেহ বাধা দিতেছ না, তোমাদের ধমনীতে কি শোণিত প্রবাহিত হয় না ; কি হিন্দু কি মুসলমান, তোমরা কি কেহ জাগিয়া নাই, এখনও ঘুমাইতেছ, উঠ, আর দেরী করিও না। সমগ্র বাংলার হিন্দু মুসলমান এক হ'য়ে একই উদ্দেশে মগের ধ্বংসে প্রাণপণ কর, আপনার দেশকে রক্ষা কর, ভারতের ইতিহাসে তোমাদের গৌরবের অক্ষয় কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকিবে। শঙ্করী মনে মনে ভাবিল, "এবার মগের ধ্বংস অনিবার্য্য। যুদ্ধশেষ পর্য্যন্ত এই বেশেই থাকব, মগের নওয়ারায় থেকে রণকৌশল পর্য্যবেক্ষণ করব, আর পক্ষান্তরে মোগলের সাহায্যে মগের

রণতরী বিপথে চালাব। মগকে প্রলোভন দেখাব, বিশ্বাস স্থাপন করাব, বীরবনকে হাতে রাখব, তা না হলে কার্য্য উদ্ধার সহজে হ'বে না। বীরবন, সয়তান! এবার তোর রক্তে এই ব্রাহ্মণ কন্যার হস্ত রঞ্জিত হ'বে, ঈশ্বরের আদেশ!" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করী বিছানায় পড়িয়া রহিল।

দুইজন দেশদ্রোহী মুসলমান গ্রামবাসী হাসেন আলীর ভগিনী হীরানীকে অপহরণ করিবার মতলব করিতেছে। প্রথম ব্যক্তি বলিল, "তুই তাকে সাদি করবি?" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "তুমি কি মেহেরবানী করবে দাদা, যদি পার, তবে তোমায় আর কি দোয়া করব তুমি লক্ষ বেটার বাপ হও!"

১। দূর, আমার আবার বেটা কিরে! আমি কি আর সাদি করেছি?

২য়। ও যাঃ, মূলেই ভুল! তা যাক্, সাদি না করলে কি আর বেটা হয় না? কেন, সেই যে মিঞাজানের বেটীর সাতটা বেটা হয়েছে, ইয়াসিনের নয়টা বেটা, দশটা বেটী পয়দা হয়েছে, সে শালা ত এজন্মেও সাদি করলে না, আর জন্মে করেছিল কি না তাও জানি না; এত কথায় কাজ কি, হিন্দুদের ভিতরে খুঁজলেও এরূপ অনেক আছে। কালীতারা বষ্টুমীর ত কোন পুরুষেও

সাদি হয় নাই, কিন্তু নয় ছেলের মা! বেটী যেন বছর বিওনী! হয় না কি রে শালা?

১ম। তোর তা হলে সাদি করার ইচ্ছে আছে। যদি মগের সঙ্গে যোগ দিতে পারিস, আর প্রলোভন দেখিয়ে রঘুরামের বাড়ী লুট করাতে পারিস্—

প্রথম ব্যক্তির কথার বাধা দিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিতে লাগিল, "তোর আমার কি?"

১ম। তুই আর আমি তা'দের দলে মিশে যাব, আমরা ত আর টাকা কড়ি লুট করতে যাব না; মগেরা টাকা পয়সা লুটবে আর আমরা দুইভায়ে ঐ হীরানীকে নিয়ে প-এ আকার দোব!

উভয়ে এরূপ কল্পনা জল্পনা করিতে ছিল এমন সময় কতিপয় মগদস্যু কয়েকজন দেশদ্রোহী হিন্দু গ্রামবাসী সঙ্গে করিয়া ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল। হিন্দুদিগের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রামবাসী দের ধনরত্ন অপহরণ মানসে পথ চলিতে ছিল। প্রথম হিন্দু বলিল, "মহাশয়, আপনাদের উপকারের জন্য আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত।" দ্বিতীয় হিন্দু বলিল, আজ্ঞে, অন্ততঃ ৪। ৫ কলসী টাকা আর মোহর আছে।" দস্যুগণ বলিল, "দেখো, যদি মাল সহ ধরিয়ে দিতে না পার তবে তোমাদের প্রাণ নিয়ে আর ফিরে যেতে হবে না।"

দেশদ্রোহী মুসলমান দুইজন এই কথা শুনিয়া "জয় আরাকান মহারাজের জয়, জয় মগের জয়" বলিয়া সেলাম পূর্ব্বক প্রকাশ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। দস্যুগণ বলিল "কে তোমরা, কি চাও?" মুসলমানদ্বয় বলিল, "হুজুর, হাসেন আর রঘু শালা আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে, আমাদের বাঁচাও, আমরা হুজুরের গোলাম হয়ে থাকব, আমরা চাই প্রতিহিংসা।"

দস্যুগণ বলিল "বেশ, তাই হবে, আমাদের সঙ্গে চল।" এই বলিয়া সকলকে সঙ্গে করিয়া প্রথমত সেই টাকা ও মোহরের কলসী অপহরণ করিতে অগ্রসর হইল।

নবাব শায়েস্তা খাঁ দেশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য সময় সময় ছদ্মবেশে এগ্রাম সে গ্রাম ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেন। আজ রঘুরাম কথিত একটি ধ্বংসাবশেষ পল্লী পরিদর্শন করিবার জন্য অন্ধকার রাত্রিতে বন্দুক হস্তে স্বয়ং শায়েস্তা খাঁ ছদ্মবেশে বহির্গত হইয়াছেন। মগেরা এই গ্রাম খানি পোড়াইয়া দিয়াছিল, কতশত নরনারীর প্রাণসংহার করিয়াছিল আর কত ধনরাশী দস্যুর হস্তগত হইয়াছিল তার ইয়ত্তা নাই! হায়রে, একদিন এই গ্রাম খানি ধনে জনে ইন্দ্রপুরী ছিল, অজ ভস্মে পরিণত! ভগবান, তুমিই পাপপুণ্যের বিচার কর্ত্তা। এই ঘোরঅন্ধকার রজনীতে শায়েস্তা খাঁ একাকী প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন

তোমারই আদেশে প্রভো। তোমারি আদেশে, তোমারি দয়াতে আজ এই বিদেশী মোগল সহস্র সহস্র মগদস্যুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে, দেশ রক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছে। শায়েস্তা খাঁ কেবল প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ, মগের ধ্বংস আর বাংলায় শান্তি স্থাপন প্রয়াসী।

নির্জ্জন স্থানে লোকের পদ শব্দ শুনিয়া শায়েস্তা খাঁ অন্তরালে দাঁড়াইয়া লোকের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। চারিজন গ্রাম বাসী হিন্দু কলসী বোঝাই টাকা ও মোহর মাথায় করিয়া এবং হাতে কোদালী লইয়া অতি সন্তর্পণে এই গ্রামের এক পার্শ্বে গর্ত্ত করিয়া এই সম্পত্তি লুকাইয়া রাখিতেছিল। মগদস্যুরা কখন তা'দের উপর লুটতরাজ করিবে এই ভয়ে এই গুপ্তস্থানে ধন রত্ন লুকাইয়া রাখিতেছিল। এই ভাবে প্রায় সকল গ্রামেই সকলেই নিজ নিজ অর্থ লুকাইয়া রাখিত। গ্রামবাসীগণ টাকা গর্ত্তে লুকাইয়া রাখিতেছিল শায়েস্তা খাঁ তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। ইত্যবসরে পূর্ব্ব কথিত দেশদ্রোহী কতিপয় গ্রামবাসী কয়েকজন মগ দস্যু সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইল এবং বলিল, "ঐ দেখ মশায়, শালারা এখানে টাকার কলসী লুকিয়ে রাখতে এসেছে, শীগ্‌গীর ধর।" এই কথা বলিবা মাত্র দস্যুগণ যেমন তাহাদিগকে ধরিতে গেল, অন্তরাল হইতে শায়েস্তা খাঁ অমনি গুলী

করিলেন। গুলীর আঘাতে একজন দস্যু আহত হইলে শায়েস্তা খাঁ গ্রামবাসীদিগকে বলিলেন "দস্যুদিগকে ধর !" এই বলিয়া তিনি পুনরায় বন্দুক লক্ষ্য করিলেন এবং গ্রামবাসীগণ দেশদ্রোহী দিগকে ধরিয়া ফেলিল। তখন শায়েস্তা খাঁ তাহাদের প্রতি বন্দুক লক্ষ্য করিয়া বলি-লেন "নরপিশাচ বাঙ্গালী কুলের কুলাঙ্গার, এই বুঝি তোদের ধর্ম্ম, এই বুঝি তোদের দেশ রক্ষার গুপ্ত রহস্য; স্বার্থ পর দেশদ্রোহী তোদের পাপেই আজ বাংলার এই এই দুর্গতি ! আগে তোদের সর্ব্বনাশ করাই দেশের মঙ্গল, তোরা বেঁচে থাকলে বাংলা শ্মশানে পরিণত হবে বঙ্গভূমি ছারখার হবে, একটা পাপ দিয়ে আর একটা পাপের উচ্ছেদ হয় না। তোরাই বাংলার কণ্টক, এই কণ্টক উপড়ে না ফেললে, বাংলা উদ্ধারের পথ পরিষ্কার হবে না; আয় আগে তোদেরই সর্ব্বনাশ করি" এই বলিয়া শায়েস্তা খাঁ যেমন বন্দুক ছুড়িতে গেলেন অমনি দেশ-দ্রোহীগণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল এবং বলিল, "দোহাই, আপনার, আমাদিগকে ছেড়ে দিন, আর কখনও এমন কাজ করব না, এখন থেকে আপনারই গোলাম হ'য়ে থাকব।" শায়েস্তা খাঁ ঘৃণাব্যঞ্জক হাস্যরবে বলিলেন, "আমার গোলাম হ'বে ! হাঁঃ হাঁঃ হাঁঃ, নরকের কীট, এখনও ছলনা ! জানিস নরাধম, আমি মোগল, বাঙ্গালী নই ! ঐ তোদের চোখের চাওনী বলছে তোরা ভণ্ড,

অবিশ্বাসী, তোদের মুখের দৃশ্যপটে স্পষ্ট অঙ্কিত রয়েছে—তোরা দেশদ্রোহী! তোদেরকে বিশ্বাস আর না, সয়তান, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ!" দেশদ্রোহীগণ প্রাণ ভয়ে বলিতে লাগিল, "দয়া করুন, দয়া করুন, আমাদের প্রাণ ভিক্ষা দিন!" বিকট রবে শায়েস্তা খাঁ বলিলেন, "প্রাণ ভিক্ষা! এই প্রাণের এত মমতা, দেশদ্রোহী, জান না, দেশের কি সর্ব্বনাশ করেছ? ভ্রাতার, ভগিনীর মায়ের এমন কি আপনার কন্যার ও স্ত্রীর কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে, তা কি দেখছ না? চোখ কি নাই, প্রাণ কি নাই. একবার কাঁদেও না! যে মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করতে জানে না, আপনার মাতাকে স্ত্রীকে ভগ্নীকে রক্ষা করতে পারে না পরন্তু তা'দের সর্ব্বনাশ সাধন করে সেই প্রাণের এত মমতা! ধিক্, তোদের সেই প্রাণে, ধিক্ তোদের সেই অর্থে, তোদের পাপেই আজ সোণার বাংলা ধূলায় ধূসরিত! আরে নরপিশাচ মগদস্যু! তোরাও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ। হারমাদি আর কতদিন করবি? মনে করেছ, এমনি করেই লুটতরাজ করবে, যা খুসী তাই করবে, তা পারবে না। (উর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ভগবান আছেন! এখনও বাংলা রক্ষা করবার মানুষ আছে, সেই মানুষ বাঙ্গালী নয়—মোগল! বাঙ্গালীর হাতে পরিত্রাণ পেতে পারিস্ কিন্তু দুষ্ট দমনের জন্য ভগবান মোগল জাতিকে বাংলায় পাঠিয়েছেন। সাবধান,

সোজা হ'য়ে দাঁড়া, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ," এই বলিয়া একে একে মগদস্যুদিগকে এবং দেশদ্রোহীদিগকে বধ করিয়া গ্রামবাসীদিগকে অভয় দিলে তাহারা আপন আপন অর্থ লইয়া যথাস্থানে গমন করিল এবং ভগবানের নিকট শায়েস্তা খাঁর মঙ্গল প্রার্থনা করিল। এইরূপে সায়েস্তা খাঁ কিছুদিন দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

১১

আজ প্রায় ছয় মাস অতীত হইতে চলিল, যুদ্ধের আয়োজন যতদূর সম্ভব রঘুরাম, মনোয়ার খাঁ প্রভৃতি সকলেই প্রাণপণে করিয়াছিল। এই ছয়মাসের মধ্যেই একে একে সকলে নবাব শায়েস্তা খাঁর সৈন্য বিভাগে যোগদান করিল। নওয়ারা প্রায় ৫০০ শত নূতন করিয়া তৈয়ার করা হইয়াছিল। আজ রঘুরাম ও হাসেন আলী আপন আপন সৈন্যগণ সঙ্গে করিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিতেছে। যুদ্ধ যাত্রার দৃশ্য দেখিলে মনে হয় এই যুদ্ধে মগের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কালী মন্দিরের সম্মুখে রঘুরামের হিন্দু মুসলমান সৈন্যগণ সজ্জিত অশ্বসহ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, হাসেনআলী অশ্বের লাগাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দীনদয়াল কালী পূজায় নিযুক্ত। শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, রঘুরামকে যুদ্ধসজ্জা পরাইবার মানসে বিজয়া ও বীণা পাগড়ী ও তরবারি হাতে লইয়া এবং অন্যান্য পুরস্ত্রীগণ মালা ও বরণ ডালা হাতে করিয়া মঙ্গল গীত গাহিতে গাহিতে মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। দীনদয়াল রঘুর ললাটে বিজয়চিহ্নস্বরূপ মায়ের খাঁড়ার সিন্দুরের ফোঁটা পরাইয়া দিলেন, "শত্রু সংহার কর, অক্ষয় অমর হও, কর্ত্তব্য সাধনে জয়ী হও" বলিয়া

মগের মূলুক

আশীর্ব্বাদ করিলে পর রঘুরাম গুরুজীর পদধূলী মাথায় লইল। বিজয়া রঘুর মস্তকে পাগড়ী পরাইয়া দিলেন এবং হাতে তরবারি প্রদান করিয়া বলিলেন, "বাবা, জন্মিলে মরিতে হয়, মৃত্যু ভয় করো না। পূর্ব্বস্মৃতি বিস্মৃত হইও না। তুমি প্রতাপশালী জমিদারের পুত্র, বিধি বিড়ম্বনায় আজ আমরা পথের কাঙ্গাল, কাঙ্গালের ঠাকুরকে ডাকবে, তিনি তোমায় রক্ষা করবেন। যুদ্ধপণ বিস্মৃত হ'ও না—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন; পৃষ্ঠ প্রদর্শন যেন করো না, আশীর্ব্বাদ করি অক্ষয় অমর হও, নিরাপদে যুদ্ধজয়ী হও।" "মা, সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা করো" বলিয়া রঘুরাম মায়ের পদধূলী মস্তকে লইল। বিজয়া পুনরায় বলিলেন, "শোন রঘু, এই আলু-লায়িত কেশরাশি শত্রুর রক্তে রঞ্জিত হ'বে, সেই রক্ত তুমি আনবে। যতদিন না সেই রক্তমাখা হস্তে আমার কেশরঞ্জিত করতে পারবে, ততদিন এই মায়ের মন্দিরে অনাহার অনিদ্রাকে আশ্রয় করে মায়ের ধ্যানে মন প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে এই মায়ের মন্দিরেই আমার সমাধি মন্দিরে পরিণত করব! আমার পরিণাম এখন তোমার হাতে।"

রঘু। মাগো, এদেহ যা হতে পেয়েছি, এদেহ যাতে গঠিত, এদেহ যাঁহার দ্বারা লালিত পালিত সে মা ত তুমিই মা। তোমার সন্তান কি এতই হীন! তবে তুমি রঘুর মা হয়েছিলে কেন? তোমার কার্য্যে এদেহ উৎসর্গ

করতে পারব্ এমন ভাগ্য কি আমার হবে মা! বল মা, এমন দিন আমার হবে? তোমার আশীর্ব্বাদীয় চরণ স্পর্শে আমার আর কোন ভয় নাই, শক্তি যেন সহস্র গুণ বেড়ে গেছে! তুমি নিশ্চিন্ত প্রাণে মায়ের ধ্যানে মন প্রাণ ঢেলে দাও, মায়ের আশীর্ব্বাদে তোমার বাসনা পূর্ণ হবে। তবে আসি মা, সন্তানকে বিদায় দাও?

এই বলিয়া রঘু মায়ের পদধূলি পুনঃ মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক মনে মনে ভাবিল, "আহা, মা নাম কি মধুর নাম! ভাইরে, মা যার নাই সংসারে তার বুঝি কেউ নাই! ধন্য মা, তুমি রঘুর মা, এ আমার বড় গৌরব বড় শান্তি। এমন মা ক'জনার হয়!" এই বলিয়া মায়ের চরণ লক্ষ্য করিতে করিতে কোটি কোটি নমস্কার পূর্ব্বক অশ্বারোহণ করিল।

হাসেন আলী গুরুজীর ও বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বলিল, "দেশের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করতে যেন পশ্চাৎপদ না হই।" দীনদয়াল হাসেন আলীর ললাট সিঁদুরের ফোঁটা দিলেন এবং বলিলেন, "ভগবৎকৃপায় তোমরা জয়ী হও।" বিজয়ার পদধূলী গ্রহণ করিয়া হাসেন আলী বলিল, "মা, হীরানী থাকল, দেখো, আর ত আমার কেউ নাই মা!"

হাসেনআলীর মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া বিজয়া বলিল, "বাবা, আমার দু'টী ছেলে—একটি রঘু আর

একটি তুমি। যাও বৎস, দু'ভায়ে নিরাপদে যুদ্ধ জয়ী হও।" এই বলিয়া হাসেনআলীর মাথায় পাগড়ী পরাইয়া দিলেন। সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "জয় মাতাজীর জয়, জয় হিন্দু মুসলমানের জয়, জয় বাংলার জয়!"

রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, রঘুরাম ও হাসেন আলী অশ্বপৃষ্ঠে এবং অন্যান্য হিন্দু মুসলমান সৈন্যগণ সকলেই যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল. রঘু ও হাসেন আলীর গলায় পুরস্ত্রীগণ মালা পরাইয়া দিল, স্বর্গ হইতে যেন পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, মনে হইল অসুরনাশিনী রণরঙ্গিনী মা আমাদের স্বয়ং যুদ্ধ চালনা করিতেছেন। রঘু ও হাসেনআলী ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া মায়ের চরণ লক্ষ্য করিতে করিতে যুদ্ধ যাত্রা করিল। যুদ্ধযাত্রার অপূর্ব্ব শোভা দেখিলে মনে হয় এই যুদ্ধ জয় দেবতার আশীর্ব্বাদ ও ধ্রুব। সকলেই হাস্য মুখে ও উল্লাস প্রাণে যুদ্ধ যাত্রা করিলে পর হীরানী বড়ই দুঃখের সহিত বিজয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তোমার দু'টী ছেলে, দু'টীকেই যুদ্ধে পাঠিয়ে দিলে, আমাদের দেখবে কে মা?" সরল প্রাণ বালিকার কথায় বিজয়ার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল এবং বলিলেন, "কেন, এতদিন যিনি দেখেছেন, তিনিই দেখবেন, ভয় কি মা, ভগবান আছেন।" এইরূপ প্রবোধ দিয়া বিজয়া

কালীর পূজায় মন প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। বীনাপাণি মায়ের পূজার সমস্ত যোগাড় করিয়া দিতে লাগিল। দীনদয়াল মায়ের মন্দিরের প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন।

এদিকে কাপ্তেন মুর আরাকান রাজ্য ও মগের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া সদলবলে বিক্রমপুর ফিরিঙ্গী বাজারে অবস্থান করিতেছিল। আশা, মোগলের পক্ষ অবলম্বন করা। মোগলের পক্ষ অবলম্বন করিলে তাহাদের অনেক কার্য্যসিদ্ধি হবে, সামান্য মগের বশ্যতা স্বীকার করা অপেক্ষা মোগলের সঙ্গে সন্ধি করা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ। যে মগদস্যু তাহাদের বঞ্চনা করিয়াছে, অপমান করিয়াছে, তাহাদের ধ্বংস করা কাপ্তেন মুরের প্রধান কর্ত্তব্য। এই ফিরিঙ্গী বাজারে নবাব শায়েস্তা খাঁ তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আজ কাপ্তেন মুর এই ফিরিঙ্গী বাজারে বসিয়া মোগলের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিল, আর ভাবিতেছিল "জগডীশ্বর যডি ডয়া করেন ট'বে বভিষ্যটে একডিন এই মোগল জাটিকেও পরাষ্ট করিটে পারিবে।" বিষণ্নমনে এরূপ ভাবিতেছিল এমন সময় নবাব শায়েস্তাখাঁর সন্ধিপত্র লইয়া জনৈক মোগল দূত কাপ্তেন মুরের হাতে প্রদান করিল এবং বলিল "যদি পত্রে লিখিত প্রস্তাবে আপনি সম্মত হন তবে এখনি আমার সঙ্গে আমাদের শিবিরে চলুন।" কাপ্তেন

মুর এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সদলবলে মোগল শিবিরাভি-মুখে যাত্রা করিল। আনন্দে অধীর হইয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পুষিয়া দম্ভভরে মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিল "মগের ধ্বংস না করে, প্রতিশোধ না নিয়ে আমরা বাংলা পরিত্যাগ করব না, তারপর মোগলকে দেখব। আর বাঙ্গালী চিরদিনইত ভীরু কাপুরুষ, বাঙ্গালী জাতিকে আমরা ভয় করি না, তা'রা মিষ্টি কথায় তুষ্ট থাকে, দুটো পয়না দিলে চুপ করে থমকে দাঁড়াবে, বাঙ্গালীকে হাতের মুঠোয় রাখব, য'খন খুসী এক তুড়ীতে তাড়িয়ে দিতে পারব।"

—— ——

১২

সন্দিপ—মোগল শিবির—গভীর রাত্রি।

একাকী বুজুর্গ শিবিরে বসিয়া ভাবিতেছিল ‘দূত এখনও ফিরে এল না কেন? কাপ্তেন মুর কি তবে আমাদের পক্ষ অবলম্বন করবে না? আমরা সন্দিপ পর্য্যন্ত দখল করেছি, আর ত অগ্রসর হ’তে সাহস হচ্ছে না। রঘু ও হাসেন আলী কুমারিয়াভাঙ্গার যুদ্ধে ব্যস্ত। সেখানে জলে স্থলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হবে। এখন উপায় কি!’ এই বলিয়া হুসেন খাঁকে ডাকিলেন। হুসেন খাঁ বলিলল, “সাহাজাদা, মুর নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবে, সে বিষয় ভাববেন না। আমরা তা’কে অনেক অর্থের প্রলোভন দেখিয়েছি, সে লোভ পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গী জাতি পরিত্যাগ করতে পারবে না।”

বুজুর্গ। যদি তা না হয় হুসেন খাঁ তবে একূল ওকূল দু’কূলই যাবে, মোগলের বাংলা যাবে!

এই কথা ভাবিতেছে এমন সময় দূতসহ কাপ্তেন মুর বুজুর্গের নিকট উপস্থিত হইয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিল এবং যুদ্ধের সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করিল। বুজুর্গ বলিল “বন্ধুবর, আর যে আমরা অগ্রসর হ’তে পাচ্ছি না, মগের

রণভরী অসংখ্য, সৈন্যও অনেক মনে হয় কিন্তু কোন্‌দিক কি ভাবে আক্রমণ করব ঠিক করতে পাচ্ছি না।”

মুর। সাহাজাডা, মগ যোড্‌ঢা নয়—ডস্যু! যুড্‌ঢ বিড্যায় টারা আনাড়ী, বয় পাইবেন না। আপনার যটগুলি নওয়ারা আছে আর যট সৈন্য আছে সামান্য মগ ঢংস করটে এট আয়োজন না করলেও ক্ষটি ছিল না। বিপঠে বিভ্রমে এট টাড়াটাড়ি আক্রমণ করবেন না। কৌশলে কার্য্য উড্‌ঢার করটে হোবে। চলুন আজই আমরা কুমারিয়াভাঙ্গার ডিকে অগ্রসর হই। যেভাবে আক্রমণ করিটে হোবে টার ব্যবষ্ঠা হামি ঠিক করিয়া ডিতে পারিবে।

বুজুর্গ। রঘু, হাসেনআলী আর মনোয়ার খাঁ সেখানে মগের বাধা দিবে।

মুর। ভুল করেছেন সাহাজাডা। সে যুড্‌ঢের অনেক রহস্য আছে। হামরা সে রহস্য ভেড করিবে, নচেট্‌ যুড্‌ঢের পরিণাম অশুভ হো’বে।

বুজুর্গ ও কাপ্তেন মুর সসৈন্যে কুমারিয়াভাঙ্গার দিকে অগ্রসর হইল। বুজুর্গ মনে মনে ভাবিল, “পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গী জাতিকে ষোল আনা বিশ্বাস করব না কিন্তু হাতে রাখব। অর্থলোভী জাতি অর্থের জন্য সাত সমুদ্র তের নদী পার হ’য়ে এসেছে, হয়ত কতবড় আশা হৃদয়ে পুষে রেখেছে তাই বা কে জানে; কিন্তু যতই হোক

মোগলের হাতে পরিত্রাণ নাই। মোগল এত সহজে কাহারও উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না। তুমি ত বিদেশী ফিরিঙ্গী, বাংলার বাঙ্গালীকেও এক্ষেত্রে বিশ্বাস করতে পারি না, কি জানি, রঘুর মনেই বা কি আছে কে জানে! উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যতটুকু বিশ্বাস স্থাপন আবশ্যক তার অতিরিক্ত বিশ্বাস করা মোগলের রাজনীতিবিরুদ্ধ।” প্রকাশ্যভাবে মুরকে বলিল, “কাপ্তেন সাহেব. আমার প্রতিজ্ঞা—মোগলের সর্ব্বস্ব দিয়েও মগের ধ্বংস করা, বাংলায় শান্তি স্থাপন করা।”

বুজুর্গ ও কাপ্তেন মুরের কুমারিয়াভাঙ্গায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মগের নওয়ারার সহিত রঘুর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথম নওয়ারায় অধ্যক্ষস্বরূপ শঙ্করী দেবী আপন মনে, উদাশ প্রাণে, ভক্তিগদগদকণ্ঠে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল। শঙ্করী দেবীর অধীনে প্রায় ১০০ শত নওয়ারা ছিল। অদূরে রঘু ও হাসেন মগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। মনোয়ার খাঁ অন্যদিকে মোগলের নওয়ারা চালনা করিতেছিল। শঙ্করী দেবী মগদিগকে এমন ভাবে বাধ্য করিয়াছিল যে, নিজে স্বাধীনভাবে ১০০ শত নওয়ারার অধ্যক্ষরূপে আজ এই যুদ্ধে ব্রতী হইতে পারিয়াছিল। সকল মগদস্যু যেন শঙ্করীর কথায় উঠিতেছে বসিতেছে, মনে হয় যেন তা’রা মন্ত্রমুগ্ধ! শঙ্করী দেবীর মোহিনী

শক্তিতে সকল মগজাতি আজ যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

রমণীকণ্ঠ শুনিয়া রঘু অন্তরাল হইতে বলিতে লাগিল, "একি, রমণীকণ্ঠ! মগের রমণী!! হাসেন, হাসেন, এইখানে বুঝি আমার প্রতিহিংসার অবসান হ'ল! আমার এতকালের রণসাধ বুঝি আজ অতল জলে ডুবে গেল! মা-গো, মনোসাধ বুঝি তোমার আজ বিষাদে পরিণত হ'ল! তোমার আজ্ঞাপালনে আমি অসমর্থ, ক্ষমা করো।"

রঘুরামের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসেন আলী বলিল, "দাদা নিশ্চয়ই এ মগের প্রবঞ্চনা, ছল করে রমণীকে যুদ্ধে পাঠিয়েছে আমরা ক্ষান্ত হব না। দাদা, মায়ের আদেশ কি ভুলে গেলে, এত দুর্ব্বল কেন দাদা?"

রঘু। ভুলিনি ভাই, ভুলবারও নয়। কিন্তু যেই হোক তবু রমণী—মাতৃসম, কেমন করে, অস্ত্রাঘাত করব ভাই!

এই কথা বলিতেছে এমন সময় শঙ্করী দেবী গান শেষ করিয়া এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল এবং সৈন্যগণ বন্দুক হাতে করিয়া শত্রুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। শত্রুর আক্রমণ অনিবার্য্য বুঝিতে পারিয়া হাসেন বলিল, "দাদা, শীগগীর এস, বন্দুক ধর, যুদ্ধ কর, আমাদের সৈন্যদিগকে অগ্রসর হতে আদেশ দেও নইলে শত্রুর হাতে বন্দি হ'তে হ'বে!" হাসেনের কথায় উত্তেজিত

হইয়া রঘু বীরদর্পে বলিল, "বন্দি হ'তে হ'বে, শত্রুর হাতে বন্দি হ'তে হ'বে, রঘু বন্দি হ'বে! হাসেন! তবে এস, প্রতিজ্ঞা ভুলে যাও, ধর্ম্ম ভুলে যাও, শত্রু সংহার কর, প্রতিশোধ নাও।" এই বলিয়া রঘু অগ্রসর হইল এবং হাসেন নওয়ারা চালনা করিতে মনোয়ার খাঁর সাহায্যে দ্রুত গমন করিল।

মোগলের নওয়ারা অনেক দূরে অবস্থান করিতেছিল। কোন মোগল সৈন্যের সাক্ষাৎ না পাইয়া শঙ্করী দেবীর আদেশে মগের নওয়ারাগুলি একস্থানে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল! মোগল সৈন্য জলে হউক স্থলে হউক এই পথেই যুদ্ধযাত্রা করিবে এই ভাবিয়া এদিক ওদিক লক্ষ্য করিয়া শঙ্করী দেখিল মোগলের নওয়ারাগুলি এদিকে অগ্রসর হইতেছে। শঙ্করী অন্তরালে থাকিয়া মোগলের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল কারণ যদি মগদস্যু মনে করিয়া প্রকৃতই বন্দুক ছাড়ে, কামান দাগে তবে একূল ওকূল দুকূলই যাবে। সাহজাদা আর কাপ্তেন মুর যদি এই যুদ্ধে অগ্রসর হন তবে কোন ভয় নাই, কেন না, এই যুদ্ধের রহস্য আমরা সকলেই বিদিত। আর যদি অপর কেহ হয় তবে বড়ই বিপদ। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে দেখিল এক বাঙ্গালী যোদ্ধা এদিকে অগ্রসর হইতেছে। শঙ্করী স্ত্রীলোক জানলে হয়ত যুদ্ধই করবে না অতএব প্রকাশ্যেই আলাপ করা উচিত।

শঙ্করী দেবী নওয়ারা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক আত্ম-রক্ষায় তরবারি হাতে করিয়া রঘুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। রঘু তরবারি হস্তে শঙ্করীকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। শঙ্করী দেবী আত্মরক্ষা করিতে করিতে বলিল, "ভয় করো না বাঙ্গালী বীর, হাজার হোক আমি শত্রু." এই বলিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইল। মনে মনে ইচ্ছা, বাঙ্গালী কি করে, কেমন যোদ্ধা পরীক্ষা করিবে।

শঙ্করীর আক্রমণে বাধা দিয়া রঘু বলিল, "তুমি শত্রু কি মিত্র জানি না, জানি কর্ত্তব্য সাধন। মগদস্যু, সাবধান!" এই বলিয়া তরবারি উত্তোলন করিল।

হাসেনআলী ও মানোয়ার খাঁ নওয়ারা চালনা করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। রঘু একাই শঙ্করীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। শঙ্করী দেবীর আদেশ না পাইয়া মগের নওয়ারা ও সৈন্যগণ ধীর ও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া-ছিল। রঘুর আক্রমণে বাধা দিয়া শঙ্করী বলিল, "ভীরু কাপুরুষ বাঙ্গালী তুমি, তোমায় ভয় করব! হাঃ, হাঃ, হাঃ! যে অকর্ম্মণ্য বাঙ্গালী তা'র স্ত্রীকে, মাকে, ভগিনীকে রক্ষা করতে পারে না, [illegible]য়াসেই সামান্য মগদস্যু তা'দের উপর অত্যাচার করে পদ-দলিত করে যায়, অপমান করে নিজ বাসভূমি থেকে তাড়িয়ে দেয়, সেই বাঙ্গালী করবে কর্ত্তব্য সাধন, আবার

সেই বাঙ্গালীকে করব ভয়! ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এই কলঙ্ক-কালীমা মাখা মুখ দেখাতে লজ্জাও হয় না! এই অধম বাঙ্গালী জাতির পতন সুনিশ্চিত—ধ্বংস অনিবার্য্য!” এই কথা শেষ হইতে না হইতেই অদূরে বন্দুক ও কামানের শব্দ উঠিল। রঘু ভয়ে ও লজ্জায় জড়সড় হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে চীৎকার করিল, ‘হাসেন, হাসেন, আমার হাত কাঁপছে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ছি” এই বলিয়া শঙ্করী দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “রমণী! আমি পরাস্ত, তোমার নিকট আমি পরাস্ত, কিন্তু যদি যুদ্ধ করতে চাও, তোমাদের বীরবনকে পাঠিয়ে দেও। তুমি নারী, হিন্দুবীর রমণীর উপর অত্যাচার করতে জান না, তুমি ঘরে যাও।”

শঙ্করী। স্বীকার কর তা হলে তুমি আমার বন্দি!

রঘু। কখনও নয়।

শঙ্করী। তবে যুদ্ধ দাও!

এই বলিয়া উভয়ে পুনরায় তরবারি দ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। হাসেন আর মনোয়ার খাঁ নওয়ারা লইয়া মগের নওয়ারা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। এখনও শঙ্করী দেবীর আদেশ না পাইয়া মগদস্যুগণ অটল, অচল হইয়া রহিল। শঙ্করী দেবী যুদ্ধ করিতে করিতে এমন ভাবে যুদ্ধকৌশল দেখাইতে লাগিল যে, রঘু কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া আত্মরক্ষা করিতে করিতে বলিতে

লাগিল, "একি! কে এ! শত শত স্নেহধারা বহিছে ললাটে, মাতৃস্নেহে যেন আবরিত দেহ, বাহুদ্বয় যেন অভয় দিচ্ছে, স্নেহ মাখা মুখখানি দেখলে মনে মাতৃভাব উদয় হয়, ইচ্ছা হয়, বার বার ডাকি, মা—মা! নয়নদ্বয়ের কি জ্যোতি, কি স্নেহাকর্ষণ! শত্রুতার, লেশমাত্রও বিকশিত হয় না, ইচ্ছা হয়, দেহ প্রাণ মন আমার ঐ মাতৃচরণে ঢেলে দিয়ে শত্রুতা ভুলে গিয়ে—না না, তা হয় না—এস রমণী আমি তোমার বন্দি! না না, একটু দাঁড়াও, কি করব বুঝতে পাচ্ছি না, একবার একবার সাহজাদাকে—"

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া শঙ্করী দেবী তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তরবারি কোষবদ্ধ করিল এবং বলিল "বেশ, তাই হোক, আজ যুদ্ধ স্থগিত রইল। তুমি এখন মুক্ত, তোমার মনিবের হুকুম নিয়ে এস।"

শঙ্করী দেবীর কথায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রঘুরাম তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া আপন নওয়ারার দিকে অগ্রসর হইল। শঙ্করী দেবীও আপন নওয়ারায় উঠিয়া ভাবিতে লাগিল, কাজটা কিন্তু ভাল হলো না, পরিচয় দিলেও ক্ষতি ছিল না, কারণ সাহজাদা সবই বুঝতে পারবেন। যাক্ এখানকার যুদ্ধের জন্য আর ভয় নাই। এখন কর্ণফুলী নদীর দিকে নওয়ারাগুলি অগ্রসর করাই প্রধান কর্ত্তব্য।

সেইখানেই নবাবের সাহায্য আবশ্যক। বীরবন সেই খানেই যুদ্ধের নানা কৌশল করে শত্রুর অপেক্ষা কচ্ছে। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে নওয়ারাগুলি মগের বিপক্ষে এবং মোগলের পক্ষে সাহায্য করিবার মানসে কর্ণফুলী নদীর দিকে চালনা করিল।

রঘু হাসেন আলী প্রভৃতি নওয়ারা লইয়া কর্ণফুলীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল, পথিমধ্যে বুজুর্গ ও কাপ্তেন মুরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বীরবন কর্ণফুলীর যুদ্ধে বহুসংখ্যক নওয়ারাও সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল। এই যুদ্ধে যে পক্ষের পরাজয় হইবে। সে আর কোন দিক আক্রমণ করিতে পারিবে না। মোটের উপর এই যুদ্ধেই বাংলার ভবিষ্যতের ফলাফল নির্ভর করিতেছে। বীরবন স্বয়ং কতিপয় দস্যু সঙ্গে করিয়া লুটতরাজ করিতে করিতে কর্ণফুলীর যুদ্ধে যোগদান করিবে, এই আশায় প্রথমত চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হইল।

বুজুর্গ ও মুরের সহিত পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হইলে পর রঘু কুমারিয়াভাঙ্গার যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করিল। মগের রমণী যুদ্ধবেশে নওয়ারার অধ্যক্ষরূপে যুদ্ধ করিয়া রঘুরামকে পরাস্ত করিয়াছে এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে একজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মগের বন্দিনী কিন্তু মোগলের সাহায্যকারিনী। কাপ্তেন মুর বলিল, "সাহজাডা, নিশ্চয়ই সে হামাদের শঙ্করী ডেবী আছে।"

রঘুরাম বলিল, "সে যে মগের পক্ষে মগদস্যু বেশে কামান দাগ্ছে সাহজাদা!"

বুজুর্গ। সে লোকদেখান মগদস্যু বেশে মগের পক্ষে যুদ্ধ কচ্ছে, কিন্তু কার্য্যতঃ আমাদেরই সাহায্য কচ্ছে, তার সাহায্যেই আজ আমার কুমারিয়াভাঙ্গা বিনা যুদ্ধে দখল কল্লুম। আবার তা'রই সাহায্যে কর্ণফুলীর যুদ্ধে মগের ধ্বংস করব, চট্টগ্রাম আমাদের অধিকারে আসবে। চল, আজই আমরা কর্ণফুলীর দিকে অগ্রসর হই। সেখানে সেই রমণীর সহিত সাক্ষাত হবে।

এই বলিয়া সকলে পুনরায় কর্ণফুলীর যুদ্ধে যাত্রা করিল। রঘুরাম মনে মনে ভাবিল, "এত ভুল করেছি, বড়ই দুঃখের কথা, তাঁ'কে চিনতে পাল্লুম না! ধন্য সেই বঙ্গরমণী, ধন্য হিন্দুনারী, কে বলে বাংলায় মানুষ নাই, বীর নাই, বাংলা বীরপ্রসবিনী! বীরাঙ্গনা, তোমার বীরত্ব কাহিনী বাংলার ঘরে ঘরে স্মৃতিপটে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকবে, শত শত বঙ্গনারী তোমার আদর্শে বাংলার মুখোজ্জ্বল করবে। কি ছার মগ, স্বয়ং ভারতেশ্বর ও তোমাদের বীরত্বে স্তম্ভিত হবেন! এস বীর রমণী, আজ ভাই বোনে, মাতাপুত্রে এক আত্মা হয়ে একই শক্তি সংযোগে, একই উদ্দেশ্যে জন্মভূমি রক্ষা করি—দস্যুর অত্যাচার থেকে মাতৃভূমি রক্ষা করি,

বাংলার কণ্টক সমূলে নির্ম্মূল করি!" একে একে মোগলের সমস্ত নওয়ারা সুসজ্জিত হইয়া কর্ণফুলীর যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে। সঙ্গে বুজুর্গ খাঁ, কাপ্তেন মুর, মনোয়ার খাঁ, হুসেন খাঁ, রঘুরাম ও হাসেন আলী প্রায় সহস্রাধিক সৈন্য ও তদোপযোগী বন্দুক কামান প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া সকলেই জলপথে অগ্রসর হইল। কর্ণফুলীতেই বাংলার ভাগ্য লক্ষ্মীর শেষ পরীক্ষার স্থল।

বীরবন কতিপয় মগদস্যু সঙ্গে করিয়া চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সঙ্গে কতিপয় দেশদ্রোহী হিন্দু ও মুসলমানকে প্রলোভনে বশীভূত করিয়া অগ্রসর হইতেছে, উদ্দেশ্য, রঘুরামের বাড়ী আক্রমণ ও লুটতরাজ করা। এই কাজ শেষ করিয়া কর্ণফুলীর যুদ্ধে যাত্রা করিবে মনস্থ করিল। দেশদ্রোহী হিন্দু মুসলমানদিগকে বীরবন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা ঠিক সন্ধান জান, রঘু চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বাড়ী করেছে?" দেশদ্রোহীগণ বলিল, "সন্ধান জানব কি! আমরা তা'র বাড়ীতে বাস করে গুপ্ত অনুসন্ধান জেনে এসেছি।" রঘু আর হাসেন প্রথমতঃ কুমারিয়াভাঙ্গার যুদ্ধে যাবে, পরে কর্ণফুলীর যুদ্ধে মুর সাহেবের সাহায্যে তোমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করবে। মুর তোমাদের গুপ্ত রহস্য সব প্রকাশ করে দিয়েছে।" এই কথা শুনিয়া বীরবনের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল এবং ভাবিল, "এখন উপায়!

এই যুদ্ধে মগের পতন অনিবার্য্য, কিন্তু যাই হোক আগে সেই রঘু ও হাসেন আলীর ধ্বংস করা চাই। তা'রাই এখন আমাদের প্রধান শত্রু। মগজাতির অদৃষ্ট আজ বিরূপ! কিন্তু সেই ব্রাহ্মণটাকে প্রাণে মারব না, বন্দি করব তবে শঙ্করীকে পাব। হায় শঙ্করী, তুমি কি আমার হ'বে না!" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে পুনরায় সঙ্গী-দিগকে বলিল, "সেই ব্রাহ্মণটাকেও বোধ হয় তা'দের সঙ্গে দেখেছ?" দেশদ্রোহিগণ বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, সে কেবল কালী পূজা করে আর মেয়েটার জন্য হায় হায় করে।"

বীরবন। যদি সেই ব্রাহ্মণটাকে ধরিয়ে দিতে পার, তবে তোমরা যত অর্থ চাও দোব, উচ্চপদস্থ চাকুরী দোব, নাখরাজ জমি দান করব।

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সকলে চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হইল। যুদ্ধের পরিণাম শুভ নয় জানিয়াও বীরবন শঙ্করীর কথা আজও ভুলিতে পারে নাই। শঙ্করী দেবীও বীরবনকে এমন বশীভূত করিয়াছিল যে, শঙ্করীকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আর অবিশ্বাস করে না। শঙ্করী বাঙ্গালী, শত্রুপক্ষের লোক, মগের অনিষ্ট করতে পারে একথা বীরবন স্বপ্নেও আর ভাবে নাই। দেশদ্রোহীগণ ভাবিতেছে যে, "সেই জাতিভ্রষ্ট ব্রাহ্মণটা আর রঘু বেটা দেশটাকে ছারখার করে দিলে, মনের সুখে আহার নিদ্রা

করবার যো নাই। এই বেটাদের যত শীগ্‌গীর পতন হয় ততই দেশের মঙ্গল, ইহারা যদি মগের সহিত না লাগ্‌ত তবে কি আর এদেশের এ দৈন্য দুঃখ থাকত, না এই অত্যাচার হ'ত। কোথাকার পাপ কোথায় এসে পড়েছে! এদের কারণেই সেদিন মগেরা আমার স্ত্রীকে ধরে নিয়ে গেল, মেয়েটা নিরুদ্দেশ হ'ল, টাকা কড়ি যা ছিল সব লুট হ'ল! দেশ উদ্ধার করবে, মগের অত্যাচার নিবারণ করবে, এই সমস্ত লোক! কেন? মগেরা তোদের কি অনিষ্ট করেছে, তা'রা যা চায় তা দিলেইত সব গোল মিটে যায়, বরং মগের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে, তা'দের হাতে দেশ রক্ষার ভার দিলে, তা'দের আদেশ মত কাজ করলে, সুখে দিন যাবে। খাওয়া পরার ভাবনা থাকবে না, বিদেশের কেউ আমাদের আক্রমণ করতে বা কোন অত্যাচার করতে পারবে না। মগেরা যোদ্ধা ও বীর। আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করব আর মগেরা দেশ রক্ষা করবে, শান্তি দান করবে, কাটাকাটি মারামারি যাহয় তা'দের উপর দিয়েই যাবে। এখনও সময় আছে, মগের সঙ্গে শত্রুতা না করে, মিত্রতা করো, ভাল হবে, দেশে শান্তি স্থাপন হবে। কেন, মগেরা কি মানুষ নয়, তা'রা শান্তিই চায়।" এইরূপ কল্পনা জল্পনা করিতে করিতে অদূরে চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের নিম্নদেশে রঘুর বাড়ী লক্ষ্য করিয়া দেশদ্রোহীগণ বলিল,

"সর্দ্দার, সঙ্গে কামান ও বন্দুক আর একশত বাছাই সেপাই নিতে হবে, কারণ রঘুর বাড়ীতে কামান বন্দুকের অভাব নাই, তাদের স্ত্রী পুরুষ সকলেই যুদ্ধ বিদ্যায় পারগ।"

বীরবন পর্ব্বতের উপর দস্যুদের সাহায্যে কামান স্থাপন করিল, সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। বীরবন কালীর মন্দির লক্ষ্য করিয়া যখন কামান দাগিতে লাগিল, বিজয়া তখন মায়ের পূজায় নিযুক্তা,ধ্যানমগ্না ছিলেন, এবং দীনদয়াল তরবারি হস্তে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কামানের আঘাতে মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। বীণাপাণি এবং হীরানী বন্দুক হাতে শত্রুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, এমন সময় দীনদয়াল বলিলেন, "মা, মা, ঐ পাহাড়ে শত্রু, মায়ের মন্দিরের চূড়া ভেঙ্গেছে, তোমরা আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হও, দস্যুগণ এখনি এসে পড়বে। আজ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ নর হত্যা করতেও পশ্চাৎপদ হ'বে না, তোমরা নির্ভয়ে শত্রুর গতি রোধ কর, বন্দুক লক্ষ্য কর। যদি ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের মূল্য থাকে, ব্রহ্মণ্য দেবের তেজ থাকে, যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণ কুলে আমার জন্ম হ'য়ে থাকে, আমি একাই মাকে রক্ষা করব। তোমরা আত্ম রক্ষা কর, শিশু সন্তান রঘুর পুত্রকে রক্ষা করো।"

কামানের ভীষণ গর্জ্জন, যুদ্ধের বিকট কলরবেও

বিজয়ার জ্ঞান নাই, স্থির অচলভাবে মায়ের ধ্যানে নিমগ্না! সভয়ে বীণাপাণি একবার বিজয়াকে "মা, মা" বলিয়া ডাকিল কিন্তু আবার বলিল, "না, মাকে ডাকা হ'বে না। থাক মা, এই ভাবেই থাক। হিন্দুর দেবতা যদি সত্য হয়, হিন্দুর পূজা যদি প্রকৃত হয়, হিন্দুর সতীত্ব যদি যথার্থ ধর্ম্ম হয়, কি ছার মগ, কি ছার মানব জাতি, স্বয়ং দেবতাও ভয়ে পালিয়ে যাবে।" এই কথা শেষ হইতে না হইতেই পুনরায় কামান গর্জ্জন হইল, দস্যুগণ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া রঘুর বাড়ী আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। বীণাপাণি শত্রু লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতে লাগিল। বন্দুকের গুলীর আঘাতে কয়েকজন দস্যু আহত হইলে বীরবন বলিতে লাগিল, "একি, শত্রুর আক্রমণ, সর্ব্বনাশ,ভাই সব, সকলে অগ্রসর হও, বিনা বিচারে শত্রু ধ্বংস কর, লুট কর!" এই কথা বলিতে বলিতে বীরবন পুনরায় কামান দাগিল। কামানের গোলা বীণাপাণির বক্ষ ভেদ করিল। "তুই যা হীরা খোকাকে বাঁচা, বংশ রক্ষা কর" বলিতে বলিতে বীণাপাণি ভূতলে পড়িয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল। হীরানী এতক্ষণ বীণাপাণির সাহায্যে নিযুক্ত ছিল, উভয়ের বন্দুকের গুলীতে বহু শত্রু ধ্বংস হইয়াছিল বটে কিন্তু বীণার মৃত্যুতে হীরা ভীত হইয়া শিশু সন্তান রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ পণে চেষ্টা করিতে লাগিল। এদিকে

কামানের গোলা পড়িয়া রঘুর বাড়ী আগুন লাগিয়া দাউ দাউ করিয়া পুড়িতে লাগিল। মগ দস্যুগণ মন্দির আক্রমণ করিল, দীনদয়াল প্রাণপণে বাধা দিতে লাগিলেন, গৃহের প্রজ্জ্বলিত আগুনের ভিতর দিয়া হীরামী শিশু সন্তানকে লইয়া পলায়ন করিল। তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। দীনদয়াল একা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, আর উত্তেজিতভাবে দস্যুদিগকে বলিতেছেন, "কা'র সাধ্য মায়ের অঙ্গ স্পর্শ করে, শয়তান, প্রাণের মমতা থাকে ত পালা নইলে ব্রহ্মতেজে এখনি ভস্ম করব; মগের রক্তে তরবারি রঞ্জিত করব।" এই বলিয়া কয়েকজন শত্রুকে আহত করিলেন এবং পুনরায় বলিলেন, "দ্যাখ নরপিশাচ, আজও ধর্ম্ম আছে, প্রাণের মমতা থাকে ত দূর হ!"

আগুন ক্রমেই প্রখরতর হইতে লাগিল, রঘুর পর্ণ কুটীরগুলি ভস্মীভূত হইল কিন্তু মন্দিরে আগুন স্পর্শও করে নাই। অগ্নিশিখার প্রখরতেজ দেখিয়া বীরবন পর্ব্বতোপরি হইতে চীৎকার করিল, "ভাই সব, তোমরা আত্মরক্ষা করো, পালাও, আগুন প্রখরভাবে উঠছে, সবাইকে পুড়িয়ে মারবে, নিজ নিজ প্রাণ বাঁচাও।" বীরবনের আদেশ পাইয়া দস্যুগণ পলায়ন করিল। দস্যুগণ চলিয়া গেলে পর দীনদয়াল বীণাপাণির রক্তাক্ত দেহ কোলে করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন "হায় নারী, এত সাধের মানব জনম অসময়ে হারালি! ধন্য রমণী,

ধন্য তোর বীরত্ব; যা মা সেখানে যা, যেখানে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, মায়া নাই, মোহ নাই, প্রবঞ্চনা নাই, সেই শান্তিধামে যা” এই বলিয়া শিশু সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য ভীষণ আগুনের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিলেন। বিজয়া এখনও ধীর, স্থির, ধ্যানমগ্না—মনে হয় প্রস্তরমূর্ত্তি ধ্যানে নিযুক্তা!

স্ত্রীর অধিকার

সেই অন্ধকার রাত্রিতে শিশু কোলে করিয়া হীরানী পথ চলিতেছে। উদাস প্রাণে হতাশ ভাবে এক একবার ভাবিতেছে, "যদি মগদস্যু এসে পড়ে, শিশু সন্তান কেড়ে নেয় তবেত রঘু দাদার বংশ লোপ হবে, বীণার শেষদান এই স্মৃতি চিহ্ন টুকু অকূল পাথারে ভাসবে ; কোথায় যাব, কার আশ্রয়ে আশ্রয় পাব, সে হিন্দু কি মুসলমান, সে শত্রু কি মিত্র কেমন করে বুঝব ! ভগবান, আমায় শক্তি দাও, আমাকে পথ চিনিয়ে দাও। যেই হোক আমি সত্য পরিচয় দোব, আমার দেশের লোক হয়ে আমায় স্থান দিবে না, ভাই হয়ে ভাইকে তাড়িয়ে দিবে ! না, তা হবে না ; আমি কেঁদে কেঁদে তা'র পায়ে ধরে একটু স্থান ভিক্ষা চাইব, আমায় না দেয় এই শিশুকে একটু স্থান দিবে না ! আমি অবিশ্বাসী হতে পারি অনিষ্টও করতে পারি, এই নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক শিশু তা করতে পারে না। ভগবান, তোমার রাজ্যে কি বিচার নাই।"

হীরানীর প্রার্থনা ভগবানের কাণে পৌঁছিল। যদি তাই না হবে তবে তাঁ'কে দয়াময় বলে ডাকবে কেন, তাঁ'র নাম বিপদবারন শ্রীমধুসূদনই বা হবে কেন ; হীরানী পাপীষ্ঠ হতে পারে কিন্তু এ অসহায় শিশুটী নিষ্পাপ

নিষ্কলঙ্ক। অসহায়ের সহায় ভগবান যা'কে রক্ষা করেন এসংসারে কেউ তা'কে মারতে পারে না!

হীরানী কাঁদিতে কাঁদিতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছে আর পথ চলিতে পারে না, রাত্রিও বেশী নাই। এমন সময় একটা গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া একখানা ছোট খাট ঘর দেখিতে পাইল। এই খানেই আমাদের বিক্রমপুরের জমিদার বিজয় কৃষ্ণের দেওয়ানজী ডাকাইতির রাত্রিতে পলায়ন করিয়া ছদ্মবেশে বাস করিতেছে। গৃহাভ্যন্তর হইতে দেওয়ানজী লোকের সাড়া পাইয়া বলিল "কেও, এত রাত্তিরে বাইরে কে, কা'র শব্দ পাচ্ছি? যেই হোক বাবা, হাতে বন্দুক আছে, শীগ্‌গীর বল তুমি কে?" শত্রুর ভয়ে দেওয়ানজী সর্ব্বদাই এইরূপ সশঙ্কিত থাকিত। পুরুষের গলার আওয়াজ পাইয়া হীরা মনে মনে ভয় পাইল এবং বন্দুক হাতে আছে এই কথা শুনিয়া তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। কোথায় আসিয়াছে কতদূর আসিয়াছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না, কি করা উচিত স্থির করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কোনও সাড়া না পাইয়া দেওয়ানজী বন্দুকের ভয় দেখাইল। হীরা সভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল "ওগো মেরো না, মেরো না, আমি বড় বিপদাপন্ন, রক্ষা কর, রক্ষা কর, আশ্রয় দাও!"

যে দেশদ্রোহীদের সহায্যে বীরবর রঘুরামের বাড়ী

আক্রমণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে দুই জন মুসলমান যাহারা হীরানীকে অপহরণ করিবার মানসে মগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ছিল. সেই মুসলমান দ্বয় হীরানীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ এই স্থান পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। একজন হীরানীর মুখে কাপড় বাঁধিতে উদ্যত হইলে হীরানী চীৎকার করিতে লাগিল, "কে কোথায় আছ, রক্ষা কর রক্ষা কর, এই শিশুটীর প্রাণ বাঁচাও, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন।" গৃহাভ্যন্তর হইতে দেওয়ানজী এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া বন্দুক হাতে করিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, "একি, অত্যাচার, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার! খবরদার সয়তান, প্রাণের ভয় থাকে ত পালা" এই বলিয়া বন্দুক আওয়াজ করিবা মাত্র মুসলমানদ্বয় ভয়ে পলায়ন করিল। তখন হীরানী দেওয়ানজীর পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল. "হে মহাপুরুষ আপনি যেই হ'ন, আমায় রক্ষা করুন, আশ্রয় দিন। খোদা সাক্ষী আমি মুসলমান নারী কিন্তু এই শিশুটী হিন্দু, দয়া করে শিশুটীকে অন্তত আশ্রয় দিন।"

দেওয়ানজী। কি হয়েছে সত্য বল, তোমার কোন ভয় নাই, তুমি আমার কন্যাতুল্য, হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক হিন্দুর নিকট স্ত্রীলোক মাত্রেই মাতৃতূল্য বিশেষতঃ তুমি আশ্রয় প্রার্থিনী।

হীরা। বাবা, মগেরা রঘুদাদার বাড়ী আক্রমণ

করে আগুন ধরিয়ে দেয় শত্রুর গুলীতে শিশুর মা মারা যায়, আমি ভয়ে অতি সঙ্গোপনে এই শিশুটীকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। শিশুর পিতা মগযুদ্ধে নবাবের সাহায্যে গিয়েছেন। দয়া করে একটু আশ্রয় দিন, আমার বড় ভয় হচ্ছে দস্যুরা যদি এসে পড়ে!

দেওয়ানজী। কোন ভয় নাই মা, তারপর বল, এই শিশুর পিতা কে এবং তিনি কোথায়?

রঘুর নাম শুনিয়া দেওয়ানজীর প্রাণে আনন্দস্রোত বহিতে লাগিল। মনে করিল, "এই রঘুই হয়ত আমার সেই রঘু!"

হীরা ভয়ে ভয়ে বলিতে লাগিল, "এই শিশুর পিতার নাম র-রঘু—রাম!"

দেওয়ানজী। তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন মা? আমি তোমাদের আশ্রয় দোব, মগের সাধ্য কি আমার সীমানায় আসতে পারে। তুমি নির্ভয়ে কন্যার ন্যায় আমার আশ্রয়ে থাকবে আর তোমার রঘুদাদা যদি যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে আসেন আমি তোমাদেরকে তা'র কাছে রেখে আসব।

হীরা। যদি যুদ্ধে জয়ী না হন?

দেওয়ানজী বলিল "কোনও ভয় নাই। এই বৃদ্ধের যে সম্পত্তি আছে, তা তোমাদের—না না, ভয় করো না, রঘুর জয় অনিবার্য্য, মগের পতন অবশ্যম্ভাবী!

চল মা, ঘরে চল, রাত হয়েছে বিশ্রাম করবে।” এই বলিয়া হীরানীকে ঘরের ভিতরে লইয়া গেল এবং মনে মনে ভগবানকে জানাইতে লাগিল, “রঘু, আমার রঘু! ভগবান, সত্যই তুমি আছ, তোমার লীলাই সত্য, তুমিই সত্য, তোমার রাজ্যে কেউ নিমকহারামী করে পালাতে পারে না! নিমকের ধার শোধ না করে কেউ যেতে পারে না। এই বৃদ্ধ দেওয়ানজী আমিই তার আদর্শ। এতকাল যাঁ’র অন্নে প্রতিপালিত হয়েছি, তাঁ’র অন্নের এক কণাও শোধ করতে পারি নাই। যদি পারি আজ তা করব। সার্থক আমার ছদ্মবেশ ধারণ স্বার্থক আমার দেশত্যাগ! এই রঘু নিশ্চয় আমারই রঘু। রঘু, এবার ত তোমায় পেয়েছি। এই বৃদ্ধ ভৃত্য প্রাণ দিয়ে তোমার সাহায্য করবে। আজ আমার কি আনন্দ, কি সৌভাগ্য। ভগবান, তোমার ইচ্ছায়ই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চলছে, যদি আমার রঘু না হয়, তবু আশ্রিতকে সযত্নে আশ্রয় দোব, রঘুর পরিচয় আরও পাব।”

এই বলিয়া সকলে বিশ্রামে প্রবৃত্ত হইল এবং উভয়ে উভয়ের পরিচয় এবং যুদ্ধের নানা বিষয়, নানা কথা, মগের অত্যাচার প্রভৃতি কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল।

রঘুরামের বাসস্থান ভস্মসাৎ করিয়া বীরবন সমস্ত সৈন্যসহ কর্ণফুলী নদীর যুদ্ধে যোগদান করিল। বীর-বনের আগমনের পূর্ব্বেই মোগল সৈন্যগণ কর্ণফুলীতে সমাবেশ হইয়াছিল। মনোয়ার খাঁ, হুসেন খাঁ, মুর প্রভৃতি নওয়ারা লইয়া মগের নওয়ারা আক্রমণ করিতে লাগিল। স্থলপথেও বুজুর্গ, রঘু, হাসেন প্রভৃতি কামান দাগিতে লাগিল। জলে এবং স্থলে উভয় দিক হইতেই মোগলেরা মগের নওয়ারাগুলি কতক আগুনে পোড়াইয়া দিল, কতক জলে ডুবাইয়া দিল, এমন সময় বীরবন স্থলপথে আগমন করিয়া দেখিল, তাহার অসংখ্য নওয়ারা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। বীরবন আদেশ করিল, "ভাই সকল, সাধ্যমত আত্মরক্ষা কর, পালাও নইলে আগুনে পুড়ে মরবে।" বীরবনের আদেশ পাইয়া অনেক দস্যু জলে পড়িয়া সাতার কাটিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। স্থলে পথেও সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। বীরবন কয়েকখানি নওয়ারা সঙ্গে করিয়া যেমন পলায়ন করিবে অমনি মনোয়ার খাঁ পশ্চাৎ পশ্চাৎ নওয়ারা চালনা করিল। কামানের গোলার আঘাতে বীরবনের নওয়ারা ডুবিয়া গেল। বীরবন সাঁতার কাটিয়া স্থলপথে

পলায়ন করিতে লাগিল। রঘু ও হাসেন বন্দুক লক্ষ্য করিতে করিতে বীরবনের পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

শঙ্করী দেবী এখনও আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই, ইচ্ছা করিয়াই বিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। মগের ধ্বংস করাই তা'র প্রধান উদ্দেশ্য। যখন মগের প্রায় পোনেরো আনা নওয়ারা ধ্বংস হইয়াছিল এবং বীরবন পলায়ন করিয়াছিল সেই সময় শঙ্করী দেবী নওয়ারা হইতে অবতরণপূর্ব্বক সাহজাদার সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যসহ নওয়ারাগুলি মোগলের অধীনে আবদ্ধ করিল এবং কাপ্তেন মুরের পরামর্শ মত মগের দুর্গ অধিকার করিতে সকলে অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিল। শঙ্করী দেবী বলিল, "সাহজাদা, মগের দুর্গের গুপ্তদ্বারে আমি একা প্রবেশ করব। রঘু আর হাসেন সম্মুখ দ্বারে, মুর সাহেব পশ্চিম দ্বারে, আর হুসেন খাঁ প্রভৃতি পূর্ব্বদ্বারে প্রবেশ করবে।" এই পরামর্শ স্থির করিয়া সকলেই চট্টগ্রামের দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হইল এবং পথিমধ্যে রঘু ও হাসেনের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

এদিকে পলাতক মগদস্যুগণ প্রাণভয়ে ছুটিতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র পদদলিত করিয়া লুটতরাজ করিতে করিতে চট্টগ্রামের দিকে ধাবিত হইল। কৃষি-গণ কেহ কেহ মগের ভয়ে পলায়ন করিল, কেহ কেহ

বলিতে লাগিল, "প্রাণ গেলেও পালাব না, এই লাঠির ঘায়ে যদি একজনারও মাথা ভাঙ্গতে পারি তা হ'লেও সার্থক।" আবার কেহ কেহ বলিল, "ভাই, যা'র যা হাতিয়ার আছে নিয়ে এস কোমর বেঁধে দাঁড়াও, প্রাণপণে দস্যুদের গতিরোধ কর। যদি এখান থেকে বাধা না দেই, তবে গাঁয়ে ঢুকে আমাদের সর্ব্বনাশ করবে, মা বোনের ইজ্জৎ নষ্ট করবে, টাকাকড়ি লুট করবে, ভয় কি, আমরা যে কয়জন হিন্দু মুসলমান চাষী আছি, দস্যুদের ছাড়ব না, প্রাণপণে লড়ব, একটা না মেরে মরব না।" এইরূপ বলিতে বলিতে অনেক গ্রামবাসী মগদিগকে বাধা দিয়া মারামারি করিতে করিতে চাষীগণ চীৎকার করিতে লাগিল, "মগের রক্তে শস্যক্ষেত্র ভেসে যাক্, গ্রাম ডুবে যাক্; গ্রামবাসী, তোমরা সাবধান হও, দস্যুদের আক্রমণ কর," এই কথা বলিতে বলিতে লাঠির আঘাতে অনেক দস্যু ভূতলশায়ী হইল এবং কতক পলায়ন করিল।

মোগলদের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বীরবন দুর্গে প্রবেশ করিয়া শত্রুর আক্রমণ বাধা দিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতেছিল। ইতিমধ্যে দুর্গের চতুর্দ্দিকে মোগল, পর্ত্তুগীজ ও বাংলার হিন্দুমুসলমান সৈন্যগণ ঘেরোয়া করিল। কামানের গোলায় দুর্গের ফটক ভাঙ্গিয়া গেল। বুজুর্গ ও মুর, রঘু, হাসেন ও কতিপয় সৈন্যগণ "জয়

বাংলার জয়, জয় হিন্দু মুসলমানের জয়” আনন্দধ্বনি করিতে করিতে নির্দ্দিষ্ট দ্বার দিয়া দুর্গে প্রবেশ করিল। দুর্গাভ্যন্তরে “জয় বঙ্গমাতার জয়, জয় নবাব শায়েস্তা খাঁর জয়,” নানাপ্রকার ধ্বনিতে যুদ্ধ কোলাহল উঠিতে লাগিল। মগদস্যুগণ চীৎকার করিল “জয় আরাকানের জয়।” গুপ্তদ্বার দিয়া শঙ্করী দেবী দুর্গে প্রবেশ করিয়া চীৎকার করিল, “হুসেন খাঁ, গুপ্তদ্বার রুদ্ধ কর, বীরবনকে আক্রমণ কর।” দুর্গাভ্যন্তর হইতে মগ সৈন্য পলায়ন করিতে লাগিল এবং মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক তাহারা আহত হইল। রঘু চীৎকার করিল, “সাহাজাদা, পূর্ব্ব দ্বারে হাসেনের সাহায্য করুন।” বুজুর্গ হাসেনের সাহায্যার্থে যেমন তাহার নিকটবর্ত্তী হইল, দেখিল হাসান রক্তাক্ত কলেবরে আহত হইয়াছে এবং ‘জল জল’ বলিয়া চীৎকার করিতেছে। বুজুর্গ হাসেনকে জল দিল। হাসেনকে আহত ও শক্তিহীন অবস্থা দেখিয়া বুজুর্গ তাহাকে কাঁধে করিয়া দুর্গের বাহিরে আনিয়া নিরাপদ স্থানে শুশ্রূষা করিতে লাগিল। মুর চীৎকার করিল, “শয়টান, এবার হামাকে চিনিটে পারিয়াছে কি? এখন পালাবে কোঠায়?” বীরবন চীৎকার করিল, “নিমকহারাম, এবার তোমায় সাত সমুদ্র তের নদী আর পার হ’তে হবে না, এইখানেই তোমার শেষ!” এই বলিয়া উভয়েই ভয়াবহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। রঘু বলিতে

লাগিল, "ধন্য কাপ্তেন সাহেব, ধন্য তোমার বীরত্ব, তুমি আজ বাংলার গৌরব রক্ষা করলে।" শঙ্করী দেবী আর রঘুরাম উভয়েই বীরবনের সাহায্যকারী মগ দস্যু-দিগকে ভীষণরূপে আক্রমণ পূর্ব্বক আহত করিতে লাগিল। শঙ্করী দেবীর দেহ ক্ষত বিক্ষত, আহত প্রায় অবস্থায় বলিল, "মোগলবীর, কে কোথায় আছ, মগের সর্দ্দার বীরবনকে আক্রমণ কর।" মুর বলিল, "কুস্‌পড়োয়া নেহি শঙ্করী ডেবী, ডুষমনকে বণ্ডি করিব। সাহজাডা, ডুর্গের পঠ অবরোড করুন।"

বুজুর্গ এতক্ষণ হাসেনের শুশ্রূষায় ব্যস্ত ছিল। এমন সময় ঘোরতর কামান গর্জ্জন উঠিল। বুজুর্গ ভাবিয়াছিল, দুর্গ জয় অনিবার্য্য, কিন্তু কামান গর্জ্জনে আবার ভাবিল, "একি, এখনও যুদ্ধ! কোন্ দিকে যাই! না, যুদ্ধে কাজ নাই। যাক্, আমার প্রতিজ্ঞা অতল জলে ডুবে যাক্! এই মহাপ্রাণ ফেলে আমি যাব না।" এমন সময় বীরবন দুর্গাভ্যন্তর হইতে পলায়ন করিল। রক্তাক্ত দেহে মুর ও পশ্চাৎ ধাবিত হইল। এদিকে বুজুর্গও হাসেনকে পুনরায় কাঁধে করিয়া আপন শিবিরের দিকে দ্রুত গমন করিল। শঙ্করী দেবী বীরবনকে না দেখিতে পাইয়া আক্রান্ত অবস্থায় বাহিরে আসিয়া বলিল, "কই, পাপাত্মা বীরবন, কই! ঐ, ঐ পালাচ্ছে! সয়তান, এবার তোর রক্তে বাংলার মাটী রঞ্জিত করব।" এই বলিয়া উন্মাদিনীর

ন্যায় বীরবনের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। রঘুরাম ও দস্যুদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে দুর্গের বাহিরে আসিয়া শঙ্করীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। মগের দুর্গে মগ দস্যু মুষ্টিমেয় মাত্র বাকী ছিল, তাহাও মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইল। মগের দুর্গ মোগল অধিকার করিল।

মগের দুর্গ হইতে অনতি দূরে মোগলের শিবির। শিবিরের নিকটেই বন! শিবিরে একা নবাব শায়েস্তা খাঁ ও কতিপয় মোগল সৈন্য মগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। শায়েস্তা খাঁ একাকী শিবিরে বসিয়া ভাবিতেছিলেন "জলপথে মগের নওয়ারা দুই একখানি মাত্র দেখতে পাওয়া গেল। বোধ হয় মগের নওয়ারা কর্ণফুলীতেই শেষ হয়ে গিয়েছে। মগের দুর্গ অধিকার করতে না পারলে তা'দের ধ্বংস অসম্পূর্ণ থাকবে। যে ভাবেই হোক মগের ধ্বংস করে সুজার হত্যার প্রতিশোধ নোব। মোগলের সমস্ত শক্তিও যদি মগ দমনে প্রয়োগ করতে হয় তবু আরাকানের ধ্বংস করব, মোগল-রক্তপাতের প্রতিশোধ নোব। বাংলার অশান্তি আগে দূর করে তবে আরাকান অধিকার করব। রাজ পরিবার বন্দি করে দিল্লীতে পাঠাব। সম্রাট স্বহস্তে তা'দের হত্যা করে' সুজার সপরিবারের হত্যার প্রতিশোধ নেবেন, তবেই আমার এই অভিযানের স্বার্থকতা হবে।" এই

কথা ভাবিতেছেন এমন সময় রক্তাক্ত দেহে মৃত হাসেনকে কাঁধে করিয়া বুজুর্গ শিবিরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "জাঁহাপনা, পিতা, রণজয় হয়েছে, দুর্গ অধিকার হ'য়েছে, বাংলায় মগের ধ্বংস হ'য়েছে কিন্তু একটি মাত্র—" এই কথা বলিতে বলিতে বুজুর্গের চোখে বান ডাকিল, পৃথিবী অন্ধকার দেখিল, বাক্‌শক্তি রোধ হইল! হাসেনের মৃত দেহ দেখিয়া শায়েস্তা খাঁ স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, "এ কে! হাসেনআলী!" কাঁদিতে কাঁদিতে বুজুর্গ বলিল, "হাঁ পিতা, হাসেনআলী। এই নাও পিতা, উপহার নাও পুরস্কার দাও! রণজয় হ'লে না পুরস্কার দেবে? কাকে দেবে? যে রণজয় করেছে সে ত আর নাই, যে না থাকলে আজ মগের ধ্বংস হত না, বাংলায় শান্তি স্থাপন হত না, এই সেই হাসেন আলী, মুসলমানের মাথার মণি, বাংলার ধ্রুবতারা অক্ষয় গৌরব। দু' ভাই মিলে দুর্গে প্রবেশ করলুম, দেখলুম, বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে কাপ্তেন মুর, হাসেনআলী শঙ্করী দেবী আর রঘু দাদা শত শত মগের প্রাণ সংহার করেছে। শত শত মোগল সেনাকে পশ্চাতে রেখে তা'রা আগু ছুটে গিয়ে ভীমতেজে শত্রু আক্রমণ করেছে। দুর্গের ভিতর তা'দিগকে অষ্টবজ্রের ন্যায় মগেরা ঘেরাও করেছিল, কিন্তু হাসেনআলী অলৌকিক কৌশলে সেই ব্যূহ ভেদ করে শত শত শত্রু সংহার করেছে। পিতা, বাংলায়

এমন বীর আছে ধারণায়ও করতে পারি নাই, এমন বীর আর জন্মাবে কি না ভগবান জানেন। হাসেনের মৃত্যুতে আর একটি ধ্রুবতারা বাংলার আকাশ থেকে খসে পড়বে, হাসেনের শোকে রঘুদাদার প্রাণে শূল বিঁধবে, হৃদয় তা'র ভেঙ্গে যাবে ! পিতা, দুর্গ জয় হয়েছে, কিন্তু বীরবন পলাতক।" এই বলিয়া হাসেনের মৃত দেহ ভূতলে রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। বুজুর্গের কথায় শায়েস্তা খাঁ চমৎকৃত হইলেন এবং বলিলেন, "বীরবন পলাতক, আর তুমি !"

বুজুর্গ। পিতা, এই মহাপ্রাণ রক্ষা করাই তখন ছিল আমার প্রধান কর্ত্তব্য। আশা ছিল যদি বাঁচাতে পারি। হাসেনকে পেলে আবার বীরবনকে পাব।

বুজুর্গের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সেনাপতি হুসেন খাঁ। হুসেনখাঁ হীরানীর প্রেমে মুগ্ধ, কিন্তু হীরানী "বাঁদরের গলায় মুক্তার হার," বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করিত। হীরানী মনে মনে বুজুর্গ খাঁকেই তাহার একমাত্র আরাধ্য দেবতা বলিয়া পূজা করিয়াছিল। হাসেনঅলীর মৃত্যুর শেষ বিদায় বাণী, "সাহাজাদা, হীরানী রইল, তা'কে দেখো, তুমি ছাড়া তা'র আর কেউ নাই" বুজুর্গের প্রাণে প্রাণে সে কথা গাঁথা রহিয়াছে। হীরানী বুজুর্গকে স্বামীরূপে ধ্যান করিয়াছিল কিন্তু বুজুর্গ একদিনও সেভাব মনে স্থান দেয় নাই। বুজুর্গ জানিত হীরানী হাসেনের বোন, তাহার ও বোন ! ভগিনীরূপেই

তা'কে ভালবাসিয়াছিল। হুসেন খাঁর কিন্তু এ ভালবাসা অসহ্য যন্ত্রণা দায়ক হইয়াছিল। হুসেন খাঁ নবাব শায়স্তা খাঁকে অনেক সময় বুজুর্গের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা বর্ণনা করিত। তাই শায়েস্তখাঁ আজ বুজুর্গের এই ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "তবে কি তাই! হুসেন খাঁ আমাকে পূর্ব্বেই সতর্ক করে দিয়েছিল যে, হাসেনের ভগিনীর সহিত বুজুর্গের অনুরাগ জন্মেছে, গোপনে পরিণয় ও বোধ হয় হ'য়ে থাকবে। যাই হোক পরীক্ষা করতে হবে। রমণীর প্রেমের দায়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশে পলাতক বীরবনকে প্রত্যাখ্যান করেছে! বুজুর্গ, সাবধান, শায়েস্তা খাঁর হাতে তোমার পরিত্রাণ নাই!" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে ক্রোধভরে পুনরায় বলিলেন, "মূর্খ, জান না, আরাকানে মোগলের রক্তপাত হয়েছে, সেই রক্তের তেজে সমস্ত আরাকান জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করতে হবে, আজ তুমি সেই শত্রুকে উপেক্ষা করে সামান্য একটা মুসলমান বাঙ্গালীর প্রাণ বাঁচাতে সাহস পেয়েছ? তুমি রাজদ্রোহী বন্দি!"

করপুটে বুজুর্গ বলিতে লাগিল, "পিতা, দেবতা, সন্তানের অপরাধ নেবেন না, আমি কর্ত্তব্য অবহেলা করিনি, কোন স্বার্থের জন্য একাজ করিনি। বীরবন পলাতক কিন্তু কাপ্তেন মুর, রঘু ও শঙ্করী দেবী তা'র অনুসরণ করেছে।"

শায়েস্তা খাঁ ক্রোধভরে বলিলেন "তাই তুমি বীরত্বের পরিচয় দিয়ে একাজ করেছ, নয়! কিন্তু জেনো বুজুর্গ, যদি বীরবনকে বন্দি করতে না পার তবে তুমি রাজদ্রোহী বলে বন্দি হ'বে, দরবারে তোমার বিচার হবে, উপযুক্ত শাস্তি পাবে। তুমি মোগলের কলঙ্কের বোঝা মাথায় করে নিয়ে এসেছ। আমি পুত্র বলে তোমায় ক্ষমা করব না। যদি এই কারণে তোমার চরিত্রে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক স্পর্শ করে তা হলে জানবে, তোমার দণ্ড শিরশ্ছেদ! স্বয়ং সম্রাটও তোমায় রক্ষা করতে পারবেন না।" এই বলিয়া নবাব স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন এবং পলাতক বীরবনের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

তখন বুজুর্গ মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন "ভগবান, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যদি কোন অপরাধ করে থাকি, তুমি তা'র বিচার কর্ত্তা। দয়ালু পিতার আমার আজ মতিগতির পরিবর্ত্তন হ'ল কেন! কেহ আমার শত্রুতা করেছে কি? কে করবে, হুসেম খাঁ? তা অসম্ভব নয়। আজ ক' দিনই দেখছি তা'র মনে যেন স্ফূর্ত্তি নাই, যুদ্ধেও উৎসাহ নাই। সময় সময় যেন আমার প্রতি তা'র একটা হিংসার কটাক্ষ পরিলক্ষিত হচ্ছে। কারণ কি? হুসেন খাঁ, তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, ভাল, পরিচয় পেতে আর বেশী বিলম্ব হবে না। হাসেন, হাসেন, ভাই আমার, তোমার কীর্ত্তি খোদার রাজ্যেও

চির অক্ষয় হয়ে থাকবে, তুমি যেখানেই থাক, জেনো বীর, তোমার দান আমি সাদরে গ্রহণ করব, তুমি স্বর্গ থেকে দেখবে জীবনে মরণে ও তোমার হীরানীর কখনও অমর্য্যাদা হবে না।”

এই কথা শেষ হইতে না হইতেই হীরানী উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছিল। এই যুদ্ধে তা'র প্রাণের ভাই আর নাই এই কথা যেন তা'র মনে কে জাগাইয়া দিয়াছিল, তাই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া মগের দুর্গে শত শত মৃত দেহ খুঁজিয়াছিল, মৃতের কত আর্ত্তনাদ শুনিয়াছিল কিন্তু কোথায়ও হাসেন আলীর সাড়া পাইল না। কত পাহাড় পর্ব্বত খুঁজিয়াছিল, কত বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়াছিল, কত চীৎকার করিয়া ডাকিয়াছিল, কিন্তু কাহারও সাড়া পাইল না! আবার মনে করিল “মগের দুর্গ জয় করে হয়ত দাদা আমার মোগল শিবিরে বিশ্রাম লাভ কচ্ছেন।” এই আশায় বুক বাঁধিয়া মোগল শিবিরে প্রবেশ করিয়া সাহাজাদার পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, “সাহাজাদা, সাহাজাদা, কই, আমার ভাই কই! একি হলো, দাদা আমার নাই! খোদা, তুমি একি করলে!” এই বলিয়া হাসেনের মৃত দেহ কোলে করিয়া কত বিলাপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বুজুর্গ সান্ত্বনা বাক্যে বলিতে লাগিল, “হীরা, বৃথা

শোক পরিহার কর। হাসেনের এ মৃত্যু নয়—মৃত্যু জয়! বহু পুণ্যফলে এমন বাঞ্ছিত মৃত্যু ভাগ্যে ঘটে।”

বুজুর্গ হীরানীর সহিত এরূপ বাক্যালাপ করিতেছিল এমন সময় হুসেন খাঁ অন্তরাল হইতে সমস্ত লক্ষ্য করিতে লাগিল। হীরা হাসেনের শোকে অধীরা হইয়া নানারূপ বিলাপ করিয়া কাঁদিতেছিল। বুজুর্গ হীরানীর হাত ধরিয়া প্রবোধ বাক্যে বলিতে লাগিল, “ভয় কি হীরা, ভগবান আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, তিনি হাসানের সদ্‌গতি করবেন, তিনিই মঙ্গলময়!”

বুজুর্গ হীরানীর হাত ধরিলে পর হুসেন খাঁ, অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিল। ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া যেমন হুসেন খাঁ বুজুর্গের প্রতি বন্দুক লক্ষ্য করিল অমনি অদূরে কামান গর্জ্জন হইল। কাপ্তেন মুর যুদ্ধ করিতে করিতে বীরবনকে শিবিরের নিকট ধাবিত করিল। কামান গর্জ্জন শুনিয়া হুসেন খাঁর বন্দুক লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল এবং তাড়াতাড়ি মুরের বিরুদ্ধে বন্দুক চালনা করিতে অগ্রসর হইল। হুসেন মনে মনে বলিল, বুজুর্গ, সাবধান, তোমার জীবন মরণ এখন আমার হাতে।” কাপ্তেন মুর ও বীরবন যুদ্ধ করিতে করিতে শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইল। রঘুরাম দস্যুদিগকে একে একে ধ্বংস করিয়া বীরবনের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। যুদ্ধ করিতে করিতে মুর চীৎকার

করিল, "সাহাজাডা, বীরবনকে আক্রমণ করুন, হামি আক্লাণ্ট, ডেহ ক্ষট বিক্ষট।" রঘুরাম চীৎকার করিল "সাহাজাদা, প্রস্তুত হও, যুদ্ধ কর, হুসেন খাঁ আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা কচ্ছে, সে বিদ্রোহী!" মুর ও রঘুরামের চীৎকার শুনিয়া বুজুর্গ হাসেন আলীর মৃত দেহ শিবিরে স্থাপন পূর্ব্বক তরবারি হস্তে অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিল, "হুসেন, তোর কূটনীতি বুঝেছি, বুজুর্গের হাত থেকে এবার আর পালাতে পারবে না। ভয় নাই রঘু দাদা, ভয় নাই কাপ্তেন সাহেব, এখনও বাংলায় মোগল শক্তি বজ্রের ন্যায় কঠিন, অক্ষত, ভীমতেজে বলীয়ান!" এই বলিয়া তরবারি উত্তোলনপূর্ব্বক পুনরায় বলিতে লাগিল, "জাগো বাংলার হিন্দু মুসলমান, এস সবে যে যেখানে আছ, জাগো যুবা বৃদ্ধ বালিকা অন্ধ খঞ্জ যে যেখানে আছ। এস সবে দলে দলে পঙ্গপালের মত আক্রমণ কর, মগের রক্তে বাংলার নদ নদী প্লাবিত কর।" এই বলিয়া বুজুর্গ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। হীরানী শিবিরে বসিয়া হাসেন আলীর মৃত দেহ অতি যত্নে রক্ষা করিতে লাগিল। বুজুর্গ প্রথমতঃ বীরবনকে আক্রমণ করিল। এদিকে মুরের অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া এবং বুজুর্গের উপর বীরবনকে তরবারি নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া শায়েস্তা খাঁ শিবিরের আড়াল হইতে গুলী করিয়া বীরবনকে ভূতলশায়ী করিলেন। হুসেন খাঁ অলক্ষিতে

যেমন বুজুর্গকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, মুর অমনি অস্ত্রাঘাতে তাহাকে পরাস্ত করিয়া ধরিয়া ফেলিল। এইরূপে যুদ্ধ অবসান হইলে পর সকলেই একত্রে সমবেত হইল। এমন সময় শঙ্করী আহত অবস্থায় বেগে মোগল শিবিরের দিকে অগ্রসর হইয়া বীরবনের মৃত দেহের রক্ত দুই হাতে মাখিয়া উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে বিকট চীৎকার করিল, "হাঃ হাঃ হাঃ, মরেছে, মরেছে! কে মারলে? না, মারা ঠিক হ'ল না। শয়তানকে দগ্ধে দগ্ধে ত মারা হ'ল না, যে রসনায় পাপাত্মা কুৎসিৎ ভাষা উচ্চারণ করেছে সে রসনা ত উৎপাটিত করা হ'ল না, যে কলঙ্কিত বাহুদ্বয় রমণীর উপর পাশবিক অত্যাচার করেছে, সে বাহু ত খণ্ড খণ্ড করে তাতে নূন বসিয়ে দেওয়া হ'ল না, যে নির্লজ্জ ইন্দ্রিয়দ্বয় কুটীল কটাক্ষে সতীর ইজ্জত নষ্ট করেছে, নির্দ্দয় ভাবে তার ত উচ্ছেদ করা হল না, হৃদপিণ্ড তার ছিন্ন ভিন্ন ত করা হ'ল না! যাই, পিতার কাছে যাই। যেখানেই হোক তাঁ'কে খুঁজে বার করব। আর মগের ভয় নাই, মগদস্যু ধ্বংস হয়েছে! এই রক্ত, এইরক্তের জন্যই আমার এতদূর কঠোর সাধনা। পিতার যজ্ঞোপবীত এই রক্তে রঞ্জিত হবে, তবেই প্রতিহিংসানল আমার নির্ব্বাণ হবে।" এই বলিয়া যেমন অগ্রসর হইবে অমনি অবসন্ন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। শঙ্করীর এই অবস্থা দেখিয়া সকলেই তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল

এবং জিজ্ঞাসা করিল, "কে তোমার পিতা, কোথায় তিনি ?" কাতর কণ্ঠে মৃত্যুর আর্ত্তনাদে অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "বিক্রমপুরের জমিদার রঘুরামের কুলগুরু দীনদয়াল আমার পিতা।" এই কথা বলিতে বলিতে শঙ্করী দেবীর কণ্ঠ রোধ হইল, প্রাণ বায়ু আকাশে উড়িয়া গেল! রঘুরাম বীরবনের মৃত দেহের রক্ত দুই হাতে রঞ্জিত করিয়া বলিল, "ধন্য বাঙ্গালী নারী, ধন্য আমার ভগিনি! সাহাজাদা, বিদায়, আবার সময়ে দেখা হবে।" এই বলিয়া যেমন উন্মাদের ন্যায় ছুটিতে লাগিল বুজুর্গ বাধা দিয়া বলিল, "দাঁড়াও রঘু দাদা আর একটি উপহার নিয়ে যাও" এই বলিয়া শিবির অভ্যন্তর হইতে হাসেনের মৃত দেহ কাঁধে করিয়া রঘুরামের সম্মুখে দাঁড়াইল। রঘুরাম বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া বিকট চীৎকার করিয়া বলিল "একি! হাসেন আলী! আমার ভাই! ভাইরে একবার কথা কও, দাদা বলে ডাক। জাহাজাদা, মাকে কি বলে বুঝাব? দাও সাহাজাদা, আমার ভাইকে একবার আমার কোলে দাও, প্রাণের জ্বালা জুড়ই।" এই বলিয়া হাসেনের মৃত দেহ কাঁধে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "যাও ভাই, আর কিছু বলবার নাই, বলেও কোন ফল নাই! যদি ভাই বলে প্রাণ দিয়ে ভাল বেসে থাকি—আবার দেখা হবে। বীরের বাঞ্ছিত রাজ্যে যাও। মা, এবার তোমার কেশ রাশি শত্রুর রক্তে রঞ্জিত

হবে। এই রক্তেই তোমার প্রতিহিংসার অবসান হবে। সাহাজাদা, এই মৃত বীরাঙ্গনার ভার তোমার উপর” এই কথা বলিয়া হাসেনের মৃত দেহ কাঁধে করিয়া যেমন প্রস্থান করিবে বুজুর্গ অমনি বাধা দিয়া পুনরায় বলিল, “দাঁড়াও রঘুদাদা, এমৃতদেহের অধিকার তোমার নয়—আমার। এই মৃতদেহের কৈফিয়ৎ নবাব দরবারে আমাকেই দিতে হবে। বিশেষতঃ হাসেন মুসলমান তুমি হিন্দু।” এই কথা শুনিয়া রঘুরাম থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “কি বল্‌লে সাহাজাদা, হাসেন মুসলমান, রঘুর ভাই মুসলমান! ভুল বুঝেছ সাহাজাদা, হাসেন যে আমার মায়ের পেটের ভাই! এই মাটিতে দু’ভায়ের জন্ম, এক ক্ষেত্রের শস্তে দু’ভায়ের দেহ পুষ্ট, এক মায়ের দুগ্ধপান করে আমরা এত বড় হয়েছি, এক দেশের বায়ু সেবন করেছি, এক মাকে মা বলে ডেকেছি, এক মায়ের কোলে দু’ ভায়ে শুয়েছি আবার সেই মায়ের কোলেই সকলের দেহ লয় হবে! জন্ম মৃত্যু যা’র এক সম্বন্ধ সে কি আর আমার মায়ের পেটের ভাই নয় সাহাজাদা!” রঘুরামের উচ্চ আদর্শ ও মহত্ত্ব দেখিয়া বুজুর্গ বলিল, “রঘুদাদা, তোমার উচ্চ প্রাণের আদর্শটীকে একবার আমার বুকে দাও।” এই বলিয়া হাত বাড়াইয়া হাসেনের মৃত দেহ আপন কাঁধে লইল। উদ্দেশ্য একবার নবাবের কাছে যায় এবং তাঁহার মনের সন্দেহ দূর করে। এই ভাবিয়া রঘুকে পুনরায়

বলিল, "এই অমূল্য রত্ন আমি দিল্লীনিয়ে যাব, সম্রাটকে দেখাব, বাঙ্গালী তা'র জন্মভূমির জন্য আত্মোৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত হয় না, আর এই স্বদেশ প্রেমিক বীর যুবকের কবরের স্মৃতি চিহ্ন সেখানে এমন ভাবে রক্ষিত হবে, ভগবান না করুন, যদি কখনও ভারতের, স্বাধীনতা লুপ্ত হয় সেইদিন এই স্মৃতি মন্দির সমগ্র ভারত বাসীর হৃদয়ে জাগিয়ে দিবে—অত্মোৎসর্গই স্বাধীনতার মূল, একতাই তার ভিত্তি।" সাহাজাদার কথা শুনিয়া রঘুরাম করপুটে প্রার্থনা করিল, "ক্ষমা করুন সাহাজাদা, হাসেন বাংলার মাটীতে জন্মেছে বাংলার মাটীতেই থাকবে, দিল্লীর মাটী বাংলার অস্বাস্থ্যকর, অনধিকার! রণজয় হলে পুরস্কার দিবে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, দাও, ঐ মৃত দেহটী আমায় পুরস্কার স্বরূপ দাও, সমস্ত বাংলার বিনিময়ে ঐ মৃত দেহটী মাত্র দাও, পুরস্কার দাও, না হয় অন্ততঃ ভিক্ষা দাও!"

রঘুরামের কথায় বুজুর্গের হৃদয় গলিয়া গেল, বলিল, "হাসেন তোমার ভাই, আমার কি নয়? অবশ্য আমার চেয়ে তোমার দরদ অনেক বেশী, এদেহের অধিকারও তোমার অনেক বেশী। এস রঘুদাদা, আজই আমরা হাসেনের কবরের ব্যবস্থা করব, আর এই ব্রাহ্মণ কন্যাকে তা'র পিতা গুরুজীর নিকট নিয়ে যাব।" এই বলিয়া উভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে রঘুরাম হাসেনের

মৃতদেহ কাঁধে করিল এবং মাতৃস্থানীয়া এই শঙ্করী দেবীর মৃত দেহের সম্মান প্রদর্শন করাইবার জন্য বুজুর্গ স্বয়ং শঙ্করী দেবীর মৃতদেহ কাঁধে করিয়া উভয়ে উন্মাদের ন্যায় ছুটিতে লাগিল।

কাপ্তেন মুর আপন আড্ডায় চলিয়া গেল। হুসেন খাঁকে বন্দি করিয়া দুইজন সৈনিক পাহারা দিতে লাগিল। নবাব শায়েস্তা খাঁ অন্তরাল হইতে আদ্যোপান্ত সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন এবং সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলেন। মুর প্রভৃতি সকলে চলিয়া গেলে পর, শায়েস্তা খাঁ আদেশ করিলেন, "এই মৃত বীরবনের দেহটা, আর বন্দি হুসেন খাঁকে আমার শিবিরে নিয়ে যাও।" এই বলিয়া স্বয়ং বিশ্রামার্থ শিবিরে চলিয়া গেলেন।

রঘুরামের যুদ্ধযাত্রার দিবস হইতে বিজয়া কালীর মন্দিরে যেরূপ ধ্যানমগ্না ছিলেন আজ যুদ্ধ অবসান পর্য্যন্ত ও সেই ভাবেই রহিয়াছেন। দীনদয়াল ও তরবারি হস্তে মন্দিরের সম্মুখে সেই ভাবেই প্রহরীর কার্য্য করিতেছেন। রঘুরাম হাসেনের মৃতদেহ কাঁধে করিয়া এবং বুজুর্গ শঙ্করীর মৃত দেহ কাঁধে করিয়া মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং রঘুরাম ডাকিল, "মা, মা, আমরা এসেছি, তোমার সাধনা সিদ্ধি হয়েছে, এস মা, শত্রুর শোণিতে তোমার আলুলায়িত কেশরাশি রঞ্জিত করে প্রতিহিংসানল নির্ব্বাণ করি!"

বিজয়া রঘুরামের কণ্ঠস্বর দৈববাণীর মত শুনিতে লাগিলেন এবং চমকিয়া উঠিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, ইহা স্বপ্ন না সত্য! রঘুরাম হাসানের মৃতদেহ ভূতলে রাখিয়া মৃত বীরবনের শোণিতে বিজয়ার কেশ রঞ্জিত করিতে লাগিল। বিজয়া মনে মনে সুখ স্বপ্ন ভাবিলেন "আঃ কি শান্তি, কি সুখ! মা মহামায়া, তোর খেলা তুই বুঝিস মা!" বিজয়া কিন্তু এখনও বাহ্য জ্ঞান শূন্য, সকলই যেন স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল।

বুজুর্গ অগ্রসর হইয়া ডাকিল, "ব্রাহ্মণ গুরুজী, এই

নাও তোমার শঙ্করী ; দাও, যজ্ঞোপবীত দাও, জুড়িয়ে গেল, শত্রুর উত্তপ্ত শোণিত জুড়িয়ে গেল !" এই বলিয়া শঙ্করীর হাতের রক্তদ্বারা দীনদয়ালের যজ্ঞোপবীত রঞ্জিত করিতে লাগিল। "শঙ্করী শঙ্করী, মা আমার" এই বলিয়া দীনদয়াল শঙ্করীর মৃত দেহ নিজ কাঁধে লইয়া পুন বলিলেন, "তোর বৃদ্ধ পিতার অদৃষ্টে কি এই ছিল মা ! দেশ উদ্ধার করতে এসে শেষে কি তোকেও জন্মের মত বিসর্জ্জন দিলুম !" এই বলিয়া দীনদয়াল কাঁদিতে লাগিলেন। রঘুরাম বলিল, "মা, মগধ্বংস হয়েছে, প্রতিহিংসা ও নিবৃত্তি হয়েছে, কিন্তু তুমি দু'টী সন্তান হারিয়েছ মা ! এই দেখ তা'দের সোণার কান্তি ধূলায় লুণ্ঠিত ! গুরুকন্যা আর হাসেন না থাকলে মগধ্বংস হ'ত কিনা সন্দেহ !"

এতক্ষণ পর বিজয়ার ধ্যান ভঙ্গ হইলে হাসেন আর গুরু কন্যার মৃত দেহ দেখিয়া আছাড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন ! এই উভয় মৃত দেহ কোলে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা রঘু, তোরা যে দু' ভাই, আমার দুই ছেলে, আজ একটি হারালুম ! মা শঙ্করী, তোরা কি দেশের জন্যই প্রাণ দিতে এসেছিলি মা !" বিজয়ার চোখের জলে মৃত দেহদ্বয় প্লাবিত হইল !

দীনদয়াল বলিলেন "কি চমৎকার দৃশ্য, কি অপূর্ব্ব

মিলন! মা, শুধু ছেলে হারাওনি, একটি মেয়েও হারিয়েছ, তোমারি সাধের বীণা আর নাই!”

রঘুরাম স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদে অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, “কত কষ্ট, কত দুঃখ করে স্বামীসেবায় রত ছিলে, সেই স্বামী পরিত্যাগ করে কেমন করে চলে গেলে সতি! কি করে এই ভাঙ্গা বুক নিয়ে ঘরে যাব, কি নিয়ে থাকব!” এই বলিয়া যেমন গৃহগুলির দিকে লক্ষ্য করিল, দেখিল সমস্ত ঘর বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে ও কালীর মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রঘুর হাবভাব বুঝিতে পারিয়া বিজয়া বলিলেন “বাবা, আমিও তোমার মত স্বপ্ন মুগ্ধ, এ সমস্ত আমার কিছুই বিদিত নাই!” দীনদয়াল বলিলেন, “যুদ্ধযাত্রার কিছুদিন পর মগেরা আমাদের আক্রমণ করে, ঐ পাহাড়ের উপর থেকে শত্রুর কামানের গোলা বর্ষণ হয়। বীণা আর হীরা শত্রুর গতিরোধ করে। অসংখ্য গোলার মুখে বীণার মৃত্যু হয়, গৃহ ভস্মীভূত হয়, মন্দিরের চূড়া ভেঙ্গে যায়; আমি প্রাণপণে শত্রুর আক্রমণে বাধা দিই। ঘরের আগুন ক্রমেই বাড়তে থাকে, শত্রুগণও ভয়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু হীরানীর আর তোমার শিশু সন্তানের আজও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না!”

গুরুজীর কথা শেষ হইলে বুজুর্গ বলিল, “হীরানীর জন্ম ভয় নাই, সে জীবিত, আমার সঙ্গেই তা’র সাক্ষাৎ হ’য়েছিল।”

রঘু দীনদয়ালের কথায় মর্ম্মাহত হইয়া উন্মাদের ন্যায় ভস্মীভূত গৃহের এককোণে বীণার পরিধানের বস্ত্রাদি দেখিতে পাইয়া তাহা হাতে লইয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, “এই যে আমার সাধের বীণার সাধের সাড়ী কত যত্ন করে তুলে রেখে দিত, এই রাগ-রঞ্জিত সিঁদুর তা'র প্রশান্ত ললাটে কেমন সৌন্দর্য্য বাড়ত, মনে হত স্বর্গেও এমন অপ্সরা মিলে না! অলঙ্কার তার দু'গাছা শাঁখা আর একগাছা নোয়া! রাজার রাণী আজ ভিখারিনী বেশে কি শান্তি, কি সুখ অনুভব করত তা স্বর্গের দেবী না হলে সেই সুখের অধিকার কেহ হ'তে পারে না। এহেন সুখ যার ছার স্বর্গসুখ সে কামনা করে।” এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। বিজয়া ও তাহার স্বামীর ব্যবহারের বসন ভূষণ দেখাইয়া বলিলেন, “বাবা, আর এই পাদুকা একদিন যাঁ'র পায়ের শোভা বর্দ্ধন করেছিল, এই পট্যবস্ত্র পরিধান করে যিনি একদিন মায়ের পূজায় রত হতেন, এই জপের মালা যাঁ'র গলায় একদিন নীলকণ্ঠের ন্যায় সুশোভিত ছিল, যিনি একদিন দেশ রক্ষার জন্য পরিবার এবং প্রজাবর্গের ইজ্জত রক্ষার জন্য প্রাণপণে শত্রুর আক্রমণে বাধা দিয়েছিল, শত শত প্রজার প্রাণ রক্ষার জন্য, পুত্র পরিজন রক্ষার জন্য অম্লানবদনে শত্রুর হাতে আত্মোৎসর্গ করেছেন, তিনি আমার হৃদয়েশ্বর স্বামী, তোমার পিতা,

যিনি আর ইহলোকে নাই, মনে পড়ে কি রঘু সেইদিনের কথা ?”

রঘুরাম বলিল “বৃথা শোক করা, শোক কাহারও কম নয়! অদৃষ্টে যা’ ছিল তা’ কেহ খণ্ডন করতে পারে না। মহামায়ার ইচ্ছায় এসংসারের মায়া খেলা হচ্ছে। এ রণজয়ও তাঁ’র ইচ্ছার কারণ।” সকলেই একে অন্তের শোকে শোকান্বিত হইয়া বিষণ্ণ বদনে অতীত ঘটনার কাহিনী বর্ণনা করিতেছে এমন সময় রঘুরামের শিশু সন্তান কোলে করিয়া হীরানী ছুটিয়া রঘুরামকে বলিল, “এই তোমার সেই হারানিধি রঘুদাদা, তোমার বীণার শেষদান, স্মৃতি চিহ্ন তা’র অতি যত্নে অতি সঙ্গোপনে রেখেছি দাদা। ভগবানের দয়াতে আজ আমরা নিরাপদ।”

শিশু সন্তানকে পাইয়া সকলেই সুখী হইল এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। বুজুর্গ বলিল “মা, তোমরা ক্ষান্ত হও, ভগবানের রাজ্যে তাঁহার অনুমোদিত পথ ছাড়া মানুষ অন্য পথে চলতে পারে না। যে গেছে তা’কে ত আর পাবে না। যে আছে তা’কে নিয়ে সংসারের কর্ত্তব্য সাধন কর।” রঘু বলিল, “সাহজাদা, এত করেও কি জীবনের কর্ত্তব্য শেষ হলনা! ঠিক বলেছ, কর্ত্তব্য সাধন করব, সংসার ত্যাগী হব! এতদিন মানুষের সাধনা করেছি, এবার মানুষগুলি যাঁ’র তাঁ’রই সাধনা করব। বল মা, বলুন গুরুজী, আজ আমরা এই

পূর্ণ সংসারের কর্ত্তব্যছেড়ে সেই অনাদি অচ্যুত বৈকুণ্ঠ নাথের শান্তিময় রাজ্যে যাবার পথ পরিষ্কার করি।" এই বলিয়া সকলে স্থির করিল যে, ভগবানের দয়াতে আজ তাহারা দস্যুর অমানুষিক অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়াছে বাংলা নিষ্কণ্টক হইয়াছে সেই নবাবের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া পরে তাহারা সংসার ত্যাগী হইবে।

নবাবের দরবারে যাওয়ার কথা শুনিয়া হীরানী বলিতে লাগিল, "রঘু দাদা, যে মহাত্মার অপার করুণায় এই শিশুর প্রাণ রক্ষা পেয়েছে, যা'র অর্থে, সামর্থে আজ আমি বীণার স্মৃতিমন্দির স্থাপন করেছি,সেই মহাপুরুষকেও আমি নবাব শিবিরে নিয়ে যাব। দেখবেন বাংলায় আজও বাঙ্গালীর কেমন উচ্চ প্রাণ আছে, হৃদয়ের বল আছে, দেহের শক্তি আছে, আর দেখবেন এই অত্যাচারী মগের মুলুকেও মানুষ আছে!" এই বলিয়া সকলকে টানিয়া লইয়া গিয়া মন্দিরের পশ্চাদভাগে বীণার স্মৃতি মন্দির দেখাইল, মন্দিরের গায়ে লেখা আছে,—

বীণা! বাজাও বীণা মানব হৃদয়ে,
বাজুক হৃদয় তন্ত্রি পলকে পলকে;
বীরাঙ্গনা! সতীত্ব কাহিনী তব রটিবে ধরায়,
যতদিন রবে হিন্দু, পৃথিবী পূজিবে তোমায়।

বীণার স্মৃতি মন্দিরের দৃশ্য দেখিয়া রঘুরাম আহ্লাদে গদ্ গদ্ হইয়া বলিতে লাগিল, "আহা মরি মরি, কি

সুন্দর গান, কি সুন্দর তান! ধন্য রঘুর পত্নী, ধন্য তোমার স্বদেশ ব্রত! সতী, দয়া করে এ অধম স্বামীর কথা মনে করো, জন্মজন্মান্তরেও যেন তোমাতে আমাতে অভিন্ন হৃদয় হয়। আমার আর কোন শোক তাপ নাই আমি এবার সংসার কারাগার থেকে মুক্ত হৃদয় শান্ত অন্তরঙ্গ ভক্তিরসে রসাপ্লুত! কে যেন আমার হাত ধরে দেবতা বাঞ্ছিত রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছে! আয় আয়, তোরা কে কে যাবি আয়! এই ছ্যাখ হীরা সেই হাসেন্ আলী, আমার ছোট ভাই, তোর দাদা! আর এই সেই গুরুকন্যা শঙ্করীদেবী, যা'দের সাহায্য ভিন্ন বাংলার শান্তি স্থাপন হ'ত না, তা'রা আর নাই! ধর্, শক্ত করে ধর্, মা, তুমিও ধর, সাহাজাদা তুমিও ধর, ব্রাহ্মণ গুরুজী তুমিও ধর, আজ হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ ভেদাভেদ নাই, সবাই এক, এক হয়ে একই আত্মাকে আমার মায়ের পেটের ভাই বোনকে সকলেই ধর!" এই বলিয়া উন্মাদের ন্যায় সকলকে একসঙ্গে টানাটানি করিয়া লইয়া গিয়া হাসেনের ও শঙ্করী দেবীর মৃত দেহ সকলে মিলিয়া বহিয়া লইয়া বীণার মন্দিরের পাশে স্থাপন করিল এবং রঘু পুনরায় বলিল, "খোদা, ভগবান! তুমি কি আছ, আমার প্রাণের ভাই বোন থাকল দেখো, বীণা তুইও দেখিস! আমার ভাই বোন তোরও ভাই বোন থাকল, যদি পারি আমিও এক দিন এসে এমনি করে থাকব। আর যদি

আমার ভাই বোনের ক্ষিদে পায়, বীণা তুই তা'দের খাওয়াস, দেখিস অনাহারে যেন মরে না, মুসলমান বলে আমার ভাইকে যেন ঘৃণা করিস না! বীণা-বীণা-বীণা!" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া সমাধির উপর পড়িয়া গেল। সকলে মিলিয়া রঘুরামকে শুশ্রূষা করিতে লাগিল। হাসেন আর শঙ্করী দেবীকে বীণার মন্দিরের পাশে সমাধিস্থ করিয়া বুজুর্গ সকলকে সান্ত্বনা করিয়া আপন শিবিরে নবাবের নিকট চলিয়া গেল।

বুজুর্গের নিকট শায়েস্তা খাঁ যুদ্ধের আদ্যোপান্ত কাহিনী শ্রবণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এমন স্বদেশ ভক্ত বীর থাকতে সামান্য একটা মগ জাতিকে দমন করতে অশক্ত হয়েছিল ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়! আমিও অনেক সময় এই যুদ্ধের প্রসঙ্গে বাঙ্গালীর বীরত্ব দেখেছি। এতকাল দস্যুর অত্যাচার কেমন করে তা'রা সহ্য করেছিল তা আমার ধারণাতীত! সুজার হত্যার প্রতিহিংসার কিয়দংশ আজ নির্ব্বাণ হ'ল কিন্তু আরাকান ধ্বংস করা এবং রাজাকে সপরিবারে বন্দি করা চাই। পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গী জাতি ভয়ানক সাহসী ও বিশ্বাসী। কাপ্তেন মুরের সহিত বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে আরাকান ধ্বংস করে রাজপরিবার বন্দি করতে হবে।

বুজুর্গ বলিল, "জাঁহাপনা, পিতা, বাংলায় আছে সবই,

সাহস আছে, বুদ্ধি আছে, শক্তিও আছে, অর্থও আছে যথেষ্ট, লোকবলও আছে কিন্তু কেবল নাই একতা! আর থাকবার মধ্যে আছে হিংসা, দ্বেষ, পর নিন্দা, পরচর্চ্চা, আত্মকলহ প্রভৃতি নীচপ্রবৃত্তি!”

শায়েস্তা। তাই বাংলার আজ এই অধোগতি! বৎস, আমি আজই তীর্থ যাত্রা করব। সঙ্গে তুমি, বন্দি হুসেন খাঁ প্রভৃতি যাবে। হুসেন খাঁর বিচার সেই তীর্থেই করব।

নবাব তীর্থে যাবেন ইহার অর্থ কি কেহ বুঝিতে পারিল না। বাংলায় শান্তি স্থাপন করাই সম্রাটের আদেশ, সেই কার্য্য শেষ না করিয়া কি প্রকারে মক্কায় যাবেন ইহার অর্থ কেহই বুঝিল না।

সকলের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া শায়েস্তা খাঁ বলিলেন, “যে জাতি নিজের স্ত্রীর ভগিনীর মাতার ইজ্জত রক্ষা করতে, দেশকে অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করতে জানে না সেই জাতিকে আমি ঘৃণা করি, বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না, তা'রা পরমুখাপেক্ষী, তাদের অশান্তি ভোগই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। যাও, কথা রাখ, তীর্থযাত্রার আয়োজন কর।”

নবাবের আদেশে সকলেই তীর্থ পর্য্যটনে যাইবার মানসে দরবেশ বেশ ধারণ করিল! স্বয়ং নবাবও সামান্য ফকিরের বেশ ধারণ করিতে করিতে ভাবিতে

লাগিলেন, "বাংলা সত্য সত্যই তীর্থস্থান, কুললক্ষ্মী স্ত্রীজাতি বাংলার আদর্শ সতী, মাতৃস্থানীয়া। আমি সেই স্থানে তীর্থসৃষ্টি করব আর এই নরপশু হুসেন খাঁর পাপের পরিণামের যবনিকা সেইখানেই শেষ করব, বাংলায় এক নূতন কীর্ত্তি স্থাপন করব। বুজুর্গ, তুমিও সেই দিন বুঝবে তোমার পিতার উদ্দেশ্য কত মহৎ!"

রঘুরাম প্রভৃতি সংসার ত্যাগী হইয়া তীর্থ পর্য্যটনে যাইবে আর দেশে ফিরিবে না, ইহা বুঝিতে পারিয়া কি করা উচিত স্থির করিবার জন্য হীরাণী একবার দেওয়ানজীর নিকট পরামর্শ করিল এবং অকালে হাসেন আলীর মৃত্যুর জন্য বিলাপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল! দেওয়ানজী সান্ত্বনা বাক্যে বলিতে লাগিল, "মা বৃথা শোক করে ফল নাই যখন যা'র সময় হবে কেউ তা'কে রাখতে পারবে না। হাসেন আলীর মৃত্যুর মত মৃত্যু ক'জনার ভাগ্যে ঘটে মা! জন্মভূমির পূজায় আত্মোৎসর্গ করেছে, তা'র আত্মা এখন ভগবানের নিকট বিরাজ কচ্ছে, সে আর মানুষ নাই—দেবতা! তার জন্য কোন শোক করো না, অমঙ্গল হবে," এই বলিয়া নিজে মনে মনে পুনরায় ভাবিতে লাগিল, "আমার রঘু যুদ্ধজয়ী, মগের ধ্বংস করেছে, পিতৃহন্তার প্রতিশোধ নিয়েছে, সে বেঁচে আছে! আহা, আজ আমার প্রাণে কি শান্তি, কি সুখ! এই হাতে রঘুকে খাইয়েছি, মানুষ করেছি,

দু'হাত দিয়ে রঘু আমার গলা জড়িয়ে ধরত, সেই রঘুকে আবার দেখতে পাব, কি আনন্দ, কি সুখ!" এই ভাবিতে ভাবিতে হীরাণীকে বলিল, চল মা, রঘুর বাড়ী চল, তারপর নবাবের দরবারে যাব। রঘুকে একবার দেখব, একবার তা'কে ফেরাব, আবার তা'কে সংসারী করব।" এই বলিয়া হিরাণীকে সঙ্গে করিয়া রঘুর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

সতীর মন্দির

যুদ্ধ অবসানের কিছুদিন পরে বীণাপাণি, শঙ্করী এবং হাসেনের সমাধি স্থানে স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দীনদয়াল, রঘু ও বিজয়া সংসার ত্যাগ করিয়া গৈরিক বেশ ধারণ পূর্ব্বক তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইবার মানসে ব্রজবাসীগণের সহিত সমবেত হইলেন। ব্রজবাসীগণ ভগবানের নাম করিতে করিতে সকলকে সঙ্গে করিয়া তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইল। পথিমধ্যে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করাইয়া তীর্থ ভ্রমণে যাইবেন এবং বাকী জীবন তীর্থ পর্য্যটনেই কাটাইবেন স্থির হইল। ব্রজবাসীগণ গান গাহিতে গাহিতে যাত্রা করিতেছে। মধ্যস্থলে হাসেনের সমাধি এবং দুই পাশে বীণা ও শঙ্করীর সমাধি মন্দিরের নিকট সকলে দাঁড়াইয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন।

এ দুনিয়ামে কৈত হ্যায় নেই আপনা,
আঁখি মূদলে সবশে আচ্ছা, দিলকো রাখ সাচ্চা।
আজ নেহি তো কাল মরগে মরণে হোগা সবকা,
ঝুটা সংসার ছোড়কে ভাইয়া সাচ্চা রাস্তা খোঁজনা।
ধন দৌলত আউড়ৎ বাচ্চা কৈইত হ্যায় নেই আপনা,
পরকাবাস্তে এতনা তক্‌লিফ ঝুটমুট নেহি করনা।

হুনিয়াকা মালিক ভাইরে হ্যায় ত একজনা,
সবকো ছোড়কে চলরে ভাইয়া সেইত পারের ভেলা।

সাধুগণ এরূপ ভজন গান করিতে করিতে আগে আগে যাইতেছে; পশ্চাৎ পশ্চাৎ দীনদয়াল রঘু ও বিজয়া অনুসরণ করিতেছে। এমন সময় দরবেশ বেশে শায়েস্তা খাঁ ও বুজুর্গ খাঁ প্রভৃতি রঘুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। নবাবের তীর্থ পর্য্যটনের স্থান সকলেই মনে করিয়াছিল মক্কায় যাত্রা করিবেন কিন্তু নবাবের সে উদ্দেশ্য ছিল না। রঘুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সকলে সমবেত হইলে পর সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। এদিকে রঘুরাম প্রভৃতি হিন্দুর তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা করিতেছে অন্যদিকে শায়েস্তা খাঁ প্রভৃতি তীর্থভ্রমণের নাম করিয়া রঘুর বাসস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন! সকলেই সকলকে সাদর সম্ভাষণ ও সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিল। বিজয়া বলিলেন, "জাঁহাপনা, আমরা তীর্থভ্রমণ মানসে আজ সংসার ত্যাগ করে নির্জ্জনে ভগবানকে আরাধনা করব বলে চলেছি।"

শায়েস্তা খাঁ। 'তা হয় না মা, এই স্থানই ধর্ম্ম-মন্দির—নবাবের দরবার আর দুনিয়ার তীর্থস্থান—স্বর্গ! এই তীর্থ ছেড়ে কোন্ তীর্থে যাবে মা? আমরা যে আজ এই তীর্থেই এসেছি মা!

বিজয়া। আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য। বাংলার

প্রাণ দাতা—দেবতা আজ আমার পর্ণকুটীরে পদার্পণ করেছেন, কি দিয়ে পূজা করব, কি উপযুক্ত আসনে বসাব, কি অভ্যর্থনা করব জাঁহাপনা !

শায়েস্তা খাঁ। মা, সত্য সত্যই আমরা তীর্থে এসেছি, তাই আমাদের আজ এই বেশ। আজ এই তীর্থের দেবদেবীর পূজা করতে এসেছি, পূজার উপকরণত কিছুই নাই মা, কি দিয়ে পূজা করব ? যে দেশে যে জাতি স্ত্রীলোকের সম্মান করে, পরস্ত্রীকে মাতৃ জ্ঞানে পূজা করে, যে স্ত্রী জাতি সতীত্ব রক্ষার জন্য অম্লানবদনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পার সে স্থান তীর্থ নয় ত কি, সে জাতি দেবতা নয় ত কি মা! আজ এই তীর্থে এসে মাতৃ চরণ দর্শনে আমার সাধ পূর্ণ হয়েছে।

রঘু। জাঁহাপনা, আপনার বীরত্ব ও দয়াগুণে আজ বাংলা নিরাপদ, সমগ্র বঙ্গবাসী আপনার নিকট কৃতজ্ঞ ও ঋণী। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার উপযুক্ত কি আছে জাঁহাপনা ! তবে সমস্বরে আমরা কাতরকণ্ঠে ভগবানের নিকট আপনার মঙ্গল কামনা কচ্ছি। একবার চেয়ে দেখুন, বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে দেবতার আরতির মত আপনার জয় গান কুলবালাগণ সমস্বরে গাইছে, দেবতার মন্দিরের মত প্রতি ঘরে ঘরে হাসির রেখায় আলোকিত হয়েছে, বাংলার ভূমি আজ কেমন শস্য শ্যামলা হ'য়েছে, প্রজাগণ রামরাজ্য উপভোগ কচ্ছে ; গোলাভরা ধান, শস্যপূর্ণ

ক্ষেত্র, কুবেরের ন্যায় ধনভাণ্ডারপূর্ণ ও নিষ্কণ্টক, অন্নপূর্ণার ন্যায় রন্ধনশালায় দু'হাত ভরে সকলে আজ অন্ন বিতরণ কচ্ছে! যুদ্ধের অবসান হ'তে না হ'তেই টাকায় আট মোণ চা'ল! এই সুখ শান্তির মূল ত আপনিই জাঁহাপনা। অভাব নাই, অভিযোগ নাই, হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, জাতি নির্ব্বিশেষে আজ বাংলার মাটী সকলের সমান অধিকার হয়েছে, সকলে বুঝেছে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।"

বুজর্গ। রঘুদাদা, এ ভগবানের আদেশ। যতদিন হিন্দু মুসলমান একতায় বদ্ধ থেকে লক্ষ্য রাখবে, এই জন্মভূমি উভয়েরই প্রসবিনী মা, উভয়েরই সমান অধিকার, এক মায়েরই দুই সন্তান, ততদিন এই বাংলা শুধু এই বাংলা কেন, সমগ্র ভারতভূমিই তা'দের! এই মায়ের কোলে অন্য কোন জাতির অধিকার নাই, স্থান নাই! বাংলা বাঙ্গালীর, ভারত ভারতবাসীর!

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর দীনদয়াল নবাবকে জানাইলেন যে, তাহারা এখন গৃহত্যাগী, ইষ্ট সাধনায় তীর্থ-পর্য্যটনাদি দ্বারা এ জীবন যাপন করিবে এবং যে কয়দিন বাঁচিবে এই ভাবেই থাকিবে। পুন বলিতে লাগিলেন, "জাঁহাপনা, দেহটা যা দেখছেন, ভগ্নতরীর মত জীর্ণশীর্ণ হ'য়ে রয়েছে, শোকে তাপে দেহ ভেঙ্গে গেছে; এই ভাঙ্গা তরী নিয়ে সংসার সাগরের প্রবল ঝড় বাতাসে

আর উজান ঠেলতে পারব না। হয়ত নদীর মাঝে নয়ত কিনারাতেই ডুবে যাবে! তাই যে ক'টা দিন বাঁচব, ভগবানের নাম করে সংসারের কোলাহল থেকে দূরে সরে গিয়ে কাটিয়ে দোব।"

বিজয়া। জাঁহাপনা, হিন্দু নারীর স্বামীই সর্ব্বস্ব। সে স্বামী যার নাই, অসার মাংসপিণ্ড দেহখানি তা'র বহন করাই বৃথা।

শায়েস্তা খাঁ। মা, আপনাদের দুঃখের কাহিনী বুজুর্গের মুখে সমস্তই শুনেছি। কি করবেন সবই ভগবানের ইচ্ছা। আমি আপনাদের ধর্ম্ম পথের গমনে বাঁধা দিতে রাজি নই। আমিও এই পবিত্র স্থানকে পরম তীর্থ মনে করে আজ এসেছি, এসে ধন্য হয়েছি। অক্ষয় স্মৃতিস্বরূপ এই স্থানটীকে হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মহাতীর্থরূপে প্রতিষ্ঠা করব। আর আজ থেকে রঘুরামকে রাজা উপাধি দান করলুম। তিনি সমগ্র বিক্রমপুরের অধিকারী হলেন: এ মোগল জাতি যতদিন এ রাজ্যে নবাবী পদে অভিষিক্ত থাকবে ততদিন তা'রা আপনাদের পরম বন্ধুভাবে সাহায্য করবে।

বিনয়পূর্ব্বক করপুটে রঘুরাম বলিতে লাগিল "জাঁহাপনা, ভগবান আপনার মনোবাসনা পূর্ণ করুন; বহুপুণ্য ফল ব্যতীত কেহ নবাব বা রাজা হতে পারে না। আমি সামান্য একটা জীব মাত্র আপনার এ গুরু ভার আমার

এই দুর্ব্বল মস্তকে বইতে পারবে কেন? দয়া করে রাজ্য প্রলোভনে আর আমায় ফেলবেন না। ক্ষমা করুন, এ দানের আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য।” এই বলিয়া রঘুরাম নবাবকে কুর্ণিশ করিতে করিতে এবং সাহাজাদা-কে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুনরায় বলিল “ভাই সাহাজাদা, এই জন্মে না হয় পরজন্মে আবার আমাদের মিলন হবে!”

এই কথা বলিয়া যেমন রঘুরাম অগ্রসর হইতে লাগিল অমনি শিশুসন্তান কোলে করিয়া হীরানী এবং দেওয়ানজী পথ অবরোধ করিয়া সামনে দাঁড়াইল এবং হীরানী বলিতে লাগিল, ‘তা হবে না রঘুদাদা—এই জন্মেই! জাননা, শত্রুর ভীষণ আক্রমণ থেকে বুকে করে তোমার বীণার শেষ চিহ্ন এই শিশুকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে এই মহাত্মার আশ্রয়ে রক্ষা করেছি; জাননা, বীণার সেই চিহ্ন পায়ে ঠেলে ফেলে গেলে তোমার সাধের বীণার শোকাতুর করুণ কণ্ঠস্বর তোমার কাণে অহরহ বাজবে; জাননা, সে তোমার মুখপানে চেয়ে চেয়ে কত আশা ভরসা করে তা’র এই স্মৃতিচিহ্নটুকু রেখে গেছে, তাকে ফেলে কোথায় যাও দাদা!”

হীরানীর কাতর ক্রন্দন শুনিয়া রঘুরামের হৃদয় গলিয়া গেল, মনে মনে বলিল, “মন, আর মায়া মমতা জড়িভুত হও না; কে কার. কার সংসার, এ সন্তান

কার, ভগবান তোমার ইচ্ছাতেই সংসার চল্‌ছে, তুমি যে ভাবে চালাচ্ছ সেই ভাবেই চলেছে!” এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সান্ত্বনা বাক্যে হীরানীকে বলিল, “ছোট বোনটী আমার তুমিইত রয়েছ, এযে তোমারি সন্তান, তুমিই রাখবে খাওয়াবে পরাবে, মানুষ করবে, তোমাকেই মা বলে ডাকবে।” এই কথা বলিতে বলিতে রঘুরামের দৃষ্টি দেওয়ানজীর উপর তীব্রভাবে প্রতি ফলিত হইল, অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, দেওয়ানজীও যেন প্রস্তরমূর্ত্তি রূপে দাঁড়াইয়া রহিল! রঘুরাম হীরাকে জিজ্ঞাসা করিল “ইনি কে বোন্?” দেওয়ানজী আর স্থির থাকিতে পারিল না, প্রাণের আবেগে কাঁদিতে কাঁদিতে রঘু-রামকে জড়াইয়া ধরিল। বৃদ্ধের চোখের জলে রঘুরামের বসন ভিজিয়া গেল। দেওয়ানজী কৃত্রিম গোঁপ দাঁড়ী ফেলিয়া দিয়া চীৎকার কবিয়া উঠিল, “রঘু রঘু, বাবা আমার, তুই বেঁচে আছিস্!” বৃদ্ধের ক্রন্দন আর থামে না, ক্রন্দনের ধ্বনি দিগদিগন্তর কাঁপাইয়া কোন অজানা অচেনা দেশে প্রতি ধ্বনিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধের ক্রন্দনে রঘুরামের নয়নবারি বিগলিতধারে বহিতে লাগিল। রঘু কাতর কণ্ঠে বলিল, “পিতা তুল্য দেওয়ানজী তুমি, তুমিই সে মহাপুরুষ! যা’র কোলে আমি মানুষ হয়েছি আবার এখনও আমার একমাত্র বংশধর এই শিশুকে আশ্রয় দিয়ে মনিবের নিমক রেখেছ, বংশ রক্ষা করেছ,

তোমার ঋণ পরজীবনেও শোধ হবে না! ভালই হ'ল, যাও বৃদ্ধ, এই শিশুকে তুমিই আবার মানুষ করো।" এই বলিয়া বিজয়াকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, "মা মা, দেখেছ কে এসেছে!" দেওয়ানজী মহাশয়কে দেখিয়া বিজয়া যেন স্বপ্নরাজ্যে বিরাজ করিতেছিলেন। "দেওয়ানজী তুমি বেঁচে আছ! ভগবান তোমায় বাঁচিয়ে রেখেছেন এই আমাদের পরমসৌভাগ্য।" বৃদ্ধ দেওয়ানজী বিজয়ার কথা শুনিয়া এতক্ষণে ক্রন্দন থামাইল এবং ছল ছল নেত্রে বলিতে লাগিল, "মা, আমি বেঁচে নাই শুধু, ধন সম্পত্তি ও অনেক রক্ষা করতে পেরেছি মা, দয়া করে এস, আবার সংসার করি ভাঙ্গা ঘর আবার সাজিয়ে নি।"

বিজয়া। বাবা, আর বৃথা বাধা দিও না। এই একমাত্র বংশধরটীকে তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি, দেখো।

বিজয়াকে এপথ হইতে ফিরাইয়া আনা অসাধ্য বুঝিতে পারিয়া রঘুকে বলিল, "বাবা রঘু, তোমার শত শত প্রজা তোমারি মুখচেয়ে প্রতীক্ষা কচ্ছে। অদৃষ্টে যা ছিল তা ত হয়েছে, এখন যা আছে, তাই নিয়ে চল সংসার করি। আমার সাধের সোণার পুরী আবার সাজিয়ে দিই।"

দেওয়ানজীর কথায় বাধা দিয়া রঘুরাম বলিল, "দেও-

য়ানজী, প্রজার আর বংশের রক্ষক এখন তোমরা। তোমরাই তা'দেরকে দেখো, আর যদি পার—"এই কথা বলিতে বলিতে রঘুরাম অন্ধকার দেখিতে লাগিল, মুখে বাকশক্তি রহিত হইল, মনে হইল, রঘু আর ইহ সংসারে নাই! বীণার মৃত্যুতে হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সংসার শূন্য হইয়াছে, হাসেনের মৃত্যুতে হস্তপদ শিথিল হইয়া গিয়াছে, শঙ্করীর মৃত্যুতে বান্ধবহারা হইয়াছে! পুনরায় গদ গদ কণ্ঠে বাষ্পপূর্ণ নয়নে রঘু বলিল, "দেওয়ানজী মশায়, যদি পার তবে এক একবার এই বীণার স্মৃতি মন্দিরে এস, আমার ভাইকে দেখো, বোনকে দেখো," এই কথা বলিতে বলিতে রঘুর পুনরায় বাক রোধ হইল, নয়ন জলে বুক ভাসিতে লাগিল।

আর কোনও উপায় নাই দেখিয়া বুজুর্গ "বলিল এখনও কি তোমার মন ফিরল না দাদা!"

রঘু। সাহাজাদা, আর ফিরবার নয়, এজন্মে নয়; কিন্তু যদি তোমার রঘুদাদাকে ভালবেশে থাক তবে এক একবার এই চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের পাদদেশে জাঁহাপনার প্রতিষ্ঠিত এই মহাতীর্থে এস, আমার বীণাকে দেখো, ভাইকে দেখো, বোনটীকে দেখো, পার যদি আমার কথা তা'দের কাছে বলো" এই বলিয়া গদ গদ কণ্ঠে বাষ্পলোচনে যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল অমনি নবাব শায়েস্তা খাঁ গমনে বাধা দিয়া বলিলেন, "শোন রাজা রঘুরাম, আমার শেষ

অনুরোধ রাখ, তোমার এই শিশু সন্তানকে আমার দেয় দান গ্রহণে অনুমতি দিয়ে যাও রাজা।"

নবাবের কথা শুনিয়া রঘুরাম দুই হাতে কুর্ণিশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "জাঁহাপনা, এসন্তান, আমার নয় আপনা-দের, যথা ইচ্ছা করতে পারেন !"

শায়েস্তা খাঁ দুই হাত তুলিয়া ঈশ্বরের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া বলিতে লাগিলেন "ধন্য রাজা রঘুরাম, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

এদিকে তীর্থ পর্য্যটনের প্রায় সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়াছে, যাত্রার শুভক্ষণ উপস্থিত, আর দেরী করা চলে না বুঝিয়াই রঘুরাম শেষ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে অগ্রসর হইল। সকলের বন্দোবস্তই প্রায় ঠিক হইল, কিন্তু হীরানীর একটা ব্যবস্থা এখনও স্থির হয় নাই। হীরানীর ভাই বোন, বাপ মা বলিতে কেহই নাই, হীরাকে সাহজাদার হাতে দেওয়াই একমাত্র কর্ত্তব্য। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে বুজুর্গের হাতে হীরানীর হাত রাখিয়া রঘুরাম বলিতে লাগিল,"সাহাজাদা, ভাই আমার, বহু যত্নের বহু আদরের ধন হীরাকে তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি, অযত্ন করো না, এই আমার হাসানের শেষ আকাঙ্ক্ষা।"

রঘুরামের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া নবাব প্রফুল্ল মনে বলিতে লাগিলেন, "রাজা, এদান শুধু তোমার আমার

নয়—ভগবানের ! এ দানের কখনও অমর্য্যাদা হবে না।” এই কথা বলিয়া নবাব প্রহরীকে ডাকিলেন। প্রহরী বন্দি হুসেন খাঁকে লইয়া নবাবের সম্মুখে দাঁড়াইল। এইখানে হুসেন খাঁর অপরাধের বিচার শেষ করিবেন মনে করিয়া আদেশ করিলেন, “হুসেন খাঁ, তোমার অপরাধ তুমি স্বীকার করেছ, তুমি রাজদ্রোহী, তোমার শাস্তি শিরশ্ছেদ! যাও প্রহরী, জল্‌দি যাও, কাল প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হুসেনের ছিন্নমুণ্ড দেখতে চাই।” নবাবের কঠোর আদেশে হুসেন খাঁর অন্তর কাঁপিয়া উঠিল, সভয়ে বলিতে লাগিল, “জাঁহাপনা, আমায় ক্ষমা করুন, ভগবানের নামে শপথ করে বল্‌ছি, আমি আর কখনও মিথ্যা বা প্রবঞ্চনা করব না।”

হুসেন খাঁর প্রার্থনায় নবাব কর্ণপাতও করিলেন না। প্রহরী হুসেন খাঁকে টানিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে বুজুর্গ বাধা দিয়া বলিল, “দাঁড়াও প্রহরী !”

বুজুর্গের কথায় প্রহরী থমকিয়া দাঁড়াইল। বুজুর্গ পিতার নিকট বিনয়ভাবে আদেশ প্রার্থনা করিল, “জাঁহাপনা, পিতা, দয়া করে, এ গোলামের একটা প্রার্থনা মঞ্জুর করুন, হুসেন খাঁর এই কঠোর দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করুন। যুদ্ধ জয়ের পুরস্কার ত সকলকেই দিয়েছেন, আমি কি পাবার যোগ্য নই ?”

শায়েস্তা খাঁ। তোমার পুরস্কার ! আমার অদেয়

তোমায় কি আছে বুজুর্গ? আমার সবই তোমার এই নবাবীও তোমার।

বুজুর্গ। পিতা, ক্ষমা করুন, আমি এ রাজ্য ধন প্রার্থী নই। এ গোলাম চিরদিনই আপনার গোলাম থাকবে। আমি হুসেন খাঁ'র পুনঃ বিচার প্রার্থী। তা'র অপরাধের শাস্তি আমিই দিব।

বুজুর্গের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া শায়েস্তা খাঁ পরম আনন্দের সহিত তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। হুসেন খাঁ মনে মনে ভাবিল, "হয়ত আমার অপরাধের মার্জ্জনা হবে।"

বুজুর্গ বিচারে বসিয়া প্রথমতঃ হুসেন খাঁকে উদ্দেশ্য করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে বলিতে লাগিল, "খাঁ সাহেব, হীরানী তোমার আমার নয়, যথা ইচ্ছা হীরানীকে গ্রহণ করতে পার, তুমি মুক্ত। তুমি হীরানীকে ভাল বেসেছ কিন্তু আমি স্বপ্নেও হীরানীকে এভাবে ভাবিনি।"

এই কথা শেষ করিয়া বুজুর্গ স্বহস্তে হুসেন খাঁর শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া দিল। হুসেন খাঁ অবাক্ হইয়া কি ভাবিতে-ছিল, স্বপ্নেও এহেন স্বপ্নের কথা ভাবে নাই। হুসেন খাঁর হৃদয় গলিয়া গেল। বুজুর্গের সরল প্রাণের কথা শুনিয়া হুসেন খাঁ তাহার চরণ যুগল জড়াইয়া ধরিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল "সাহাজাদা, ক্ষমা

করুন, আমি না বুঝে এ অন্যায় ব্যবহার করেছি, আমি অনুতপ্ত আমার পাপের দণ্ড বিধান করুন।”

বুজুর্গ। সে কি খাঁ সাহেব, তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, হীরানী তোমার!

হুসেন খাঁ বিনয়সহকারে করজোড়ে বলিতে লাগিল, “সাহাজাদা, আমি হীরানীকে চেয়েছিলুম সত্য, সে তো আমায় চায় না। তবে এ প্রেমে সুখ বা শান্তি কোথায়? বলপ্রয়োগে প্রণয় বা প্রেম বিচ্ছেদের কারণ। সাহাজাদা, আর বৃথা লজ্জা দিবেন না, পাপের দণ্ড দিন।”

বুজুর্গ। ভাল, তাই হোক্। তোমার দণ্ড, প্রকাশ্য রাজপথে তোমার স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত মাটীতে পুতে রাখা হবে, বিষধর সর্প ও কুক্কুর তোমায় দংশন করবে।

সাহাজাদার কঠোরতর দণ্ডাদেশ শুনিয়া ভয়ে ও ত্রাসে হুসেন বুজুর্গের পদতলে লুটিয়া পড়িল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ‘সাহাজাদা, মেহেরবান, দয়া করে এ আদেশ প্রত্যাহার করুন, আমার শিরশ্ছেদ করুন, খোদা আপনার মঙ্গল করবেন।”

বুজুর্গ। খাঁ সাহেব, আমার আদেশ প্রত্যাহার করবার অধিকার আর আমার নাই। তোমার অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা এখন হীরানীর হাতে।

হুসেন খাঁ কাঁপিতে কাঁপিতে গদগদকণ্ঠে ভাবে বিভোর হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া হীরানীর

পায়ে পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল, "মা, সন্তানের অপরাধ কি ক্ষমা করবি না মা!"

হীরানী নির্ব্বাক, অচল, স্থির ও ধীরভাবে দাঁড়াইয়া বুজুর্গের স্নেহমাখা নয়নদ্বয়ের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। হীরানীর কোন উত্তর না পাইয়া হুসেন খাঁ ক্ষিপ্তপ্রায় তরবারি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি, ক্ষমা করবি না মা, তবে ত্যাখ্ তোর সামনে, তোর সন্তান আজ তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে কি না!" এই বলিয়া নিজের গলায় তরবারি স্থাপন করিল।

বুজুর্গের নয়নকটাক্ষ হীরানীকে ইঙ্গিত করাইয়া দিল। হীরানী তৎক্ষণাৎ হুসেনের তরবারি কাড়িয়া লইয়া স্নেহমাখা সম্বোধনে বলিতে লাগিল, "বাবা, স্ত্রীজাতির নিকট তোমাদের শত অপরাধ মার্জ্জনীয়। একবার মাতৃ সম্বোধনে তোমার শত পাপ ক্ষয় হয়েছে, তুমি মুক্ত।"

হীরানীর সরল প্রাণের কথা শুনিয়া হুসেন খাঁ দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া গদগদকণ্ঠে বলিল, "ধন্য রমণী, ধন্য তোমাদের ধর্ম্ম, ধন্য তোমাদের ক্ষমা গুণ! মা মা, বিদায়!" এই বলিয়া তরবারি ও সৈনিকের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া কুর্ণিশ করিতে করিতে সেই মূহুর্ত্তেই হুসেন খাঁ বহির্গত হইয়া কোথায় কোন্ দেশে চলিয়া গেল, কেহই বলিতে পারিল না এবং কাহারও সহিত আর সাক্ষাত ও হইল না।

হুসেন খাঁ চলিয়া যাইবার পর মূহুর্ত্তে কুর্ণিশ করিতে করিতে কাপ্তেন মুর এই তীর্থ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, "জাঁহাপনা, শাহজাডা, রাজা রঘু নাট ! টোমাডের সাহস, টোমাডের বীরট্ব, টোমাডের একোটা এবং স্বডেশ প্রেম ডেখে হামারও হিংসা হইটেছে। টোমাডের এই একোটার কারণে আজ টোমরা আমাডেরকে বশীভূট করিয়াছে। হামি টোমাডের একোটার প্রশংসা করিটেছে কিণ্টু কখনও বিশোয়াস্ করবে না। একডিন হামারাও টোমাডের বিরুদ্ধাচরণ করিটে পারি। একটা কঠা বলিটেছি, যটদিন টোমাদের এই হিণ্ডু মুসলমানের একোটা ঠিক ঠাকিবে, টটোডিন টোমরা এই পৃঠিবীটে ঢনে জনে মানে বিড্যায়, এমন কি বীরটে্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঠাকিবে। নটুবা একেবারে অধঃপাটে যাবে, পরের মুখ চেয়ে টাকৃটে হোবে, টারা হাটে মারবে না, ভাটে মারবে জানিবে।"

কাপ্তেন মুরের উপদেশ শুনিয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিল, এবং তাহাদের সাহায্যে মগের ধ্বংস হয়েছে বাংলায় শান্তি স্থাপন হয়েছে এই জন্য সকলেই কৃতজ্ঞতা জানাইল। রঘুরাম কাপ্তেন সাহেবকে বলিল, "এখন দেশের রক্ষক মহাত্মা নবাব শায়েস্তা খাঁ আর বীরশ্রেষ্ঠ কাপ্তেন সাহেব আপনি। আপনাদের নিকট সমগ্র বঙ্গবাসী চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী। আমার একমাত্র বংশধর এই শিশুটীকে

আপনাদের অশ্রয়ে রাখলুম, পরিণাম আপনাদের হাতে। এই বলিয়া দীনদয়াল রঘুরাম বিজয়া প্রভৃতি সংসার পরিত্যাগ করিয়া এজন্মের মত চলিয়া গেলেন। যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন তাঁহারা আর এসংসারে প্রবেশ করিবেন না, জীবনের শেষ মূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইষ্ট সাধনায় দেহ প্রাণ মন বিসর্জ্জন দিবেন। শায়েস্তা খাঁরও তীর্থ পর্য্যটন এই খানেই শেষ হইল। এই স্থানে চির অক্ষয় ভাবে হিন্দু মুসলমান ভারতবাসী মাত্রেরই এক অপূর্ব্ব তীর্থ সৃষ্টি করিলেন। আর কাপ্তেন সাহেবকে বলিলেন, "তোমাদের পুরস্কার—তোমরা মিত্রভাবে বিনাকরে এদেশে বসবাস করবে আর মোগলেরা তোমাদের বিপদে আপদে সাহায্য করবে।"

এই বলিয়া নবাব শায়েস্তা খাঁ রঘুরামের শিশু সন্তান হীরানী প্রভৃতিকে লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শায়েস্তা খাঁর রাজত্ব কালে বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ ছিল। সকলেই রামরাজ্য উপভোগ করিয়া ছিল। শায়েস্তা খাঁর মত নবাব বাংলার অদৃষ্টে আর কখনও ঘটে নাই। আজও বাংলায় প্রবাদ অক্ষয় রহিয়াছে "নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আট মণ চাউল ছিল, প্রজারা রাম রাজ্য উপভোগ করি য়াছে।" ভগবান জানেন বাংলার ভাগ্যে কবে এমন সৌভাগ্য রবি পুন উদয় হইবে।

গুরু দক্ষিণা

মগের মুল্লুক।

ঐতিহাসিক পরিচয়।

(ঢাকার ইতিহাস)

কালের পরিবর্ত্তনে অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, বঙ্গদেশে ৩০০ শত বর্ষের পূর্ব্বে কখনও বাঙ্গালী বীর ছিলনা বা কামান বন্দুক দ্বারা নৌযুদ্ধ বা স্থলযুদ্ধ হইত না; কেবল লাঠি, তরবারি, বর্শা, ঢাল প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহার হইত। এই ভুল বিশ্বাস দূর করিবার জন্য আমি দু'একটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করিলাম মাত্র। ইহা গল্প কথা নহে—ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা।

সায়েস্তা খাঁর সুশাসন গুণে বঙ্গদেশে টাকায় আট মণ চাউল বিক্রীত হইলে মহোল্লাসে তিনি পূর্ব্ব দরজার তোরণ দ্বারে লিখিয়া যান যে, যে রাজার রাজত্বকালে পুনরায় এইরূপ সুলভ মূল্যে দ্রব্যাদি না পাওয়া যাইবে, তিনি যেন ঐ দ্বার উদ্ঘাটন না করেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে, সরফরাজ খাঁর সময়ে, যশোবন্ত রায়ের সুশাসন গুণে ঢাকা প্রদেশে টাকায় আট মণ চাউল বিক্রীত হইলে তিনি মহাসমারোহে উল্লিখিত তোরণ দ্বার মুক্ত করেন।

ইদ্রাকপুর।

ঢাকা হইতে ১৪ মাইল ও ফিরিঙ্গি বাজার হইতে ২ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে মেঘনাদ, লাক্ষ্যা ও ধলেশ্বরী এই নদ নদীত্রয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। মগদিগের অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য খানখানান মোয়াজ্জম খাঁ (মীর জুমলা) এখানে

একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইদ্রাকপুর যেরূপ স্থানে অবস্থিত, তাহাতে ইহাকে ঢাকার প্রবেশ-দ্বার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ঢাকা নগরী আক্রমণ করিতে হইলে এইস্থান অতিক্রম করিতে হইত এবং এই পথ ভিন্ন অন্য জলপথ সুগম ছিল না। সুতরাং এই স্থানটীকে সুরক্ষিত করিতে পারিলে মগ এবং পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে ঢাকানগরী একপ্রকার নিরাপদ হইবে এই উদ্দেশ্যেই এই দুর্গ ইচ্ছামতী নদীর দক্ষিণ তীরে নির্ম্মিত হয়।

১৮০২ খৃঃ অব্দে ঢাকার তদানীন্তন জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেটার সন সাহেবের রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তৎকালেও এই দুর্গটী সুদৃঢ় ছিল।

গত ১৯০৯ খৃঃ অব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত দেওয়ানবাগের একটা স্থানে মাটীর নীচে ৭টী পিত্তল নির্ম্মিত কামান আবিষ্কৃত হয়। তন্মধ্যে ২টী ঈশাখাঁ মসনদ আ'লি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ঈশাখাঁর নাম ও হিঃ ১০০২ সন অঙ্কিত রহিয়াছে। এই কামানগুলি দৈর্ঘ্য ৩ ফিট ১০ ইঞ্চি হইতে ৫ ফিট ১ ইঞ্চি। ওজন এক মণ হইতে দুই মণ পর্য্যন্ত।

টেভার নিয়ার ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে ঢাকায় আগমন করেন। সেই সময় সায়েস্তা খাঁ দুই বৎসর যাবৎ ঢাকার সুবাদারী পদ গ্রহণ করিয়া আগমন করিয়াছিলেন।

সাহসুজা নির্ম্মিত বড়-কাটরা হইতে প্রায় ১০০ গজ পশ্চিমে বুড়িগঙ্গাতীরে নবাব সায়েস্তাখাঁর নির্ম্মিত ছোট-কাটরার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

সুবাদার মীরজুমলা বড়-কাটরায় স্বীয় বাসস্থান মনোনীত করেন; ইহার তোরণদ্বারে তিনি প্রকাণ্ড দুইটী কামান সজ্জিত রাখিতেন।

বর্ত্তমান মেডিক্যাল স্কুল যথায় অবস্থিত, সেখানে সায়েস্তা খাঁ-নন্দিনী লাড়ুবিবির সমাধি বিদ্যমান ছিল।

পাঁচপীরের দরগার প্রায় ৫০০ শত গজ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে তারাদামপূর্ণ নানাবিধ আবর্জ্জনা সম্পূরিত মগ দীঘিকার তীরে পারসীকবি হাফেজের সমসাময়িক সুলতান গিয়াসউদ্দিনের সমাধি বিদ্যমান আছে। (মগের দৌরাত্ম্য সময়ে মুসলমানগণ সহর সোণারগাঁয় এই সকল দীর্ঘিকার পারে অবস্থান করিয়াছিল বলিয়াই পরবর্ত্তী সময়ে উহা মগদীঘি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

নারায়ণগঞ্জ বন্দরের অপর তীরে লক্ষ্যানদীর পূর্ব্বতটে নবীগঞ্জ-স্থিত কদমরসুল দুর্গ একটী তীর্থস্থান বলিয়া মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অভিহীত হইয়া থাকে।

কথিত আছে দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঈশাখাঁ মসনদআলির বংশীয় মনোয়ার খাঁ জমিদার, নওয়ারা মহালের রাজস্ব প্রদান করিতে অসমর্থ হওয়ায় সুলতান সুজা কর্ত্তৃক ঢাকা নগরীতে আহুত হইয়াছিলেন। অতঃপর মনোয়ার ঢাকায় আগমন করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সম্মানলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া নবীগঞ্জ নামক স্থানে একটী মসজিদ নির্ম্মাণপূর্ব্বক "কদম-রসুল" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

১৫৫৫ খ্রীঃ অব্দে বীরবর মানসিংহ-নন্দন দুর্জ্জনসিংহ প্রাণত্যাগ করেন। পরে দ্বন্দযুদ্ধে প্রীত হইয়া মানসিংহ ঈশাখাঁর সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। অতঃপর দিল্লীর দরবারে উপনীত

হইয়া সম্রাট আকবর হইতে "দেওয়ান মসনদ আলি" উপাধি এবং বাইশ পরগণার আধিপত্য লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

J. A. S. B. 1874 and 1904. Elliost Vol. VI.

খিজিরপুরে ঈশাখাঁর অস্ত্রাগার ছিল। সাহাবাজ খাঁ খিজিরপুরের দুর্গ অধিকার করিয়া সোণারগাঁও নগর হস্তগত করেন এবং পরে ঈশাখাঁর অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। এইস্থানে নৌযুদ্ধে দুর্জ্জনসিংহ প্রাণত্যাগ করেন। India office. Mss. N. 236.

ঈশাখাঁ মসনদ আলি শ্রীপুরের চাঁদ রায়ের দুহিতা সোণামণিকে লাভ করিবার আশায় চাঁদ ও কেদার রায়ের নিকট দূত প্রেরণ করিলে, রায়রাজগণ ঈশাখাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া প্রথমেই তদধিকৃত কলাগাছিয়ার দুর্গ আক্রমণ করতঃ বিধ্বস্ত করেন।

Journal of the Asiatic Socity of Bengal 1874, Pt. 1.

জরাজীর্ণ দেহ লইয়া আসাম অভিযান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে বীরাগ্রগণ্য মীরজুমলা হিঃ ১০৭৩ সনের ২রা রমজান বুধবার, খিজিরপুরের ২ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে নৌকা মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন।

ইস্‌লাম খাঁ মেসেদীর সময়ে আরাকান-রাজার ভ্রাতা ধরমসা মোগলের শরণাপন্ন হইলে মগেরা তাহার পশ্চাৎধাবণ পূর্ব্বক খিজিরপুর পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন। এইস্থানে তাহারা একদিন মাত্র অপেক্ষা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে একখানা চিঠি লিখিয়া একটী বৃক্ষ শাখাতে বাঁধিয়া রাখিয়া যায়। তাহাতে পরবর্ত্তী বৎসরে ঢাকা লুণ্ঠন করিবে বলিয়া উল্লিখিত ছিল।

মোগল শাসনের ইহা একটী প্রধান নাবিস্থান ছিল। এইস্থান হইতেই মোগল সুবাদারগণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন।

Stewart's History of Bengal; I. A. S. B; 1874 Elliot, Volvl; Fattniyyah—I—Jbriyyah.

বঙ্গদেশে মোগল পতাকা স্তম্ভ প্রোথিত হইবার পরে মগেরা তিনবার ঢাকা অঞ্চল লুণ্ঠন করিয়াছিল। নবাব খাংজাদ খাঁ এরূপ ভীরু স্বভাবের লোক ছিলেন যে তিনি মগের ভয়ে ঢাকা নগরীতে অবস্থান করিতেন না। মোল্লা মুরাসিদ ও হাকিম হায়দরকে ঢাকায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া তিনি রাজমহলে অবস্থান করিতেন। মগেরা সসৈন্যে ঢাকাতে আগমন করিলে প্রতিনিধিদ্বয় নগর হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া শত্রুর সন্মুখীন হইয়াছিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। মগী সৈন্যের তাণ্ডব নৃত্যে ঢাকা সহর টলটলায়মান হইয়াছিল। উহারা নগর ভস্মসাৎ করিয়া প্রচুর ধনরাশি লুণ্ঠন ও আবালবৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে বহুলোক বন্দি করিয়া চট্টগ্রাম প্রদেশে লইয়া যায়।

নপাড়া বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল। নপাড়া চৌধুরীদিগের পূর্ব্বপুরুষ রঘুরাম রায় বিক্রমপুরাধিপ কেদার রায়ের প্রধান আমাত্য পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রায় রাজগণের অধঃপতনের পরে রঘুরাম রায় বিক্রমপুরের প্রাধান্য লাভ করেন। উত্তর-কালে ইহারা অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠেন। কথিত আছে উহারা এক রাত্রিতে সার্দ্ধসপ্তশত নফর করিয়াছিল।

বিক্রমপুরের অন্তর্গত এবং রামপালের দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রঘুরামপুর নামক গ্রাম অবস্থিত। রঘুরাম রায় নামক জনৈক রাজার নামানুসারে এই স্থানের নাম রঘুরামপুর হইয়াছে।

রঘুরামপুরে ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক প্রাচীন দীঘি, পুষ্করিণী ও ইষ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

রঘুরামপুরের অব্যবহিত পশ্চিমে "সুখবাসপুর" নামে একটি গ্রাম বর্ত্তমান আছে। এই গ্রামের একটী প্রাচীন দীর্ঘিকা নয়ন-গোচর হয়। রাজা রঘুরাম রায়ের একটি আরাম বাটী ছিল বলিয়া ইহার নাম অদ্যাপিও সুখবাসপুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

রঘুরামপুরের অল্পদূরে দক্ষিণে "শঙ্কর বন্ধ" নামে একটী গ্রাম আছে। এই স্থানে রঘুরাম রায়ের সভাপণ্ডিত শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর বাসস্থান ছিল। "বিক্রমপুরের ইতিহাস শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত প্রণীত। ভারতী ১৩১২ ভাদ্র সংখ্যা।"

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগে পর্ত্তুগীজগণ লড়িকুল নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

মোগল শাসন সময়ে লড়িকুল একটী প্রধান নাবিস্থান ছিল। যখন মগেরা ফরিদপুরের পথ হইয়া লড়িকুলের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিল তখন আবুল হুসেন দেড়শত নৌবহরসহ উহাদিগকে আক্রমণ করে এবং মোগলের দুর্জ্জয় কামান মেঘমন্দ্রে গর্জ্জন করিয়া অগ্নিময় গোলক নিক্ষেপে অনেক মগবীর জীবনাহুতি দিয়াছিল। ফলে মগেরা বিক্রমপুর অঞ্চল হইতে একেবারে বিতাড়িত হইল।

চট্টগ্রাম অভিযানের প্রাক্কালে এই স্থানের পর্ত্তুগীজদিগকে স্ববশে আনয়ন করিবার জন্য নবাব সায়েস্তা খাঁ যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে লড়িকুলের দারোগা জিয়াউদ্দিন ইউসুফই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন।

(Blawএর মানচিত্র ১৫৪১ খৃঃ প্রব্দে অঙ্কিত De Barros এর মানচিত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে।)

নাগরী নামক স্থানে পর্ত্তুগীজদিগের প্রতিষ্ঠিত একটী গীর্জ্জা আছে। ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে ঐ গীর্জ্জা স্থাপিত হইয়াছে।

যে সময় রায় ভগবতী দাসের হস্তে দেওয়ানী বিভাগের কার্য্য ভার ন্যস্ত ছিল সেই সময় মগদস্যুগণ ঢাকার সন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ লুণ্ঠন করিতে থাকে এবং এহিতিসিমের পালক পুত্রকে (ইনি মোগল নৌবাহিনীর জনৈক সর্দ্দার ছিলেন) ধৃত ও বন্দি করিয়া নাজিপুর অভিমুখে প্রস্থান করে এবং সমস্ত গ্রাম জল-দস্যুগণের করতলগত হয়।

(Mss. Translation of Shihabuddin Talishi's Fathiyyahi-Ibriyyah, by Prof. Jadunath Sarkar. Page I25 B.

ইচ্ছামতী নদীতীরে, নারায়ণগঞ্জের বিপরীত দিকে, ঢাকা হইতে প্রায় ১৩ মাইল অন্তর ফিরিঙ্গী বাজার অবস্থিত। নবাব সায়েস্তা খাঁর সময়ে চাটিগাঁ অধিকৃত হইলে তিনি ফিরিঙ্গী বন্দি দিগকে এইস্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। তদবধি এই স্থানের নাম ফিরিঙ্গী বাজার হইয়াছে। Stewart's History of Bengal Dr. Taylor's Topography of Dacca.)

মোগল শাসনকালে বন্দর একটি প্রধান নাবিস্থান ছিল। মগদিগের অত্যাচারের কবল হইতে উৎপীড়িত দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য আমির-উল–উমরা সায়েস্তা খাঁ রাজা ইন্দ্রমনের অধীনে শতাধিক রণপোত এই স্থানে সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিতেন।

ঢাকা সহরের প্রায় ২ মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে মগবাজার অবস্থিত। ইসলাম খাঁ মেসেদীর শাসন সময়ে, আরাকানরাজের মৃত্যু হইলে তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারীর পুত্র তদীয় সিংহাসন

হস্তগত করিতে সমর্থ হয়। এই ঘটনায় আরাকান রাজার ভ্রাতা ধরম সা উনবিংশতি হস্তী, চারি পাঁচ সহস্র অনুচর; তদীয় পরিবারবর্গ সহ ভুলুয়ার ফৌজদারের শরণাপন্ন হইলে, তিনি উঁহাকে স্থলপথে ঢাকাতে প্রেরণ করেন। ইসলাম খাঁ এই ধরমসাহকে সাদরে গ্রহণ করিয়া মগবাজার নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং মোগল সরকার হইতে মাসহারার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

সায়েস্তা খাঁর সময়ে মগেরা যাত্রীপুর অঞ্চলে উপদ্রব আরম্ভ করিলে তিনি রুকুনউদ্দিন নামক জনৈক ব্যক্তির অধীনে স্বীয় নৌসেনা সজ্জিত করিয়া উহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। নবাবী সৈন্যের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া মগেরা ঐ স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়া যায়।

(Tavernier's Travels in India, Book I.)

পুস্তক পরিচয়।

"সতীর মন্দির"

The Amrita Bazar Patrika 13. 7. 24

"Satirmandir" by Babu Hemendralal Pal Choudhury.

We have received a copy of the above book in which the author spared no pains to show how a brilliant wealthy family gradually dwindled away and how everything was restored to order under the able manage ment of the mistress of the family and a faithful Darwan.

The character of Radharani is examplary. Her implicit faith in the ways of the Almighty should be an odject lesson to the true Hindu ladies. We can safely say that the anthor has been successful in his aims and we fervently hope that the book will have a wide circulation amongst the Bengali knowing Hindns, specially Hindu ladies who have a good deal to learn from it,

দৈনিক বসুমতী—২রা ভাদ্র ১৩৩১।

……গল্পটীতে বাঙ্গালী গৃহস্থ ঘরের সুখ দুঃখের কথা—বাঙ্গালী

পরিবারের নানা অবস্থার কথা ফুটাইয়া তুলা হইয়াছে।......গ্রন্থকার ঐ উপাদান সংগ্রহ করিয়া হিন্দু পরিবারের সতী স্ত্রীর নানা নির্য্যাতনের বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং তন্মধ্য হইতে অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের মত সতীর উজ্জল মধুর চরিত্র চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।...... বাঙ্গালী পরিবারের মধ্যে শান্তোজ্জল চরিত্র সমাবেশের অভাব নাই। গ্রন্থকার এ বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এ গ্রন্থ বঙ্গালীর ঘরে সুশিক্ষা দান করিবে।

হিতবাদী—১৩ই ভাদ্র ১৩৩১।

......২২৬ পৃষ্ঠায় ইহা সমাপ্ত। ছাপা কাগজ উত্তম।..... লেখকের রুচিমার্জ্জিত সতীত্বের মহিমা কীর্ত্তন এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গ্রন্থের আখ্যান বস্তুও মনোরম। এ গ্রন্থের পক্ষে বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, কন্যা, ভগ্নীর হস্তে ইহা নিঃসঙ্কোচে পড়িতে দেওয়া যাইতে পারে।

নায়ক—৯ই শ্রাবণ ১৩৩১।

......লেখক নবীন হইলেও তাঁহার লিখিবার ভঙ্গী মন্দ নয়, অনুশীলন থাকিলে তিনি ভবিষ্যতে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন।

বৈকালী—১৭ই শ্রাবণ ১৩৩১।

......পড়ে তৃপ্ত হয়েছি, আর পাঠক ও বিশেষতঃ পাঠিকাগণকে পড়্তে অনুরোধ করছি। পল্লীগ্রামের দীন-দরিদ্রগণের সরলতা, পরোপকারের জন্য প্রাণপাত ইচ্ছা, স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন—এ ছবিগুলি লেখক নিপুণহস্তে এঁকেছেন। অন্যান্য চরিত্রগুলিও বেশ ফুটেছে। পাপের ভীষণ পরিণাম ও পুণ্যের আনন্দময় আলোক

বিকাশ উজ্জ্বলরূপ দেখান হয়েছে। "সতীর মন্দির" গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হোক।

মজলিস—২৪শে শ্রাবণ, ১৩৩১।

"সতীর মন্দির" নামেই পুস্তকের পরিচয়। হিন্দু রমণীর সতীত্ব কাহিনী সুন্দর, সরল, স্বাভাবিক ভাবে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সতীর তেজে দুশ্চরিত্র স্বামীর পরিবর্ত্তন ও মুক্তি গ্রন্থকার অতি দক্ষতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। অধিকাংশ চরিত্রই স্বাভাবিক এবং শিক্ষাপূর্ণ। এই সুলেখকের রচনা ও কলা নৈপুণ্যের আমরা যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে "সতীর মন্দির" বিরাজ করিতে দেখিলে আমরা আনন্দিত হইব। শুভ বিবাহে এই গ্রন্থখানি উপহার দিবার সম্পূর্ণ উপযোগী।

১। সতীর মন্দির (সচিত্র) ৸৹ বাঁধাই ১৲ মাত্র।

২। গুরুদক্ষিণা (সচিত্র) ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী (বিদ্যাবিনোদ, কবিভূষণ) প্রণীত।

শ্রীবিশ্বমানদ মহামণ্ডলান্তর্গত মান্য-মানদ স্বভাবামনস্বীভিঃ শ্রীহেমেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী মহোদয় সাহিত্যিক সুধীবরায় বিবিধ সদ্‌গুণাশ্রমবিবুধরত্নায় কীর্ত্তিকুশল ধর্ম্মপালক সাধুত্তমায় শ্রদ্ধায় "কবিভূষণ" তথা "বিদ্যাবিনোদ" পাধৌ প্রদত্তৌ।

Suqporters—1. Mahamahopadhya Ashutosh Tarkabhusan. 2. Maharaja of Tipperah. 3. Maha raj Kassimbazar 4. Maharaj Dinajpur. 5. Maharajadhiraj Burdwan. 6. The Late Vioe-Chancellor,

Calcutta University; Sir Devaprosad Sarbadhikari, C. I E., M. A., L. L. D. 7. Rai Jotindra Nath Chowdhury M. A, B.L. 8. Rai Sashi Bhusan Dutta Bahadur, Vidyasrami. 9. Brother Alakananda Mahabharati

অধ্যাপকগণ—"বঙ্গরত্ন" সম্পাদক শ্রীনারায়ণ দাস বিদ্যাভূষণ, ভারতী দেবশর্ম্মণঃ, শ্রীসীতানাথ কৃত্তীরত্ন, বিদ্যারঞ্জনস্য, শ্রীইন্দুভূষণ বেদান্ত ভারতী, মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীসীতারাম ন্যায়াচার্য্য শিরোমণি দেবশর্ম্মাণঃ, আধ্যাপক শ্রীবামনদাস বিদ্যারত্ন দেবশর্ম্মাণঃ প্রভৃতি প্রায় ৫০ জন অধ্যাপক মহোদয়গণ "সতীর মন্দির" "গুরুদক্ষিণা" প্রভৃতির বহু প্রশংসার সহিত উপরোক্ত উপাধি দানপত্র প্রদান করিয়াছেন।

৩। লহরীমালা (কবিতা ও গান) মূল্য ।০ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

৪। মগেরমুলুক ১॥০ ৫। স্ত্রীর অধিকার ১৲
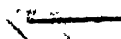
গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

১। স্ত্রীর অধিকার ১৲

২। সতীর মন্দির ৸৹ ও ১৲

৩। গুরুদক্ষিণা ৸৹

৪। লহরীমালা (২য় সংস্করণ) ।৹

Published by—

H. L. PAUL CHOWDHURY.

94, Manicktala Street,

Calcutta.

প্রাপ্তিস্থান

গ্রন্থকারের নিকট

৯৪নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট

অথবা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

১০৩।১।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

কলিকাতা